ধৃতং প্রেম্না

উনচত্বারিংশ খণ্ড

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর

শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব

প্রণীত

অযাচক আশ্রম-বাংলাদেশ

ওঁ

ধৃতং প্রেম্না

উনচত্বারিংশ খণ্ড

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর

শ্রীশ্রীমৎ স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব

প্রণীত

প্রথম সংস্করণ - ১৪২৫ বঙ্গাব্দ

উপাসনা

অভিক্ষা

জগৎকল্যাণ

- নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ -

- ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ -

অযাচক আশ্রম - বাংলাদেশ

কেন্দ্রীয় কার্যালয়

রহিমপুর, ডাক- মুরাদনগর, কুমিল্লা-৩৫৪০, বাংলাদেশ।

ধর্মার্থ শুল্ক : ৳ ৪০ (চল্লিশ টাকা)। [মাশুলাদি স্বতন্ত্র]
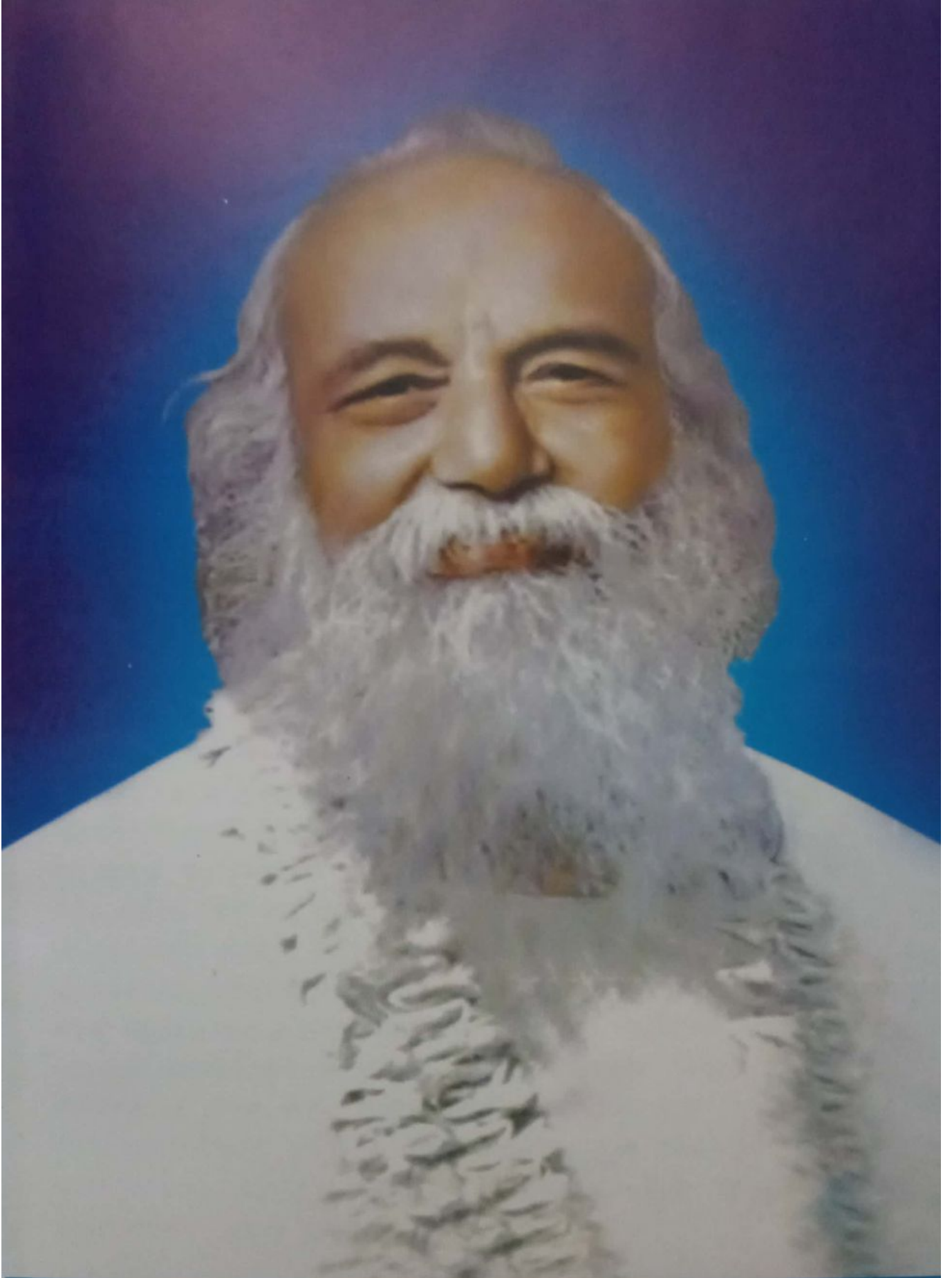
অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর

শ্রীশ্রীমৎ স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব

ওঁ

ধৃতং প্রেম্না

(ঊনচত্বারিংশ খণ্ড)

পত্র নং- ১

হরিওঁ

গুরুধাম,
কলিকাতা-৫৪
১৭ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৬
১ জুন, ১৯৭৯

কল্যাণীয়েষু ঃ–

স্নেহের বাবা –, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

বাড়িওয়ালাদের উৎপাতে আশ্রয়হীন হইতে চলিয়াছ শুনিয়া দুঃখিত হইলাম। আশীর্বাদ করি যেন আশ্রয়চ্যুত না হও।

একটি পুত্র-সন্তান লাভের আকাঙ্ক্ষা জানাইয়াছ। আশা করি তোমার এই সাধ পূর্ণ হইবে। সংকল্প কর যে পুত্রমুখ দর্শনের পর হইতে ব্রহ্মচর্য-ব্রত পালন করিবে। অনেক সন্তান পাইয়া লাভ কী? কয়টি সন্তান আজকাল পিতামাতার দুঃখ বুঝে ? কয়টি সন্তান আজকাল বংশধারার ঐতিহ্য বুঝিয়া চলে? ইন্দ্রিয়-লালসার ক্রীতদাসেরা জন্মলাভের পর হইতে জ্ঞান-স্ফুরণের পূর্ব পর্যন্ত এক প্রকার অনুগত থাকে, জ্ঞানোন্মেষ হইয়া গেলেই মার মার, কাট কাট করিয়া বহির্গত হয় পিতামাতার বুকের হাড় চিবাইয়া খাইবার অভিযানে। লক্ষ লক্ষ পুত্র-কন্যার মধ্যে পিতামাতার প্রতি কৃতজ্ঞ সন্তান কয়টি দেখিতে পাও? সম্রাট শাহজাহান নাকি দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন,– "সন্তানের পিতা হওয়ার মতন পাপ আর কিছু নাই।" সন্তানকে তিনি স্নেহ দিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার বিনিময়ে পাইয়াছিলেন পরিণত বার্ধক্যে বন্দিশালা। পুত্রেরা আসিয়া জগদুদ্ধার করিয়া দিবে, এই ভাব ছাড়িয়া দাও। জগৎ-সেবা যাহা করিবার, নিজের কাজ নিজেই করিয়া যাও। হোক না তাহা ছোট, হোক না তাহা নগণ্য, তবু সৎ কাজ অক্ষয়, অমর, শাশ্বত কাজ।

ষাট বৎসরের অধিককাল আমি তোমাদের গুরুরূপে সমাসীন রহিয়াছি। প্রত্যেককে বলিয়াছি, ব্রহ্মচর্য পালন সম্ভব, দাম্পত্য জীবনেও ইহা পালনীয়। কেবল মুখে বলি নাই, চোখেও দেখিয়াছি। কালও সায়ংকালে একটি যুবক আমাকে প্রণাম

করিয়া গেল, যে দাম্পত্য-ব্রহ্মচর্যে বারো বৎসরের অধিক কাল অবিচল আছে। দাম্পত্য-ব্রহ্মচর্য অসম্ভব নহে, সম্ভব। ইতি-

আশীর্বাদক
স্বরূপানন্দ

পত্র নং- ২

হরিওঁ

গুরুধাম,
কলিকাতা -৫৪
১৭ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৬

কল্যাণীয়েষু ঃ-
স্নেহের বাবা -, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

গুরুধামে আসিয়া যাহাকে তুমি অখণ্ড-সংহিতা পাঠ করিতে বসিয়া গন্ডায়-গন্ডায় অশুদ্ধ উচ্চারণ এবং ঝুড়িতে ঝুড়িতে অর্থহীন শব্দ ব্যবহার করিতে শুনিয়াছ, সে আমাদের সকলের পক্ষেই দুরূহ একটি সমস্যা-স্বরূপ। অনেক ধমক দিয়া, গালাগালি করিয়া, ক্রোধ প্রকাশ করিয়া বা হিতোপদেশ দিয়াও ইহাকে শুদ্ধ উচ্চারণ করিতে বাধ্য করা যায় নাই। প্রতিদিন সে সকলের আগে আসে এবং কেহ পাঠ আরম্ভ করিবার পূর্বেই নিজে পাঠ করা আরম্ভ করিয়া দেয়। কিছুক্ষণ পরে লোকজন জমিলে অন্য কোনও পাঠক তাহার হাত হইতে গ্রন্থখানা কাড়িয়া লইয়া পড়ে। কেহ যদি আগে হইতে পাঠ করিতে থাকে, তবে তাহাকে গলাধাক্কা দিয়া পাঠ বন্ধ করা যায় না, অনুরোধ করিয়াই পাঠ বন্ধ করিতে হয়। কারণ, স্থানটা হাট-বাজার নহে, স্থানটা উপাসনা-মন্দির। তোমার কথিত পাঠক বাল্যকালে যে অল্প পরিমাণ লেখাপড়া শিখিয়াছিল, তাহার পরে উচ্চারণ ও অর্থ-গ্রহণের দিক্ দিয়া তাহা আর উন্নত হয় নাই, এই পঁয়তাল্লিশ বৎসর বয়স্ক প্রৌঢ়কে উচ্চারণ শিখাইবার জন্য মাস্টার নিয়োগের সুযোগ নাই। সে থাকে কলিকাতার ত্রিশ-চল্লিশ মাইল উত্তরে, ব্যবসায়-কর্ম করে কলিকাতা শহরের দক্ষিণতম প্রান্তে, বোধ হয় খিদিরপুরে। কটু ব্যবহার করিয়া করিয়া ক্লান্ত হইয়া আমরা হাল ছাড়িয়া দিয়াছি। সুতরাং তাহাকে নিয়া আর প্রশ্ন করিও না, এমন বেয়াড়াভক্ত ছাড়া অন্য সকলের সম্বন্ধে তোমাদের কড়া হওয়া উচিত। যাহাদের শুদ্ধ উচ্চারণের ক্ষমতা আছে, হৃদয়গ্রাহী করিয়া পড়িবার দক্ষতা আছে, সকলকে স্পষ্ট করিয়া শুনাইবার সামর্থ্য আছে, ঝড়ের গতিতেও পড়ে না, স্তিমিত কণ্ঠেও নহে,- পাঠ করিবার ভার তাহাদের উপরেই দেওয়া উচিত। গুরুধামে দিবারাত্রি নানা সময়ে নানা জনে অখণ্ড-সংহিতা পড়ে, কোনও অনুষ্ঠান থাকিলেও পড়ে, অনুষ্ঠান না থাকিলেও পড়ে, সবাই নিজ নিজ পুণ্য অর্জনের জন্য পড়ে। এমতাবস্থায় সকল সময়ে বাছাবাছি চলে না। মফস্সলের দূরাঞ্চল নিবাসী অকপট

ভক্ত পুরুষ বা মহিলা গুরুধামে যখন পড়িতে আরম্ভ করে, তখন কাহারও ইহা জানা থাকিবার কথা নহে যে, কে ভালো পাঠক, কে মন্দ পাঠক। কিন্তু তোমাদের দত্তপুকুরের ন্যায় গ্রাম-অঞ্চলে সকল ভক্তেরই জানা যে, তোমাদের মধ্যে ভালো পাঠক ও ভালো পাঠিকা কাহারা আছেন। ভালো যাঁহারা পাঠ করেন, তাঁহাদিগকে সসম্মানে পাঠের অনুরোধ করা উচিত, নিরহংকার সৎ পাঠক-পাঠিকাকে সম্মান দেওয়া উচিত।

উপাসনার সুর যাহাতে সকলের এক রকমের হয়, তাহার জন্য লং-প্লেয়িং গ্রামোফোন রেকর্ডখানা করা হইয়াছিল। অনেক পয়সা খরচ করিয়া লং-প্লেয়িং রেকর্ডখানা হওয়া সত্ত্বেও ইহার সাহায্যে কেহ যে সুর শিখিল না, ইহা সত্যই পরিতাপের বিষয়। এমন ব্যাপার লইয়াও আবার দুইটা মত হয়, ঝগড়া-কলহ হয়, ইহা শুনিয়া অবাক্ বোধ করিতেছি। অবাক্ না বলিয়া অসহায় বোধ করিতেছি। তোমরা অনেকেই আমার শিষ্য বলিয়া নিজের পরিচয় দাও, কিন্তু আদেশ মানো না, এরূপ হইলে তোমাদের সংঘ কয়দিন টিকিবে? বিনয় নাই, আনুগত্য নাই,– আছে কেবল জিদ্ আর জবরদস্তি, আর আছে নিজ নিজ দক্ষতার অহংকার। আমার প্রকৃত অভিপ্রায় আমি বহুবার বহু স্থানে প্রকটভাবে বলিয়াছি। জীবন ভরিয়া কেবল কি তাহারই ব্যাখ্যা ও উপব্যাখ্যা করিতে থাকিব ? দুইটা একটা নির্দেশ পালন করিলে তবে ত' অন্য নির্দেশের অর্থ বুঝিবে। আমার আজকাল পত্র লিখিতে বা পড়িতে বড় কষ্ট হয়। ইতি–

আশীর্বাদক
স্বরূপানন্দ

পত্র নং-৩

হরিওঁ

গুরুধাম,
কলিকাতা -৫৪
১৭ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৬

কল্যাণীয়েষু ঃ–

স্নেহের বাবা –, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

জগতে ভাঙ্গা ও গড়া একটা নিয়ম মানিয়া চলিতেছে। তাহার নাম ভারসাম্য। নদীর মধ্যস্থলে যখন একটা বালুচর মাথা তোলে, তখন দেখাদেখি খালিশার চর চখ মেলিয়া ব্যাপারটা দেখে। দেখিতে না দেখিতে গঙ্গা বা পদ্মার ভরাবুক তরমুজ ও বাঙ্গির ক্ষেতে ঢাকিয়া যায়, কলিমদ্দি ও হরিনাথ গিয়া ঘর তুলিবার খুঁটি গাড়ে। তারপরে আসে জরিপ, আসে দলিল, আসে মামলা, আসে খুন-জখম-অত্যাচার, আসে হাজত, জেল, ফাঁসিকাষ্ঠ। মণ্ডলী লইয়া তোমাদের তাহাই চলিতেছে। একটা অবাধ্যতা হজম করিয়াছ ত' পর পর দশটা লোক দশটা অবাধ্য আচরণ করিবে। তাই, আমি বিনয়কে জিজ্ঞাসা করিয়াছি যে,– শহরে যদি এখন আরও একটা নূতন

মণ্ডলী মাথা চাড়া দিয়া ওঠে, তবে তাহাকে অভিনন্দন দিবে তো ? বিনয় নিরুত্তর ছিল।

সুতরাং আমার আর কিছু বলিবার রহিল না। আমি আর কিছু বলিব না। ত্রিশ চল্লিশ হাজার লোকের বাসভূমি একটি শহরে যদি দুইটি মণ্ডলীতে না চলে, তবে তিনটি, চারিটি, পাঁচটি, ছয়টি মণ্ডলী গড়িতে বাধা কোথায়। *** ইতি–

আশীর্বাদক
স্বরূপানন্দ

পত্র নং- ৪

হরিওঁ

গুরুধাম,
কলিকাতা -৫৪
১৭ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৬

কল্যাণীয়েষু ঃ–

স্নেহের বাবা –, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম।

দিনলিপি চার্টখানা যেদিন প্রথম তৈরি করিয়াছিলাম, সেদিন মনে মনে ভাবিয়াছিলাম, হয়ত সমস্ত জীবন আমি এই চার্টখানা নিয়াই একাকী রহিব আর কেহ ইহা ধরিবে না। হাজার ছেলের মধ্য দিয়া আমি নীরবে হাঁটিয়া চলিয়া গেলে তাহারা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছে, কে গেল রে ? কাহাকেও দলে ভিড়াইবার বুদ্ধি আমার কখনও ছিল না, তাই সঙ্গী আমি কমই পাইতাম। চাঁদপুরের ঘোড়ামারার মাঠে, কলিকাতায় হেদুয়ার মাঠে আমি বিনা আমন্ত্রণের সঙ্গীদিগকে পাইয়াছি এবং দিনলিপি লিখিতে শিখাইয়াছি। কিন্তু তাহাদের সংখ্যা কম ছিল; তাহারা মহীয়ান্ হইয়াছে আত্মোৎসর্গের গুণে। কিন্তু আজ তোমরা সংখ্যায় কত অধিক, তোমাদের সংখ্যাধিক্য দেখিয়া আমার আনন্দও হয়, ভয়ও জাগে। সংখ্যায় বাড়িলেই ত' বল বাড়িল না, সবাই আদর্শনিষ্ঠ হইবে, সবাই ঐক্যবদ্ধ থাকিবে, সবাই সবাইকে প্রেম-ভালোবাসা অর্পণ করিবে, তবে ত' বল বাড়িবে ? অকৃতজ্ঞ, অবাধ্য, দুর্বিনীত, অসহিষ্ণু সহকর্মীদের দঙ্গল বাড়িলে হট্টগোলই বাড়ে, বল বাড়ে না।

এই জন্যই প্রয়োজন হইয়াছে, প্রত্যেকের জীবনে সংযম, সদাচার ও সততা অনুশীলিত হইবার। নিজে ভালো হও, প্রতিবেশী বালকদিগকে ভালো কর।

তোমরা আমার বর্ষীয়ান্ দিবসে আমার সাথে লগ্ন হইয়াছ। আমি আশীর্বাদ করিব, আমার কৈশোরের, দুর্দান্ত, নিরলস ও হতাশা-বর্জিত জীবনটি তোমরা লাভ

কর। যেখানেই চরিত্রগঠনের আন্দোলন ঘটিবে, সেখানেই কিছু না কিছু শ্রমোপহার প্রদান করিবে। ইতি–

আশীর্বাদক
স্বরূপানন্দ

পত্র নং- ৫

হরিওঁ

গুরুধাম,
কলিকাতা -৫৪
১৭ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৬

কল্যাণীয়েষু ঃ–
স্নেহের বাবা –, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

অদ্য সম্ভবত তোমার চতুর্থ পত্রখানা পাইলাম। তোমাকে ধন্যবাদ দিতে হয় যে, আমার কাছ হইতে অবহেলা পাইয়াও উৎসাহ তোমার দমে নাই, কিন্তু আমি ইচ্ছা করিয়া কাহারও পত্র অবহেলা করি না, লিখিতে পারি না বলিয়াই লিখি না, আমাকে ভুল বুঝিও না।

তোমার বয়সে আমি একটি স্ফুটনোন্মুখ ফুল ছিলাম, এ ফুল আমি কাহাকেও ধরিতে, ছুঁইতে, ডলিতে, মলিতে আদর করিতে বা চুমু খাইতে দিতাম না। এই ব্যাপারে আমি পিওরিটান ছিলাম, আজকালকার হাওয়া তখন বহিত না, তখন কেহ কাহারও গায়ে ঢলিয়া পড়িয়া আদর দেখাইত না, তখন নারীদের সহিত আদর্শবাদী তরুণদের ব্যবহার ছিল অত্যন্ত ন্যায়নিষ্ঠ শুভ্র এবং পূতিগন্ধ-বিবর্জিত। মাতৃ-বিষয়ক অধিকাংশ সংগীত আমি সেই সময় রচনা করিয়াছি, গাহিয়াছি এবং মেদিনী কাঁপাইয়াছি।

কল্পনা করিয়া আমাদের সেই অতীত দিনগুলির ধ্যান জমাও এবং নিজেকে সেই পরিশুদ্ধ বাতাবরণের মধ্যে স্থাপিত কর। মা-রে, বাবা-রে, এই বুঝি গেলাম বলিয়া চিৎকার করিয়া মরিও না, হতাশা বর্জন কর। হতাশার ক্রন্দন অনেক কাঁদিয়াছ, আর কাঁদিয়া কি লাভ হইবে ? শক্ত করিয়া কোমরে কৌপীন বাঁধ। কোনও প্রলোভনে পড়িয়াই কৌপীন-বন্ধন উন্মুক্ত করিবে না, এই পণ কর। লক্ষ লক্ষ ভ্রম-কবলিত মানুষ যে পথে চলিয়া আত্মরক্ষা করিয়াছে, তোমারও তাহাই পথ। আমার আশীর্বাদ নিয়ত তোমার সঙ্গে রহিয়াছে। ইতি–

আশীর্বাদক
স্বরূপানন্দ

পত্র নং- ৬

হরিওঁ

গুরুধাম,
কলিকাতা -৫৪
১৭ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৬

কল্যাণীয়েষু ঃ-
স্নেহের বাবা -, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস্ জানিও।

তোমার পত্র পাইলাম। বৃথাই তুমি গ্রহের ভয়ে চিন্তিত হইয়াছ। উহাদের পরমপ্রভু শ্রীভগবান স্বয়ং। তুমি সমবেত উপাসনাযোগে সকল গ্রহের পরমপ্রভু পরমেশ্বরের প্রীতি-সম্পাদন কর। শৃগালে কামড়াইতে আসিলে ব্যাঘ্রের শরণাপন্ন হইতে হয়। কুক্কুরে দংশন করিতে আসিলে পশুরাজ সিংহের আশ্রয় লইতে হয়। গ্রহ-নক্ষত্রের আক্রমণ ঘটিলে পরমবেদ্য পরমপুরুষ পরমেশ্বরের ভজনা করিতে হয়। গ্রহের ভয়ে ভীত হইও না। গ্রহগণের অনুগ্রহের উপরে তোমার জীবন-মরণ, উন্নতি-অবনতি নির্ভর করে না। ইতি-

আশীর্বাদক
স্বরূপানন্দ

পত্র নং- ৭

হরিওঁ

গুরুধাম,
কলিকাতা- ৫৪
১৮ জ্যৈষ্ঠ,শনিবার ১৩৮৬
২ জুন, ১৯৭৯

কল্যাণীয়াসু ঃ-
স্নেহের মা-, প্রাণভরা সেহ ও আশিস জানিও।

অখণ্ড-সংহিতা পাঠের প্রকল্প তিন তিনবার আরম্ভ করিয়াও সফল হও নাই, তবু হাল ছাড় নাই। ফল-স্বরূপে এবার সফল হইয়াছ, জানিয়া অত্যন্ত প্রীত হইলাম। যে কাজ শুরু করিয়াছ, তাহা দীর্ঘকাল ধরিয়া রাখ।

অখণ্ড-সংহিতা একজন প্রবীণ ব্যক্তির মুখের কথা। কথাগুলি সব সময়ে সরল বা শিশু-জনোচিত হয় নাই, কারণ জিজ্ঞাসুরা অশিক্ষিত বা শিশু ছিল না। এমতাবস্থায় শিশুদের দ্বারা পাঠ-প্রকল্প চালানো এক কঠিন ব্যাপার। তবে অভ্যাসের ফলে সবই হইতে পারে। আমরা আমাদের কচি কৈশোরে কঠিন কঠিন বাংলা বহি প্রবীণ গুরু-জনদের সমাবেশে পাঠ করিয়া শুনাইতে অভ্যস্ত হইতাম। সব কথার অর্থ বুঝিতাম না কিন্তু গুরু-জনদের সহায়তায় আমাদের উচ্চারণগুলি স্পষ্ট ও নির্ভুল

হইত। তোমরা শিশুদের দ্বারা পাঠ-প্রকল্প আরম্ভ করিয়াছ জানিয়া সুখী হইলাম। আরও সুখী হইব যদি শিশুরা স্পষ্ট উচ্চারণ করিয়া পড়ে, নির্ভুল উচ্চারণ করিতে শিখে। গুরুধামে ত' এক একদিন এমন এক এক বয়স্ক ব্যক্তি পাঠ আরম্ভ করে, যাহাদের কদর্য উচ্চারণে অশ্রদ্ধা জাগে। জিহ্বার, দাঁতের, মুখ-গহ্বরের পরিচ্ছন্নতা না থাকিলে শুদ্ধ উচ্চারণ কঠিন কথা।

বালক হইতে বৃদ্ধ প্রত্যেকের মনে উন্নতি লাভের প্রেরণা জাগাও। ইতি –

আশীর্বাদক
স্বরূপানন্দ

পত্র নং- ৮

হরিওঁ

গুরুধাম,
কলিকাতা-৫৪
১৮ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৬

কল্যাণীয়েষু ঃ-

স্নেহের বাবা –, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।
তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম।

তোমাকে স্থানীয় অখণ্ডমণ্ডলীর সভাপতি-পদে বরণ করা হইয়াছে জানিয়া তোমার সম্মানে আমি আনন্দিত। কিন্তু পদাধিকার শুধু সম্মান নহে, উহা দায়িত্বও বটে। অনেকে পদাধিকার পাইয়া মনে মনে স্ফীত হয় কিন্তু কাজ কিছু করে না। অনেক মণ্ডলী আছে যাহাতে ডজনে ডজনে পদাধিকারী আছে, কিন্তু অধিকাংশেই সাপ্তাহিক সমবেত উপাসনায় আসে না। ইহারা অতীব অধম ও অপদার্থ। কেহ কেহ এমনও আছে যে, একবার পদাধিকার হইয়াছে বলিয়া আজীবন ঐ পদাধিকারের দাবি চলিতে থাকিবে, কেহ বিরোধিতা করিলেই মণ্ডলী ভাঙ্গিয়া চুরমার করিতে হইবে, ইহা শুধু অসভ্যতা নহে, বন্য বর্বরতাও বটে। তোমাদের ওখানে তদ্রূপ যেন না হয়। সভাপতিত্ব পাইয়াছ ত' ভালো কথা, যোগ্যভাবে কাজ কর, সকলকে কাজ করিতে বাধ্য কর। প্রীতি ও বিনয় নিয়া ক্ষমতা পরিচালন কর। কোনো কোনো স্থানে দেখা যায় যে, কেহ সভাপতি বা সম্পাদক হইয়াছে বলিয়াই অন্যদের প্রতি ভৃত্যের প্রাপ্য ব্যবহার করে এবং সারাদিন প্রভুত্বের নেশায় বুঁদ হইয়া থাকে। মফস্‌সলে ঘুরিয়া ঘুরিয়া যে সকল অবর-কর্মী গণ-সংযোগ করিয়া বেড়াইতেছে, তাহাদিগকে তুচ্ছজ্ঞান করিও না। জনসাধারণের প্রদত্ত প্রত্যেকটা পাই-পয়সার নিখুঁত হিসাব রাখিও। ইতি–

আশীর্বাদক
স্বরূপানন্দ

হইত। তোমরা শিশুদের দ্বারা পাঠ-প্রকল্প আরম্ভ করিয়াছ জানিয়া সুখী হইলাম। আরও সুখী হইব যদি শিশুরা স্পষ্ট উচ্চারণ করিয়া পড়ে, নির্ভুল উচ্চারণ করিতে শিখে। গুরুধামে ত' এক একদিন এমন এক এক বয়স্ক ব্যক্তি পাঠ আরম্ভ করে, যাহাদের কদর্য উচ্চারণে অশ্রদ্ধা জাগে। জিহ্বার, দাঁতের, মুখ-গহ্বরের পরিচ্ছন্নতা না থাকিলে শুদ্ধ উচ্চারণ কঠিন কথা।

বালক হইতে বৃদ্ধ প্রত্যেকের মনে উন্নতি লাভের প্রেরণা জাগাও। ইতি –

আশীর্বাদক
স্বরূপানন্দ

পত্র নং- ৮

হরিওঁ

গুরুধাম,
কলিকাতা-৫৪
১৮ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৬

কল্যাণীয়েষু ঃ–

স্নেহের বাবা –, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।
তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম।

তোমাকে স্থানীয় অখণ্ডমণ্ডলীর সভাপতি-পদে বরণ করা হইয়াছে জানিয়া তোমার সম্মানে আমি আনন্দিত। কিন্তু পদাধিকার শুধু সম্মান নহে, উহা দায়িত্বও বটে। অনেকে পদাধিকার পাইয়া মনে মনে স্ফীত হয় কিন্তু কাজ কিছু করে না। অনেক মণ্ডলী আছে যাহাতে ডজনে ডজনে পদাধিকারী আছে, কিন্তু অধিকাংশেই সাপ্তাহিক সমবেত উপাসনায় আসে না। ইহারা অতীব অধম ও অপদার্থ। কেহ কেহ এমনও আছে যে, একবার পদাধিকার হইয়াছে বলিয়া আজীবন ঐ পদাধিকারের দাবি চলিতে থাকিবে, কেহ বিরোধিতা করিলেই মণ্ডলী ভাঙ্গিয়া চুরমার করিতে হইবে, ইহা শুধু অসভ্যতা নহে, বন্য বর্বরতাও বটে। তোমাদের ওখানে তদ্রূপ যেন না হয়। সভাপতিত্ব পাইয়াছ ত' ভালো কথা, যোগ্যভাবে কাজ কর, সকলকে কাজ করিতে বাধ্য কর। প্রীতি ও বিনয় নিয়া ক্ষমতা পরিচালন কর। কোনো কোনো স্থানে দেখা যায় যে, কেহ সভাপতি বা সম্পাদক হইয়াছে বলিয়াই অন্যদের প্রতি ভৃত্যের প্রাপ্য ব্যবহার করে এবং সারাদিন প্রভুত্বের নেশায় বুঁদ হইয়া থাকে। মফস্‌সলে ঘুরিয়া ঘুরিয়া যে সকল অবর-কর্মী গণ-সংযোগ করিয়া বেড়াইতেছে, তাহাদিগকে তুচ্ছজ্ঞান করিও না। জনসাধারণের প্রদত্ত প্রত্যেকটা পাই-পয়সার নিখুঁত হিসাব রাখিও। ইতি–

আশীর্বাদক
স্বরূপানন্দ

পত্র নং- ৯

গুরুধাম,
কলিকাতা- ৫৪
১৮ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৬

হরিওঁ

কল্যাণীয়েষু ঃ-
স্নেহের বাবা –, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার ২৫-৫-৭৯ তারিখের পত্রখানা পাইলাম। মণ্ডলীসমূহের বিশৃঙ্খল অবস্থায় কাজের লোকেরা বড়ো উদ্বেগে পড়ে। কারণ, কাহাকে সমর্থন করিলে বা না করিলে দলবাজির অপবাদ আসিয়া যায় এবং মানসিক শান্তির অপঘাত করে, সেই দ্বিধা ও কুণ্ঠায় পড়িয়া তাহারা নিষ্ক্রিয় হইয়া থাকে। ইহার মারাত্মক কুফল যুবকদের মধ্যে বিসর্পিত হয় এবং ঔদ্ধত্য, দুর্বিনয়, অপবাদ প্রচার অধিকাংশের অনুশীলনীয় বস্তুতে পরিণত হয়। সুতরাং স্বাধীনভাবে দুই একটা অনুষ্ঠান করিয়া তুমি জনসাধারণে দল-বিরোধ-বর্জিত উপলব্ধি জাগাইতে আগ্রহী হইয়াছ দেখিয়া খুশি হইলাম। কাজ করিয়া যাইতে থাক, যশ হইলে উৎফুল্ল হইয়া অনেকের মন-মেজাজের পরিবর্তন হয়; তোমার যেন তাহা না হয়। যাহারা দলাদলির বুদ্ধিতে পড়িয়া ঘূর্ণিপাক খাইতেছে, তাহাদিগকে কেবল সাধন করিবার শুভবুদ্ধি দিতে থাক। সাধনে মন মজিলে মনের ময়লা কাটিয়া যায়।

অনেকের অসাধারণ সাংগঠনিক যোগ্যতা থাকে এবং সেই যোগ্যতার সদ্ব্যবহারে তাহাদের নিরতিশয় আগ্রহও থাকে। কিন্তু স্থানীয় ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন অনেক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি এই সকল কর্মীদের কাজে সহযোগ না করিয়া বরং বিঘ্ন উৎপাদনের চেষ্টা করেন। ইহা নিতান্তই ব্যক্তিগত আক্রোশের ব্যাপার। এমতাবস্থায় সংগঠন-শক্তিশালী ব্যক্তির কর্তব্য হইতেছে, নিজের বাড়ি-ঘরের চৌহদ্দিটি পার হইয়া প্রবাসীদের মধ্যে কাজ শুরু করা। তোমরা যে এমন শ্রেণির একটা উৎকৃষ্ট কর্মীর পরিচয় এতদিনে পাইয়াছ, তাহা দেখিয়া পুলকিত হইয়াছি। আতশ-বাজিকে ছাতা দিয়া ঢাকিয়া রাখা যায়, সূর্যকে তাহা করা যায় না।

বারংবার নিজেদের অঞ্চলে ছোটো ছোটো অনুষ্ঠান কর এবং সম্ভবমতো বাহিরের চরিত্রবান্ কর্মীদের আসিয়া কাজ করিবার সুযোগ দাও। ইতি–

আশীর্বাদক
স্বরূপানন্দ

পত্র নং- ১০

হরিওঁ

গুরুধাম,
কলিকাতা- ৫৪
১৮ জ্যৈষ্ঠ, শনিবার ১৩৮৬

কল্যাণীয়েষু ঃ–

স্নেহের বাবা –, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার বৃদ্ধ পিতামাতা অসুস্থ আর তুমি ঐ অরণ্য রাজ্যের আরেক প্রান্তে মোটর-মেকানিকের চাকুরি করিয়া পিতৃমাতৃ-সেবার ব্যবস্থা করিতে ব্যস্ত জানিয়া ব্যথিতও হইলাম, সুখানুভবও করিলাম। ব্যথা এই জন্য যে, তোমার দুঃখ এখনি দূর হওয়া উচিত। সুখ এই জন্য যে, এই অকৃতজ্ঞ যুগেও দরিদ্র পিতামাতাদের এমন সন্তান আছে, যাহারা পিতৃমাতৃ-সেবায় কোনও ক্রমেই কুণ্ঠিত হইবে না। অকপট পিতৃমাতৃ-সেবা ভারতীয় জীবনের একটা অনবদ্য আদর্শের দৃষ্টান্ত। আত্মসুখ নহে, পিতৃমাতৃসুখ, আত্মসেবা নহে পিতৃমাতৃসেবাই ভারতীয় জীবনের শ্রেষ্ঠ অনুশীলন। আমি আশীর্বাদ করি, তোমার সেবাদানের শক্তি শতগুণ বর্ধিত হউক এবং তোমার দৃষ্টান্ত দেখিয়া শত শত পিতামাতার পুত্রকন্যারা জীবনের মহত্তম শিক্ষা অর্জন করুক।

চাকুরির ক্ষেত্রে ভিন্ন-ভাষাভাষী বড়োকর্তারা সুবিচার করিতেছেন না বলিয়া মনে আফসোস রাখিও না। ঈশ্বরে নিবিড় বিশ্বাস রাখিয়া শান্ত মনে দৃঢ় হস্তে কর্তব্যে রত থাক। দেখিও, একদিন সত্যিকারের বড়ো কেহ তোমার কৃতিত্বকে দেখিতে পাইবেন এবং নিজের গরজে তোমার উন্নতি-বিধানের চেষ্টা করিবেন। বিপদে পড়িয়া ঘাবড়াইয়া যাইতে নাই বাবা। ইতি–

আশীর্বাদক
স্বরূপানন্দ

পত্র নং- ১১

হরিওঁ

গুরুধাম,
কলিকাতা- ৫৪
১৮ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৬

কল্যাণীয়েষু ঃ–

স্নেহের বাবা –, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তুমি অত হতাশ হইয়াছ কেন ? এই বয়সে এই সব ভুল অনেক বালকই করিয়া থাকে। কিন্তু ইহা যে ভুল, তাহা বুঝিবা মাত্র হাত, পা, চোখ, কান, মুখ, বুক, পেট, পিঠ প্রভৃতি যাবতীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে কঠোর শাসনে আনিবার চেষ্টা করে। বহুবার তাহারা বিফলও হয়, তবু বারংবার চেষ্টা চালাইতে চালাইতে একদা বিজয়ী হয়। তখন ভয় কাটিয়া যায়।

কান্নাকাটি করিয়া এই বিপদের হাত হইতে রেহাই পাইবার উপায় নাই। এ সকল পাপ দূর করিতে হয় দুর্দমনীয় দুঃসাহসের দ্বারা। হঠাৎ মরিয়া গিয়াও কোনও লাভ নাই। মরিবার আগে তোমাকে যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া জীবনের পরিচয় দিতে হইবে।

তোমার অবস্থার শত শত তরুণকে আমি বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছি,– ইহা মিথ্যা নহে, পূর্ণ সত্য। কিন্তু তাহারা রক্ষা পাইয়াছে সাহসিকতাপূর্ণ পুরুষকারের বলে। তোমার পুরুষকার জাগ্রত হউক। ইতি–

আশীর্বাদক
স্বরূপানন্দ

পত্র নং- ১২

হরিওঁ

গুরুধাম,
কলিকাতা- ৫৪
১৯ জ্যৈষ্ঠ, রবিবার ১৩৮৬
৩ জুন, ১৯৭৯

কল্যাণীয়েষু ঃ–

স্নেহের বাবা রবিচন্দ্র –, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমাদের পার্বত্য-পল্লি কালাগাংয়ে দেড় শত রিয়াং অধিবাসীর বসতি আছে। তন্মধ্যে একমাত্র তুমিই আমার নিকটে দীক্ষিত। তোমাকে দেখিয়া, তোমার হালচাল জানিয়া তোমার গ্রামবাসীরা অখণ্ডমণ্ডলী স্থাপন করিয়া তোমাকেই তাহার ভারপ্রাপ্ত-কর্মী করিয়াছে জানিয়া হর্ষলাভ করিলাম। তুমি তোমার ভাইবোন ও স্ত্রীপুত্রাদি লইয়া যাবতীয় গ্রামবাসীর মঙ্গল-সাধনে ব্রতী হইয়া যাও। অবিলম্বে করিমগঞ্জ, পাথরকান্দি ও মনাছড়া মণ্ডলীর সহিত যোগাযোগ স্থাপন কর। ঠিকানা অন্যত্র লিখিয়া দিলাম।

শহর অঞ্চল হইতে তোমার শিক্ষিত গুরুভাই দুই একজন অবসর মতো তোমাদের গ্রামে যাইবে। তাহাদিগকে যাতায়াত ভাড়া দিতে হইবে না, কেবল গ্রামবাসী সকল লোকের সহিত সভাধিবেশনে বসিবার সুযোগ করিয়া দিতে হইবে। প্রয়োজন হইলে সেই সঙ্গে কীর্তন দলও আসিতে পারে।

তুমি তোমার স্বগ্রামবাসী স্বজাতিদিগকে অবিরাম শুনাইতে থাক যে, চিরকালের অপরিচ্ছন্নতায় আর পড়িয়া থাকিতে হইবে না, এখন দেহে, মনে, বাক্যে ও কর্মে স্বচ্ছ ও নির্মল হইতে হইবে। কারণ, তোমরা প্রত্যেকে আমার দৃষ্টিতে এক একজন পুণ্যাত্মা ব্যক্তি। শূকর, কুকুর, শৃগালের মতন অপবিত্র জীবন-যাপন তোমাদের সাজে না। প্রত্যেকে প্রত্যহ স্নান করিবে, দাঁত মাজিবে, মলমূত্র ত্যাগ করিতে জলশৌচ করিবে, সপ্তাহে একদিন সাবান দিয়া গাত্র-মর্দন করিবে এবং বস্ত্রাদি পরিষ্কার করিবে। সাপ্তাহিক সমবেত উপাসনায় কেহ অবহেলা করিবে না। ইতি-

আশীর্বাদক
স্বরূপানন্দ

পত্র নং- ১৩

হরিওঁ

গুরুধাম,
কলিকাতা- ৫৪
১৯ জ্যৈষ্ঠ, রবিবার ১৩৮৬

কল্যাণীয়েষু ঃ-

স্নেহের বাবা -, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমরা অনেকেই বৎসরে আমাকে বিশ-পঁচিশখানা করিয়া পত্র লেখ। এত পত্র পাঠ করার সময়ই হয় না, উত্তর দেওয়া ত দূরের কথা। এত অধিক সংখ্যায় পত্র লিখিও না। যখন যাহা বলিবার, আমার ফটোখানার সম্মুখে দাঁড়াইয়া বিনীত মনে বলিও। তাহাতেই যাহা প্রতিকার হইবার হইয়া যাইবে। গুরু বলিয়া মানিয়াছ অথচ গুরু বাক্যে বিশ্বাস কর না, ইহা কি প্রকারের শিষ্যত্ব ?

জীবন-যুদ্ধে নামিয়া ব্যবসায়কে ধরিয়াছ জীবিকার্জনের উপায়স্বরূপে। ব্যবসায় দিয়াছ চাউলের, যাহা মানুষকে কিনিতেই হয়। অথচ ব্যবসায়ে ফেল মারিতেছ। হাজার হাজার লোক এই একই ব্যবসায় করিয়া সংসার পালন করিতেছে। তোমারই কেবল ব্যবসায় ফেল পড়িবে কেন? তুমি কি বাকিতে কারবার কর ? তুমি কি ধার করিয়া টাকা আনিয়া ব্যবসায়ে খাটাও ? তুমি কি কর্মচারী দ্বারা ব্যবসায় চালাও এবং নিজে দোকানে বসিতে সময় পাও না ? তোমার দোকান-ঘরে কি ইঁদুরের আধিক্য আছে ? তুমি কি আয়ব্যয়ের হিসাব রাখিতে অপটু ? তুমি কি জুয়া খেল ?

কী কারণে তোমার ব্যবসায় বারবার ফেল পড়ে, তাহার কারণ তোমাকে আবিষ্কার করিতে হইবে। আগরতলা অঞ্চলে কারবার ভালো চলিল না বলিয়া আসিয়াছ গৌহাটি, এখন আবার গৌহাটিতে কারবার ভালো চলিতেছে না বলিয়া কি যাইতে চাহ তেজপুর ? সারা জীবন কি জায়গা বদল করিয়াই চলিবে ?

গৌহাটিতে তোমার হাজার তিনেক গুরু ভাই আছে, কেহ চাকুরি করে, কেহ ব্যবসায় করে। এতদিন গৌহাটি আছ, কাহারও সঙ্গে পরিচয় হইয়াছে কি ? এ কাজটাই তো তোমার সর্বপ্রথমে করা উচিত ছিল।

আমি যখন কাহাকেও দীক্ষা প্রদান করি, তখন এই ধারণা লইয়াই করি যে, এই একটি মানুষের দ্বারা শত শত মানুষের সহিত আত্মীয়তা স্থাপিত হইবে এবং ইহার ফল জগতের পক্ষে লাভ-জনক হইবে।

আগরতলা অঞ্চলে যখন দোকান খুলিয়া বসিয়াছিলে, তখন কয়জনের সঙ্গে পরিচয় স্থাপন করিয়াছিলে ? তোমাকে বিপদে সদ্‌বুদ্ধি দিতে পারে, এমন সৎলোক কি একজনও পাও নাই ? মা, ঠাকুরমা, ভগিনী, পত্নী সকলকে আগরতলা রাখিয়া আসিয়াছ। হঠাৎ প্রয়োজন পড়িলে আগরতলা কি সহজে পৌঁছিতে পারিবে ? হাতের মূলধন ফুরাইবার আগেই চিন্তা করিয়া ঠিক কর যে, কোথায় তুমি ব্যবসায় করিবে। বার বার জায়গা বদল করিও না।

স্থানীয় গুরুভাইদের সহিত পরিচয় হইলে সেই পরিচয়কে ঈশ্বরানুরাগ দ্বারা রক্ষা করিও,– ধারে চাউল বেচিয়া বন্ধুত্বকে শত্রুতায় পরিণত হইতে দিও না, বেচাকিনা নগদ কর ও সস্তায় কর। বেশি লাভের লোভে বাকিতে দিয়া শেষে পস্তাইও না। কোনও গুরু ভাইয়ের সহিত ভাগে কারবার করিও না। নিজ গৃহে কখনও সমবেত উপাসনাদি করিতে হইলে নাম ফলাইবার জন্য অপব্যয় করিও না। তোমার আর্থিক অবস্থার সহিত সংগতি রাখিয়া সকল কাজ করিও, অন্যান্য গুরু ভাইদের বাড়িতে সমবেত উপাসনা হইলে পুষ্প হউক, বিল্বপত্র হউক, দূর্বা হউক অথবা অন্য উপচার যাহা পাও, নামমাত্র হইলেও তাহা সঙ্গে লইয়া যাইও। দৃষ্টান্ত হিসাবে এই কার্যটি সর্বোত্তম। *** ইতি–

আশীর্বাদক
স্বরূপানন্দ

পত্র নং- ১৪

হরিওঁ

গুরুধাম,
কলিকাতা- ৫৪
১৯ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৬

কল্যাণীয়েষু ঃ–

স্নেহের বাবা –, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার কন্যার বিবাহ নির্বিঘ্নে ও নিরাপদে সুসম্পন্ন হইয়াছে জানিয়া সুখী

হইলাম। আশীর্বাদ করি, নবদম্পতির জীবন সুখময়, শান্তিময়, আনন্দময় ও সুদীর্ঘ হউক।

আরও আশীর্বাদ করি, এই জীবনের স্বাভাবিক সমস্যাসমূহ যেন ঈশ্বরের-কৃপায় স্বভাবের নিয়মেই সমাধা হয়। দারিদ্র্য, অন্নাভাব, স্বজনাভাব, প্রশান্তির অভাব যেন এই সংসারে না ঘটে। ইহাদের পুত্রকন্যারা চিরজীবী ও জগৎকল্যাণকারী হউক।

তোমার পরিবার-মধ্যস্থ অন্যান্য যে সকল সমস্যার কথা লিখিয়াছ, আশীর্বাদ করি, তাহার প্রত্যেকটার মীমাংসা সুচারুরূপে সাধিত হউক এবং তোমাদের প্রত্যেকে নৈতিক, আর্থিক, শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক শান্তিতে কাল কর্তন করিতে সমর্থ হও। শান্তি মিলে ঈশ্বর-চরণাশ্রয়ের অকপট একনিষ্ঠার ফলে। এজন্য ঈশ্বরে আত্ম-সমর্পণরূপ কতকটুকু পুরুষকার তোমাদের প্রতিজনের প্রয়োজন। ঈশ্বর করুণাময় ইহা সত্য। তিনি কর্মফল বিধাতা ইহাও সত্য। অবিরাম ঈশ্বর-স্মরণ কর, নিরন্তর ঈশ্বর-শরণ লও। ইতি–

আশীর্বাদক
স্বরূপানন্দ

পত্র নং- ১৫

হরিওঁ

গুরুধাম,
কলিকাতা- ৫৪
১৯ জ্যৈষ্ঠ, রবিবার ১৩৮৬

কল্যাণীয়েষু ঃ–

স্নেহের বাবা –, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

যদিও দীর্ঘকালের প্রথানুসারিণী উপনয়ন-বিধিকে আমি হুবহু রক্ষা করিতে পারি নাই, তথাপি উপনয়ন-সংস্কারকে আমি আবশ্যক বলিয়া জ্ঞান করি। কারণ, ইহা দ্বারা দ্বিজত্বের প্রশ্রয় হয়। ব্রহ্মাণ্ড জুড়িয়া সকলে দ্বিজ ও দ্বিজ-জনের আচরণীয় সদাচারের অনুরাগী হউক, ইহাই আমার বাঞ্ছা। সকলকে শূদ্র করিয়া যে ঐক্য, তাহা বড়ো নীচাঙ্গের। সকলকে ব্রাহ্মণ করিয়া যে ঐক্য, তাহাই প্রকৃত ঐক্য, কারণ ইহা দ্বারা প্রতিজনের উন্নতিমুখিনী গতি নির্দেশিত হইতেছে। কোনও কোনও বিশ্ববরেণ্য প্রতিভাধর ব্রাহ্মণ-সন্তান পইতা ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছেন ব্রাহ্মণ ও শূদ্রের বিভেদ দূর করিবার জন্য, একথা শ্রুত হইলেও তাহার ফলে শূদ্রদের ক্রমোন্নতির কোনও সাহায্য হইয়াছে কিনা, আজ পর্যন্ত কেহ তাহা বলিতে পারেন নাই। সুতরাং "আমি ব্রাহ্মণ হইব"– এই সৎ-সংস্কারটির প্রদানকারী সংস্কার উপনয়নকে গর্হণ করিয়া কোনও লাভ আছে বলিয়া মনে করি না।

আমাদের ভাবানুকূল ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদিগকে পত্রখানা দেখাইও এবং আমার

সাদর সম্ভাষণ জানাইও। ইতি–

আশীর্বাদক
স্বরূপানন্দ

পত্র নং- ১৬

হরিওঁ

গুরুধাম,
কলিকাতা- ৫৪
১৯ জ্যৈষ্ঠ, রবিবার ১৩৮৬

কল্যাণীয়াসুঃ–
স্নেহের মা,– প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

যে কুমারী কন্যার অভিভাবকেরা দয়ালু, বিবেচক ও শুভবুদ্ধিপরায়ণ, তাহাদের বিবাহের প্রস্তাব আসিলে বিবাহযোগ্যা কন্যার সাধারণ অবস্থায় গুরুজনদিগের অভিমতই অনুসরণ করা উচিত। ইহা কেবলই সৌজন্য নহে, ইহা অনেক ক্ষেত্রেই শান্তিপ্রদ। বিশেষ অবস্থায় বিবাহার্থিনীর আচরণ অন্যরূপ হইলে দোষের নাও হইতে পারে। তুমি অভিভাবকদের উপর নির্ভর করিতে পার।

মানুষ পশুত্বের দিকে নামিতেছে না দেবত্বের দিকে উন্নীয়মান হইতেছে, তাহার মাপকাঠি হইতেছে বিবাহ-সম্পর্কিত রীতি-নীতি ও ব্যবহারগুলি। তোমার বিবাহ দেবকন্যার বিবাহ-রূপে যেন প্রখ্যাত হয়। এই আশীর্বাদ করি। ইতি–

আশীর্বাদক
স্বরূপানন্দ

পত্র নং- ১৭

হরিওঁ

গুরুধাম,
কলিকাতা- ৫৪
২০ জ্যৈষ্ঠ, সোমবার ১৩৮৬
৪ জুন, ১৯৭৯

কল্যাণীয়েষু ঃ–
স্নেহের বাবা–, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।
তোমাদের ওখান হতে সামান্য দূরে অবস্থিত একটি বিখ্যাত মণ্ডলীর বিরুদ্ধে

কতকগুলি অভিযোগ আসিয়াছে, তাহার তদন্ত করিতে এবং নিরসন করিতে তোমরা শহর মণ্ডলী হইতে কয়েক জন ওখানে চলিয়া যাও। যাহারা রুক্ষভাষী ব্যক্তির ক্রোধাগ্নি বর্ষণের মধ্যে বসিয়াও হাসিমুখে কথা কহিতে পারে ও বুঝাইতে পারে, এমন লোক সঙ্গে নিও। মনে কষ্ট না দিয়াও যে মণ্ডলীর সংশোধন হইতে পারে, এই বিশ্বাস নিয়া যাইও। মণ্ডলীর বার্ষিক অধিবেশন বছরের পর বছর বিলম্বিত হওয়া উচিত নহে, একথা সকলকে বুঝিতে দিও। একই ব্যক্তিরা বছরের পর বছর বড়ো বড়ো পদ অধিকার করিয়া বসিয়া থাকিবে, ইহা যে অন্যায়, তাহা বুঝাইয়া দিও। প্রবীণেরা নবীনদিগকে কাজ করিবার নূতন নূতন সুযোগ প্রতি বৎসরই দিবেন, ইহা বাঞ্ছনীয়। পদাধিকারী ব্যক্তিরা সাপ্তাহিক সমবেত উপাসনায় বা বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানে অনুপস্থিত থাকিবেন, ইহা অন্যায়। ত্যাগ এবং চরিত্রবত্তা নেতার লক্ষণ, ইহা মনে রাখিতে হইবে। এগুলি অনেক দিনের পুরাতন কথা। পদাধিকার পাইবার পরে এসকল কথা দর্পভরে ভুলিয়া যাওয়া উচিত নহে। এতদিন ধরিয়া আমার সঙ্গে চলিয়া যা যা শুনিয়াছ, জানিয়াছ, বুঝিয়াছ, শিখিয়াছ, তাহাই সকলকে শুনাইতে, জানাইতে, বুঝাইতে ও শিখাইতে হইবে। এত বৎসর পরেও এই কথাগুলি আবার শিখাইতে হয়, ইহা আশ্চর্য। নূতন দীক্ষা দ্বারা প্রতি বৎসরই তোমাদের সংখ্যা বাড়িতেছে। সংখ্যা বাড়ার মানেই যদি হয় কলহ বৃদ্ধি পাওয়া, তবে ত' দীক্ষা বন্ধ করিতেই হইবে। কুতর্ক, কলহ, পরনিন্দার রুচি বর্জন কর। ইতি–

আশীর্বাদক
স্বরূপানন্দ

পত্র নং- ১৮

হরিওঁ

গুরুধাম,
কলিকাতা- ৫৪
২০ জ্যৈষ্ঠ, সোমবার ১৩৮৬

কল্যাণীয়েষু ঃ–

স্নেহের বাবা–, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার পত্রে তোমার আশ্রয়হীন অবস্থা জ্ঞাত হইলাম। ভয় পাইও না, ইহারই মধ্যে কাজ করিয়া যাও। জীবন-সংগ্রামে জয়লাভ তোমার হইবেই। যে সকল বিপদ তোমার উপর দিয়া গিয়াছে, তাহাতে মাথা ঠিক রাখিয়া চলা কঠিন কিন্তু তুমি পরমেশ্বরের আশ্রয় লইয়াছ, তোমার ভয়, কুণ্ঠা, দুর্বলতা, অবিশ্বাস, আশঙ্কা, আতঙ্ক, ক্লান্তি ও অবসাদ থাকা অনুচিত। তুমি আশার প্রদীপ জ্বালো এবং দিবানিশি তাহাতে

সাধনের তৈল-নিষেকে তাহাকে নিরন্তর প্রদীপ্ত রাখ। হতাশ বা নিরাশ হইও না।

আশীর্বাদ করি, তোমার প্রতিটি মহান প্রয়াসে তুমি কৃতকার্য হও, প্রতিটি সংগ্রামে বিজয় লাভ কর।

তোমার কোথায় যাইয়া এখন কাজ শুরু করা প্রয়োজন বা কোন্ স্থানে না যাওয়া ভালো, তাহা আমি হঠাৎ করিয়া বলিতে পারিতেছি না। কারণ, আমি পরিস্থিতি জানি না। ঈশ্বরের নামে বসিয়া চিত্ত স্থির কর এবং স্থির চিত্তে যাহা আভাস পাও, তদনুযায়ী গন্তব্য ও কর্তব্য নির্ধারণ কর। আত্মসম্মান অটুট রাখিয়া, দেশ ও দশের মঙ্গলের অবিরোধে থাকিয়া তোমাকে জীবনোপায় সংগ্রহ করিতে হইবে। *** ইতি –

আশীর্বাদক
স্বরূপানন্দ

পত্র নং- ১৯

হরিওঁ

গুরুধাম,
কলিকাতা- ৫৪
২০ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৬

কল্যাণীয়েষু ঃ–

স্নেহের বাবা –, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

দেবতা, গুরু, মহাপুরুষ, জ্যোতির্ময় বিগ্রহ, স্নিগ্ধ সৌন্দর্য ও শান্তিময়ী সুষমা যখনই যাহা বিনা চেষ্টায় দেখিতে পাও, তখনই তাহাকে সমাদর করিবে, অনাদর করিবে না, অবিশ্বাস করিবে না, অসম্ভব বলিয়া যুক্তি-বিচারের কষ্ট-কল্পনা করিবে না। আমাদের সাধন-প্রক্রিয়া সম্পূর্ণরূপে স্বভাবের উপরে প্রতিষ্ঠিত, স্বভাবকে লঙ্ঘন করিয়া ইহার কিছুই নাই। ঐ সব দর্শনের মধ্যে যদি আমাকে পাও, তবে জানিও, উহাও সত্য, উহা অলীক কল্পনা নহে, উহা মিথ্যা ভ্রমের বিলাস নহে। আমি আর তুমি যে এক, দুই নহি, এই কথাটা এই প্রসঙ্গে মনে রাখিও। স্রষ্টা আর সৃষ্টি এক, পূজিত আর পূজক এক, গুরু আর শিষ্য এক,– কদাচ দুই নহে। এক বলিয়াই আমাকে তুমি তোমার ভিতরে অহরহ দেখিতে পাইতেছ। ইহা আমার কোনও ভোজবাজি নহে, আমার কোনও ইন্দ্রজাল নহে, আমার কোনও মায়ার খেলা নহে। ইহা সত্য, শাশ্বত এবং সনাতন। নিরন্তর পরমেশ্বরের অখণ্ড-নামে লগ্ন থাক, এবং প্রাণভরা আনন্দ লইয়া এই মিলন-লীলা সমগ্র জীবন ব্যাপিয়া আস্বাদন করিতে থাক। এই সকল অনুভূতি আস্বাদনই করিতে হয়, প্রচার করিতে নাই। প্রচারে সাধনের গভীরতা নষ্ট হয়। বাক্-চপলতা সাধকের এক পরম শত্রু জানিও। ইতি–

আশীর্বাদক
স্বরূপানন্দ

পত্র নং- ২০

হরিওঁ

গুরুধাম,
কলিকাতা- ৫৪
২০ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৬

কল্যাণীয়াসুঃ–

স্নেহের মা –, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার পত্রখানা পাইয়া অত্যন্ত বিমিশ্র ভাবনায় পড়িলাম। আমাকে তুমি জান না, চেন না, দেখ নাই, তবু তুমি এত ভক্তি, এত ভরসা, এত বিশ্বাস আহরণ করিলে কীসের বলে ? আমাকে ইহা আশ্চর্যান্বিত করিয়াছে। তোমার প্রত্যেকটি অক্ষর-বিন্যাসের মধ্যে ওজন করা ভাব-প্রকাশের যোগ্যতা লক্ষ করা যাইতেছে। মনে হইতেছে, যেন দরিদ্র গ্রাম্যগৃহস্থের ঘরে মাতা সরস্বতী নূতন করিয়া জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন। কিন্তু নিরতিশয় ক্ষুব্ধ হইয়াছি ইহা জানিয়া যে, এমন সুগঠিত কন্যার পিতা মদ্যপ এবং ব্যভিচার-প্রমত্ত। ইহা আমার নিকট অবিশ্বাস্য মনে হইতেছে।

তুমি শিশুকাল হইতে এই পিতারই উপদেশ পাইতে পাইতে এতখানি বড় হইয়াছ, তাঁহার উপদেশ ও হিতকারিণী বচনাবলি নিশ্চয়ই তোমাকে জীবন-গঠনে প্রেরণা দিয়া আসিয়াছে। তেমন ব্যক্তি মদ্যপান শিখেন কি করিয়া, পরনারীতে আসক্তই বা হন কীরূপে ?

তোমার মা কি এখন জীবিতা নাই ? মা থাকিলে বাপ বেপরোয়াভাবে চলেন কী করিয়া ? তোমার মাতা কি মৃতের ন্যায় উদাসীন হইয়া আছেন ? প্রহারের ভয়ে কী তিনি চুপ করিয়া থাকেন? তিনি গৃহের রাজলক্ষ্মী, তিনি থাকিতে গৃহমধ্যে ব্যভিচারের মতো পাপ প্রবেশ করিবে কেন ? মা কি শক্ত হইতে পারেন না ? তিনি হাজার বিপদের সম্ভাবনাকে তুচ্ছ করিয়াও কেন বাধা দিবেন না ? মা কি শুধু ইতর গালাগালি শুনিবার জন্য আর মার খাইবার জন্য এই ঘরে একদা বধূ হইয়া আসিয়াছিলেন ? মাকে শক্ত হইতে বল। মা যেন এই পাপের প্রশ্রয় না দেন।

তোমরা সন্তান, কেহ পুত্র, কেহ কন্যা। তোমাদের এক্ষেত্রে করিবার সুযোগ কতটুকু আছে, অনুমান করিতে পারিতেছি না। লোকে সুরাপান শিখে কুসঙ্গের ফলে। আজকাল ত ভদ্র-অভদ্র নির্বিশেষে শহরে ও গ্রামে বাজারে ও গঞ্জে নিঃসংকোচে মদ্যপানের প্রেতলীলা চলিতেছে। মদ্যপান একবার শিখিতে পারিলে চক্ষু-লজ্জা, সম্ভ্রম-জ্ঞান, গুরু জনে সম্মাননা-বোধ প্রভৃতি নিমেষে অক্কা পায়। আজকাল ত স্কুলের শিক্ষক, হাইকোর্টের বিচারপতি, দেবপূজার পুরোহিত আর দেশোদ্ধারকারী বড়ো বড়ো নেতা প্রত্যেকেরই পক্ষে মদ্যপান সমান সম্মানের ব্যাপার। এই পরিস্থিতির মধ্যে পড়িয়া তুমি তোমার পিতার মঙ্গলের জন্য কাতর ক্রন্দন করিতেছ। এই

ক্রন্দনকে ঘরে ঘরে বিস্তারিত কর। এই দুর্বিষহ যাতনাকে একটি আন্দোলনের রূপ দিতে হইবে।

তোমার পিতার নাম-ঠিকানাটি আমাকে লিখিয়া পাঠাও। আমি পারিলে তাহাকে ব্যক্তিগত ভাবে পত্র লিখিব। অতীতে আমি অনেককে অনেক পত্র লিখিয়াছি, যাহার অধিকাংশই বিফল হয় নাই।

গ্রামের অধিকাংশ লোকই এখন পর্যন্ত মদ খাইতে শিখে নাই। তাহাদিগকে সংঘবদ্ধ করিয়া গ্রামের বর্ষীয়ান লোকেরা যদি একটা আন্দোলন শুরু করিয়া দিতে পারে, তাহা হইলে তাহা আংশিক ভাবে হইলেও সফল হইবে। কিন্তু চ্যাংড়ার দল, আন্দোলন আরম্ভ করিলে বৃদ্ধেরা অসম্মানবোধ করিয়া বিরোধিতা করিতে পারেন, ইহাও ভাবিতেছি। বিস্তারিত তথ্য জানাও। ইতি–

আশীর্বাদক
স্বরূপানন্দ

পত্র নং- ২১

হরিওঁ

গুরুধাম,
কলিকাতা- ৫৪
২১ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৬
৫ জুন, ১৯৭৯

কল্যাণীয়াসু ঃ–

স্নেহের মা –, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার ছোটো বোন্ অঞ্জলির পত্রে জানিলাম, তুমি মানসিক অশান্তিতে আছ। সংসারে মাঝে মাঝে অশান্তি স্বাভাবিক। সুতরাং ইহাতে হতাশ হইও না। তোমার নিষ্পাপ অতীতের ইতিহাস আমি সবই জানি। কুমারী জীবনে প্রকৃত পবিত্রতার অনুশীলন করিতে তোমার চেষ্টার কখনও ত্রুটি ছিল না এবং সকল দুর্বলতার উর্দ্ধে থাকিয়া তুমি আমার প্রদত্ত উপদেশ সাহসের সহিত পালন করিয়াছ। তোমার সংসার-জীবনে অশান্তি আসা উচিত নহে। হয়তো তোমার স্বামী তোমাকে অত্যধিক ভালোবাসেন এবং অন্ধের ন্যায় আবেগসহ তোমাকে নিরতিশয় আপন করিতে চাহেন। মনস্তাত্ত্বিক এই কারণটি তাহাকে মাঝে মাঝে রুদ্র-রূপ দান করে। এই রুদ্র-রূপ দেখিয়া ভয় পাইবার কিছু নাই। তুমি তোমার প্রেমপূর্ণ সেবা দ্বারা এই পরিস্থিতিটি জয় করিতে চেষ্টা কর। সফলতা নিশ্চয়ই তুমি লাভ করিবে। স্বামীর প্রতি বিরক্ত বা বিদ্বিষ্ট হইও না। তাহা হওয়া মারাত্মক ভুল হইবে। নানা কারণে অনেক স্বামীই প্রথম দুই এক বৎসর স্ত্রীর প্রতি রুক্ষ ও রুষ্ট থাকে। ভগবানের করুণায় আস্তে আস্তে তাহাদের রূপান্তর ঘটে। তজ্জন্য সযত্নে কাল-প্রতীক্ষা করিতে হয়। তুমিও কাল-প্রতীক্ষা কর মা।

কামচর্চায় প্রেম বাড়ে না কিন্তু স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে স্বাভাবিক কামচর্চা না থাকিলে প্রেম অনেক সময়ে সৃষ্টই হয় না। এই কারণেই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রেম উপজাত হইবার সুযোগই হয় না। এই ব্যাপারটা স্বামী ও স্ত্রীর নিজস্ব ব্যাপার। তাই বাহিরের লোকের পরামর্শ এক্ষেত্রে অচল। উপস্থিত পরিস্থিতি দেখিয়া যতটা পার, স্বামীর অনুকূলে কাজ করিও। সিংহ-ব্যাঘ্রও স্নেহ-দয়া-মায়ার দ্বারা বশীভূত হয়। একটা মানুষকে প্রেম দিয়া আপন করিতে পারিবে না ?

কতস্থানে তোমার কত গুরুভগিনী স্বামীকে পূর্ণ-সংযমের পথে পর্যন্ত নিয়া যাইতে সমর্থ হইতেছে। তুমি স্বামীকে তোমার প্রতি প্রেমশীল করিতে পারিবে না? প্রেমপূর্ণ সেবাদ্বারা তাহা করা সম্ভব। ইতি–

আশীর্বাদক
স্বরূপানন্দ

পত্র নং- ২২

হরিওঁ

গুরুধাম,
কলিকাতা- ৫৪
২১ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৬

কল্যাণীয়াসু ঃ–
স্নেহের মা –, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। সুদূর হইতে তুমি শুনিয়াছ শ্রীভগবানের মুরলী-ধ্বনি এবং তাহাতে আকৃষ্ট হইয়া দেবত্বময় পবিত্র জীবন-যাপন করিতে শুরু করিয়াছ, ইহা যে আমার কর্ণে কী মধু বর্ষণ করিল, তাহা ভাষায় বর্ণনা করিতে পারিতেছি না। তোমার ন্যায় আরও শত শত কুমার-কুমারী চারিদিকে ছড়াইয়া আছে এবং পরিচয়-বিহীন অবস্থায় রহিয়াছে, যাহারা ঐ একই বংশীধ্বনি শুনিয়াছে কিন্তু কোন্ দিক হইতে কে যে মধুময়ী রাগিণী আলাপ করিয়া যাইতেছে, তাহা জানে না। ইহাদিগকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে, সংঘবদ্ধ করিতে হইবে এবং জগন্মঙ্গল কাজে লাগাইয়া দিতে হইবে। ইতি–

আশীর্বাদক
স্বরূপানন্দ

পত্র নং- ২৩

হরিওঁ

গুরুধাম,
কলিকাতা- ৫৪
২১ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৬

কল্যাণীয়েষু ঃ-
স্নেহের বাবা –, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

মাতা, পত্নী, পুত্র, কন্যা সকলকে ভুলিয়া গিয়া যেখানেই বাবা যাইয়া থাক, আবার মাতৃ-সন্নিধানে আসিতেই হইবে, তাঁহার পায়ে ধরিয়া ক্ষমা চাহিয়া বলিতে হইবে,– না মা, আর কখনও তোমার অপ্রীতিকর কাজ করিব না, আর কখনও তোমার অপ্রীতিভাজন হইব না। সকল ভুল-ক্রটি, অন্যায়ের ও অপরাধের জন্য ঐখানে ক্ষমা মাগিয়া লও। ইতি–

আশীর্বাদক
স্বরূপানন্দ

পত্র নং- ২৪

হরিওঁ

গুরুধাম,
কলিকাতা- ৫৪
২১ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৬

কল্যাণীয়াসু ঃ-
স্নেহের মা –, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার দিদির যাবতীয় বৃত্তান্ত জানিলাম। স্বামী ও স্ত্রীর ব্যক্তিগত ব্যাপারের মধ্যে বাহির হইতে আমাদের প্রবেশ করিবার প্রয়োজন নাই। তুমি তোমার দিদিকে কেবল পরামর্শ দিতে থাক যে, প্রেমপূর্ণ সেবা এবং সেবাময় প্রেম দিয়া তাহাকে পরিস্থিতির প্রতিকূলতা দূর করিতে হইবে,– হতাশ হইলে চলিবে না। স্বামীর গৃহে যাইয়া নব-বধূকে কিছুদিন অপ্রত্যাশিত কতকগুলি অনাদর পাইতেই হয়। ইহার হাত হইতে কোনও বধূর পরিত্রাণ নাই। তোমার মা, জেঠিমা, খুড়িমা প্রভৃতিকেও বিবাহের পরে প্রথম দুই চারি মাস এই সব অসুবিধা ভুগিতে হইয়াছে। বরপক্ষে যদি আভিজাত্য, ধনসম্পদ বা বিদ্যাবত্তার অভিমান থাকে, তবে কিছু দিনের ভোগান্তি না ভুগিয়া কোনও বধূর বোধ হয় উদ্ধার নাই। এই সব স্থানে উপদেশ দিতে হয় সহিষ্ণুতার সহিত কালাপেক্ষা করিবার জন্য। কালক্রমে স্বামী-স্ত্রীর অমিল দূর হইয়া যায়, যদি স্ত্রী হয় কার্যকালজ্ঞা, সহিষ্ণু-স্বভাবা ও মিষ্ট-ভাষিণী। অনেক সংসারে চঞ্চলা বধূরা শুধু চোপার জোরে রাজত্ব করিতে চাহে এবং সুখও হারায়, শান্তিও হারায়। তুমি এমন ভুল করিও না মা। শ্বশুর-ঘরের লাঞ্ছনা বাহিরে প্রকাশ হইতে না

দেওয়াই ভালো। কারণ, প্রকৃত প্রতিকার ত মা তোমার নিজের হাতে। প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া দেখ যে, ক্ষমা ও সহিষ্ণুতার দ্বারা পরিস্থিতি পরিবর্তিত করা যায় কিনা। নিজে যদি সত্য সত্য চেষ্টা কর, তাহা হইলে পরমেশ্বর তোমাকে শতগুণ সহায়তা করিবেন। ইতি–

আশীর্বাদক
স্বরূপানন্দ

পত্র নং- ২৫

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা -৫৪
২১ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৬

কল্যাণীয়েষু ঃ–

স্নেহের বাবা –, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার কার্ডখানা পাইয়া অত্যন্ত খুশি হইলাম। উত্তর ত্রিপুরার একমাসব্যাপী চরিত্রগঠন-আন্দোলনের জনসভায় ভাষণ দিবার সুযোগ যে তুমি গ্রহণ করিয়াছ, ইহাতে আমি বড়োই খুশি। সকলের সহিত তোমার মার্জিত ও শালীনতাপূর্ণ ব্যবহারের প্রশংসা ইতিমধ্যে অন্যের মারফত আমার কর্ণে পৌছিয়াছে। তোমার ভাষণগুলি যে প্রাণময় এবং গুরুত্বপূর্ণ এবং ওজঃপূর্ণ হইয়াছে, এই সংবাদও আমি জানিয়াছি। আমার নাম করিয়া যে-কেহ কর্মক্ষেত্রে নামিয়া পড়িলে ততটুকু সফলতা তোমরা পাইবেই পাইবে, যতটুকু সরল ও অকপট আমি নিজে হইতে পারিয়াছি। ভগবৎ-কৃপা ছাড়া ইহা হয় না। তোমরা ভগবৎ-কৃপায় বিশ্বাস করিও। তৃণকে দিয়া তিনি বজ্রের কাজ করাইয়া লইবেন। মূষিককে দিয়া করাইবেন ঐরাবতের কাজ। পথের এক কণা ধূলি লইয়া তাহার কাছ হইতে কাজ আদায় করিবেন হিমালয়ের যোগ্য। তোমরা ঈশ্বরে বিশ্বাস হারাইও না। বিশ্বাসের বলে বলীয়ান হইয়া যাও তোমরা দূর হইতে দূরান্তরে, যাও তোমরা কান্তারে, যাও তোমরা হিমগিরির তুষার স্তূপে, যাও তোমরা মৃত্যু-করাল মরুভূমির বুকে। উচ্চকণ্ঠে, বজ্রনির্ঘোষে সকলকে ডাকিয়া বল,– আমরা অশুদ্ধ পৃথিবীকে বিশুদ্ধ করিব, কে আছ দরদি বন্ধু কাছে আস; অভ্রান্ত ঋষিবাক্য শুনিয়া যাও,– "সচ্চরিত্রতাই জীবন।"

সঙ্গে নিজেরা সংকল্প কর, তোমরা চরিত্রবান্ হইবে, বক্তা যদি চরিত্রবান্ না হয়, তাহা হইলে নাটক ভালো করিয়া জমিতে না জমিতে যবনিকা নামিয়া পড়ে। *** ইতি–

আশীর্বাদক
স্বরূপানন্দ

পত্র নং- ২৬

হরিওঁ

গুরুধাম,
কলিকাতা- ৫৪
২১ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৬

কল্যাণীয়েষু ঃ–

স্নেহের বাবা –, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও ।

তোমার সুদীর্ঘ পত্র পাইলাম । চক্ষুর বর্তমান অবস্থায় পত্র পড়া বা লেখা অতীব দুঃসাধ্য হইয়াছে । পত্র একটু ছোটো করিয়া লিখিও । আমার ফটোখানাকে গঙ্গা-যাত্রায় পাঠাইয়া ভালোই করিয়াছ, তবে নূতন কিছু করিয়াছ বলিয়া মনে করিও না । একাজটি অনেককেই করিতে দেখিতেছি । সুতরাং ইহাকে স্বাভাবিক মনে করিয়াছি । ছবিকে জলে ডুবাইয়া রাখিলে আমার নিমোনিয়া হয় না । আগুনে পুড়িয়া ফেলিলেও প্রদাহ বা জ্বালা জন্মে না । কাজটি করিয়া মন যদি তোমার শান্ত হয়, তাহা হইলে যতবার ইচ্ছা ছবি ছিঁড়িও, ভাঙ্গিও, দূরে আবর্জনা-স্তূপে ফেলিয়া দিও । তোমার মন শান্ত করিবার জন্য যাহা প্রয়োজন, তাহাই করিও । মন শান্ত হইয়া গেলে আর করিবে না, ইহা ত জানা কথা ।

তুমি বলিতেছ, তুমি সংগ্রামে হারিয়া যাইতেছ, আমি বলিতেছি, এখনও তুমি পরাজিত হও নাই । যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ । বারবার হারিয়াও হার স্বীকার করিও না । পুনরায় জিতিবার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে । কেন তুমি হার স্বীকার করিবে? বারবার যে হারিয়া যাইতেছ, তাহার কারণ কি কুসঙ্গ না কুচিন্তা ? হারিবার প্রধান কারণ যাহা, তাহা বর্জন করিতে হইবে, কুসঙ্গ-বর্জন কঠিন নহে, কুচিন্তা দমনও কঠিন নহে । তুমি যে-সকল সমস্যায় পড়িয়াছ, এসকল সমস্যা আমাদেরও ছিল । কুসঙ্গ বর্জনের ফলে, কুচিন্তা দমনের ফলে, সব সমস্যা মিটিয়া গিয়াছে । আমরাও তোমাদের মতো সাধারণ ছেলেই ছিলাম, অসামান্য কিছু ছিলাম না । একজনে যাহা পারে, অন্যে তাহা পারিবে না কেন ? মন হইতে হতাশা দূর কর । ইতি–

আশীর্বাদক
স্বরূপানন্দ

পত্র নং- ২৭

হরিওঁ

গুরুধাম,
কলিকাতা- ৫৪
২১ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৬

কল্যাণীয়েষু ঃ-

স্নেহের বাবা -, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

নিশ্চয়ই তুমি ভ্রান্তির পল্বল হইতে অনায়াসে উঠিয়া আসিতে পারিবে। কারণ, কোন্‌টা ভালো আর কোন্‌টা মন্দ, তাহা তুমি স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছ। কেবল মনে মনে সংকল্প কর যে, অন্যায়ের পথে আর পদচারণা করিবে না, ভুল পথে আর চলিবে না। কুসঙ্গ, কুচিন্তা বর্জন কর, নিতান্ত নিষ্ঠুর মনে। তুমি অন্যায়ের সহিত আপোস করিতে বিরত হও। সর্বশক্তির আধার পরমেশ্বর নিয়ত তোমাকে শক্তি জোগাইবেন। ইতি-

আশীর্বাদক
স্বরূপানন্দ

পত্র নং- ২৮

হরিওঁ

গুরুধাম,
কলিকাতা- ৫৪
২১ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৬

কল্যাণীয়াসু ঃ-

স্নেহের মা -, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমাদের স্কুল ছুটি হইয়াছে কিনা, জানি না। সুতরাং সন্দেহে থাকিব যে, পত্রখানা পাও কিনা। তোমার বাড়ির ঠিকানা মনে নাই।

একটি আত্মগঠনকামী যুবকের পত্র এই সঙ্গে পাঠাইলাম। তুমি এই তরুণকে আস্তে আস্তে আমার যাবতীয় গ্রন্থাবলি পড়িবার সুযোগ দাও। আর দাও নিরন্তর আত্মদমনে, আত্মগঠনে এবং সুদৃঢ় চরিত্রবল নির্মাণে প্রেরণার পর প্রেরণা। ইতি-

আশীর্বাদক
স্বরূপানন্দ

পত্র নং- ২৯

হরিওঁ

গুরুধাম,
কলিকাতা- ৫৪
২২ জ্যৈষ্ঠ, বুধবার ১৩৮৬
৬ জুন, ১৯৭৯

নারায়ণেষু ঃ–

আপনার পত্র পাইয়া অত্যন্ত সুখী হইলাম। কিন্তু শাস্ত্রজ্ঞান আমার অত্যল্প। তদুপরি তথ্যের গুরুতর অভাব-হেতু বিশ্বাস ও ব্যক্তিগত উপলব্ধির উপরে অত্যধিক নির্ভর করিতে হইবে বিধায় আপনার তুষ্টি বিধানে হয়তো অক্ষম হইব।

আমার ধারণা এই যে, বেদ হইতেও তন্ত্র অনেক পূর্বে ভারতে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তন্ত্র পশ্চিম বা পশ্চিমোত্তর কোনও অঞ্চল হইতে ভারতে যদি আসিয়া থাকে, তবে তাহা বেদের শুভ-সমাগমের অন্তত হাজার দুই বৎসর আগে হইবে। ক্ষুরধার বুদ্ধি এবং সর্বতত্ত্বকে প্রকৃতি ও পুরুষাত্মক দ্বিত্বে ভাগ করিয়া আস্বাদন করিবার পটুতা তান্ত্রিক সাধকদিগকে এত শ্রেষ্ঠতা দিয়াছিল, যাহার ফলে তাঁহারা যে ভারতের বাহির হইতে অতীব সুপ্রাচীন যুগে আগমন করিয়া অনার্য-পরিপূর্ণ ভারতকে প্রায় দখল করিয়াছিলেন, এই সন্দেহটি বেদানুগামী পরবর্তীদের মনে কখনো উদিতই হয় নাই। সৃজনী-শক্তির মূলাধাররূপে পরম সত্যকে দেখিবার যোগ্যতা তাঁহাদিগকে অসাধারণ এক শ্রেষ্ঠতা দিয়াছিল। কিন্তু বেদের আবির্ভাব তার চেয়েও উন্নততর এক একেশ্বরবাদ লইয়া, যাহাতে দ্বিত্বের স্থিতি বা দ্বিত্বের অভাব শুধু সাধকের স্বকীয় আত্মার পরিপ্রেক্ষিতে, তত্ত্বত নহে। বেদের আগমন এমন এক যুগে, যখন নানা বিভেদ-জীর্ণ ভারতীয় তাত্ত্বিক-সমাজে প্রকৃতি-পুরুষের তত্ত্ব বৃক্ষ-লতা-প্রস্তর-মৃত্তিকায় ওতপ্রোত ভাবে উপলব্ধ হইতে শুরু করিয়াছে। ফলে, বেদাধীন তাত্ত্বিক-সমাজেও তান্ত্রিক-পূজা কখনো কখনো সমাদরের যোগ্য হইয়াছে। প্রণব ও ব্রহ্মগায়ত্রীর অধিকার শূদ্র ও নারীর হাত হইতে কাড়িয়া লইবার পরবর্তী বৈদিক যুগে এজন্যই যাবতীয় হিন্দুর জীবনে বৈদিক উপনয়ন-সংস্কারের পরেও পুনরায় তান্ত্রিক একটা দীক্ষার আবশ্যকতা বিশেষভাবে অনুভূত হইয়াছে। একবার সাবিত্রী-দীক্ষিত হইবার পরে পুনরায় তান্ত্রিক মতে দীক্ষা গ্রহণের প্রথাটির সৃষ্টি এই ভাবেই হইয়াছে এবং যেহেতু বেদানুগামীরা অন্য মতের গর্হণে অভ্যস্ত বা পটু নহেন, সেই হেতুতেই একবার একটি প্রথা গৃহীত হইবার পরে প্রথান্তর ঘটিতে বিলম্ব স্বাভাবিক।

তান্ত্রিকেরা স্বভাবের পূজক,– রক্তে, মাংসে, মেদে, মজ্জায় আস্বাদনে, ভক্ষণে, সম্ভোগে এবং শারীরিক অর্থে। বৈদিকেরা নিসর্গের উপাসক– সৌন্দর্যের পূজারি, বিশ্বস্রষ্টার স্বরূপ-বিস্তারের ইন্দ্রিয়-নিরপেক্ষ সৌন্দর্যানুভূতির অর্থে। একটি প্রথা দেহের ক্ষুধাকে ধরিয়াছে যাত্রারম্ভের প্রথম সোপান, অপর পন্থা দেহাতীত পরম সত্তাকে ধরিয়াছে যাত্রারম্ভের প্রথম নিশান রূপে। এই পদযাত্রা শরীরের, এই আকাশ-যাত্রা মনের। শরীর যাইতে যাইতে যে চরম অনুভূতিতে পৌঁছিয়াছে, মনও যাইতে

যাইতে দিব্য নিয়মের আনুকূল্যে সেইখানেই আসিয়া পৌঁছিয়াছে। সুতরাং তন্ত্র ও বেদের বিরোধ প্রচলিত ইতিহাসের আরম্ভ ঘটিবার পূর্বেই সুসমাপ্ত হইয়া গিয়াছে। তাই, ব্রহ্মকে আরাধনা করিতে বসিয়া ব্রহ্মবাণীর ধ্যান আপনা আপনি আসিয়া পড়িতে লাগিল। গায়ত্রী দেবী তিন বেলা তিনটি রূপ ধারণ করেন,– একথার তাৎপর্য ইহা। তবে বেদ ও তন্ত্রের মিলিয়া যাইবার পরের যুগের ইহা কথা। সুপ্রাচীন যুগে বেদের যে মহামন্ত্রটি গায়ত্রীছন্দে বিরচিত হইয়া তৎ সবিতা দেবতার বরেণ্য ভর্গোকে ধীমহি করিতেছেন, তাহা গায়ত্রীর ভারত আগমনের অনেক পূর্বের কথা। ভর্গো বা স্বতঃপ্রকাশ তেজ বা জ্যোতিই তখন ধ্যেয় ছিলেন, নারী কল্পনার আবশ্যকতা তখন ছিল না। পরে তিন নারী কল্পনা আসিল। "ত্র্যক্ষরে ব্রহ্মবাদিনী" বলিয়া যাঁহাকে বলা হইল, তিনি তাঁর ভাব-মূর্তিটি তন্ত্র হইতে কাটিয়া আনিয়া বেদমন্ত্রের সহিত যুক্ত করিয়া দিলেন। ইহাতে বেদ ও তন্ত্রের বিরোধ মিটিল বলিয়া মনে হয়। "ত্র্যক্ষরে ব্রহ্মবাদিনী" বলিয়া প্রণাম রচয়িতা অ-উ-ম কে বুঝান নাই, বুঝাইয়াছেন গায়ত্রী নামি স্ত্রীরূপধারিণী ব্রহ্ম-প্রজ্ঞাকে।

"গায়ত্রী" এবং "গায়ত্ত্রী" এই শব্দ দুইটির বর্ণ-বিন্যাস দুই রূপ হইলেও "ত"-এর দ্বিত্ব "বিবক্ষয়া" হইয়াছে বলিয়া অর্থান্তরের অবশ্যম্ভাবিত্ব কিছু নাই। কিন্তু ছান্দনিক-বিচারে এক ত-কারযুক্ত গায়ত্রীই লিখিত হয়। ইহার অধিক এই ব্যাপারে আমার জানা নাই।

গায়ত্রী-ছন্দকে ছন্দোমাতা বলা হইয়া থাকে। এই রূপকটি হইতে গায়ত্রীকে দেবী-বিশেষে কল্পনায় পথ-নির্মাণ হইয়া থাকিতে পারে। তৎ সবিতুর্বরেণ্যং এর পূর্বে সপ্ত-ব্যাহৃতি অনেক পরে যুক্ত হইয়াছে। তাহা নিষ্প্রয়োজনও মনে হয়। কারণ ভূর্ভুবঃ স্বঃ দ্বারা ত্রিলোক, ত্রিকাল, ত্রিগুণকে বুঝানোর দরুন মানবের কল্পনীয় যাবতীয় তত্ত্ব ও সত্যকেই বুঝাইতেছে।

ব্রহ্মশাপ, বশিষ্ঠ-শাপ, বিশ্বামিত্র-শাপ প্রভৃতি কিংবদন্তিটুকু সন্ধ্যাবন্দনার কালে আবাল্য শুনিয়া আসিতেছি। কোনও পুরাণে এই কাহিনি তিনটি আছে কিনা জানি না। গায়ত্রী-প্রচারে ব্রহ্মা, বশিষ্ঠ এবং বিশ্বামিত্রের অসাধারণ অবদান যে রহিয়াছে, তাহারই স্বীকৃতিস্বরূপ উহা করা হয় বলিয়া মনে করি।

ত্র্যক্ষরে ব্রহ্মবাদিনী বলিতে আমরা গা-য়-ত্রী এই তিনটি অক্ষরই আমরা বুঝিয়া থাকি। "ওঁ ইত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম" এই শ্লোকাংশে 'ওঁ'-কে একাক্ষর বলিয়াই আমরা মনে করিয়া থাকি। অ + উ + ম বলিয়া কোনো শব্দ নাই। ওঁ একটি শব্দ এবং ইহাকে একাক্ষরই বিবেচনা করা হইয়া থাকে।

সবিতা বলিতে ব্রহ্মজ্যোতির উৎসকে বুঝাইতেছে এবং তাহা দর্শন সাধন-সাপেক্ষ। কিন্তু ভর্গো হইতেছে স্বতঃপ্রকাশ জ্যোতি। এই জ্যোতিকে একবার না দেখিয়া ধ্যান করা, অনুসরণ করা যায় না। গায়ত্রী-জপ করিতে করিতে এই ব্রহ্মজ্যোতির আবির্ভাবের প্রতীক্ষা করিতে হয়। একাগ্র মনে প্রতীক্ষা করিতে করিতে আপনি জ্যোতিঃপ্রকাশ ঘটে। কল্পিত জ্যোতি নহে, স্বয়ং-প্রকাশ সেই

জ্যোতিকে ধ্যান করিতে বলা হইতেছে। সবিতা কীসের উৎস, তাহার ধ্যান নহে, সবিতা নিজ স্বভাবে প্রকাশমান হইলে সেই স্বতঃপ্রকাশ দীপ্তি কেমন, তাহার প্রতীক্ষায় যুগ যুগ ধরিয়া ধ্যান করিয়া যাওয়াই ধীমহি কথার তাৎপর্য। দেখা দাও, ইহা যেন কথার কথা নহে, তোমার ইচ্ছা হইলে দেখা দাও, ইহাই যেন আকুতি। ভর্গোর রূপ কী, তাহা ভর্গোই দেখাইয়া দিবেন। ইহা বর্ণনার কোনো উপায় নাই। গায়ত্রী তান্ত্রিক-মন্ত্র নহে বলিয়া পুরশ্চরণ প্রচলিত নাই। অন্তত থাকিলে আমি তাহা জানি না। শাপোদ্ধারী গায়ত্রী বাপান্ত করিয়া দিয়া গিয়াছে। ইহার পরে আবার পুরশ্চরণ সংযুক্ত হইলে কী ঘটিত কে জানে। সাধন-পন্থা যত সরল হয়, ততই ভালো। এজন্যই আমরা গায়ত্রী জপিবার কালে স্বতঃপ্রকাশ জ্যোতির প্রতীক্ষায় চেষ্টা করিয়া কোনো কিছু ধ্যান করিতে যত্ন পাই নাই, কোনো কোনো স্থলে কোনো কোনো ভাগ্যবানের ভাগ্যে সুদুর্লভ ভর্গো দর্শন হইয়া যায়।

নাম কর, কথার মানে হইতেছে, যে কোনো নাম কর, অন্য সব নাম ভুলিয়া যেই একটি মাত্র নামে লগ্ন হইয়া থাকিতে পারিবে, তাহা কর, "নাম কর, নাম কর" কথাটার মানে ইহাই।

যে কোনো নাম অফুরন্তভাবে জপ করিতে করিতে শ্রবণে আপনি বাজিয়া ওঠে পবিত্র-ওঙ্কার, নয়নে আপনি ফুটিয়া ওঠে স্বতঃপ্রকাশ ভর্গো। সবাই জানিয়া না জানিয়া এই অসাম্প্রদায়িক সত্য কথাটি বলিতেছেন। ইতি–

স্বরূপানন্দ

পত্র নং- ৩০

হরিওঁ

গুরুধাম,
কলিকাতা- ৫৪
২২ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৬

কল্যাণীয়েষু ঃ–

স্নেহের বাবা –, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার পছন্দমতো শিল্পীর দ্বারা যে ডিজাইনটি করিয়া পাঠাইয়াছিলে, তাহা সময় পার করিয়া আসিয়া পৌঁছাতে কাজে লাগে নাই। কিন্তু শিল্পীর নিঃস্বার্থ পরিশ্রমের জন্য আমরা নিশ্চয়ই তাহার নিকট ঋণী রহিলাম। তাহাকে আমার স্নেহ ও আশিস জানাইও। চিত্রকর, সংগীতজ্ঞ, সাহিত্যিক, ব্যায়ামবিদ্, সমাজসেবক এবং শৃঙ্খলা-শিক্ষা ও শিক্ষাদানে ব্রতী বালক এবং যুবকদিগের সঙ্গে বিশেষ ঘনিষ্ঠতা রাখিবে। তাহাদিগকে চরিত্রগঠন-আন্দোলনে অংশগ্রহণ-ব্যাপারে সম্মিলিত সহযোগ দিবার সুযোগ প্রদান করিবে। চরিত্রহীন, দুর্বলচেতা, লুব্ধ-স্বভাব, চঞ্চলচেতা ব্যক্তিদিগকে ডাকাডাকি করিতে গিয়া অনুষ্ঠানের যতিভঙ্গ করিও না। দুরভিসন্ধিহীন সদ্‌বক্তা বা সৎশিল্পী পাঁচ কি দশ জন কোন্ শহরে না মিলিবে?

উত্তরবঙ্গের একটি প্রসিদ্ধ শহরে দশ হাজার টাকা খরচ করিয়া একটি জনসভা হইবার বিষয়ে তোমার প্রদত্ত মতামতের সহিত আমার মতামতের মিল আছে। অল্প খরচে ঘন ঘন ছোটো ছোটো সভার অধিবেশন করিলে, তার স্থায়ী ফল অধিক হয়। ছোটো অনুষ্ঠানের ত্রুটি-বিচ্যুতির সম্ভাবনা কম। তোমরা অভিনয় দেখাইতে যাইতেছ না, যাইতেছ চরিত্রগঠন-আন্দোলনের অনুকূল আবহাওয়া সৃষ্টি করিতে। তোমাদের রিয়াং ভ্রাতারা ত্রিপুরা রাজ্য ও মিজোরামের দুর্গম বনে জঙ্গলে দশ বিশ মাইল হাঁটিয়া গিয়া এক একটি সভা করিতেছে এবং দশ জন হইতে পনেরো জন শ্রোতা পাইলে নিজেদের শ্রমকে সার্থক মনে করিতেছে। আমি মনে করি, ইহাদের কাজ তোমাদের আড়ম্বরপূর্ণ কাজের অপেক্ষা কম দামি নহে।

যেখানে একটা শহরে দুই লক্ষ লোকের বাস, সেখানে পাঁচ হাজার জনতার সমাবেশ করিতে হইলে দশ হাজার টাকা লাগিবে কেন, বুঝিলাম না। তোমরা কি বাহির হইতে লোক আনিয়া ভোজ খাওয়াইবে ? ইহা কি মহানামের মহোৎসব ? এক মাইল ব্যাসার্ধের সবগুলি লোককে যদি সপ্তাহে সাতদিন ধরিয়া মৌখিক আমন্ত্রণ কর, তাহা হইলে চক্ষু-লজ্জায়ও তো দুই হাজার লোক আসিবে হে। বনে-জঙ্গলে জনতা নাই, শহরে আছে। একটি বিরাট সভা করিয়া অনেক খরচ না করিয়া শহরের পাঁচটা মহল্লায় পাঁচটা ছোটো ছোটো মিটিং পাঁচ দিনে কর না কেন ? পাঁচ দিন কথা কহিতে তোমাদের কষ্ট হইবে, কিন্তু স্থায়ী ফল বেশি হইবে। আর কাছাকাছি পাঁচটা জায়গায় পাঁচটা সভা আলাদা আলাদা তারিখে হওয়ার দরুন নূতন নূতন যুবক-কর্মী তোমরা পাইয়া যাইবে। একা মানুষ সব কাজ করিতে পারে না বলিয়াই তো সহকর্মীর প্রয়োজন। বাহিরের ভড়ং বাড়িতে দিও না, অন্তরের ঐশ্বর্য বাড়াও এবং যতটা পার প্রচ্ছন্ন পদ-সঞ্চারে মানুষের মনকে অধিকার কর।

উত্তরবঙ্গের সংগঠন-কার্য তেমন ভাবে হয় নাই। তার কারণ আমি জানি না। তবে মনে হয় ভাইবোনদের প্রতি ভাইবোনদের মনের সাত্ত্বিক প্রীতি বাড়িয়া গেলে তোমরা যূথবদ্ধ কাজ সংঘবদ্ধভাবে সুচারুতার সহিত করিয়া যাইতে পারিবে। ধুবড়ী হইতে কাটিহার, এই ভূখণ্ডটুকুর মধ্যে বাংলা, অসমিয়া ও বিহারি বক্তাদের সাহায্য নিয়া আস্তে আস্তে অনেক কাজ করিতে পার। এই ভূখণ্ডটুকুর মধ্যে প্রায় চারিশত খানা প্রতিধ্বনি প্রতি মাসে যায়। এই পুস্তিকাগুলি কিছু-কিছু-লোকের মনে দিব্য-ভাবের সঞ্চারণা করিয়া থাকে। সেই লোকগুলিকে খুঁজিয়া তোমরা বাহির করিতে পার। তাহাদের মধ্যে অনেক সহায়ক কর্মী পাইবে। প্রতিধ্বনির পাঠকেরা অনেকেই মন দিয়া প্রতিধ্বনি পড়েন। ইতি—

আশীর্বাদক
স্বরূপানন্দ

পত্র নং ৩১

হরিওঁ

গুরুধাম,
কলিকাতা- ৫৪
২৪ জ্যৈষ্ঠ, শুক্রবার ১৩৮৬
৮ জুন, ১৯৭৯

কল্যাণীয়েষু ঃ-

স্নেহের বাবা-, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার পত্র পাইলাম। একটা করুণ বিষাদ মাখা হতাশা মেঘের চারিপাশে যেন একটা রজতরেখা দেখিলাম। তুমি কি আশ্রমে যোগ দিতে চাহ ? কিন্তু তাহাতে লাভ কি হইবে ? পুপুন্‌কীর নিষ্করুণ মৃত্তিকায় আমি এখনো কিছুই করিতে পারিলাম না। নিত্য নৈশচোর এবং সম্ভবত প্রায় প্রতিদিন গৃহতস্করের উপদ্রবে সম্পদহানি ঘটিতেছে। বারাণসীতে সদুপায়ে অর্থার্জনের রাস্তাঘাট খোলা সম্ভব হইয়াছে, কিন্তু অত বড়ো বাড়িটা একটা কারখানা-বাড়ি ছাড়া আর কিছুই হইল না। কর্মীরা এখন পেটে খাইতে পায়, নগদ রজত-মুদ্রা মাসের প্রথম দিনেই করমুষ্টির মধ্যে পাইয়া যায়, কিন্তু তৃপ্তি নাই, তুষ্টি নাই, প্রতিটি আচরণে ঘড়ির কাঁটার দিকে অপাঙ্গ-দৃষ্টি এবং কণ্ঠে "চলবে না" "চলবে না" "চলবে না" স্লোগান। রাস্তা হইতে ধরিয়া আনিয়া যাহাদিগকে কাজ শিখাইয়াছি,তাহারা কেহ কেহ আজ অকৃতজ্ঞ, প্রতিশোধ-পরায়ণ, ষড়যন্ত্র-লিপ্ত, লক্ষ্যহীন এবং উন্মার্গগামী। এমন হট্টগোলের মধ্যে আসিয়া কি শান্তিটুকু পাইবে, কাহাকে শান্তি দিবে, কে তোমার সেবার মূল্য বুঝিবে ?

আমি বলি কি, যেখানে যে কাজ করিয়া যাইতেছ, সেখানে সে কাজ অব্যাহত রাখিয়াই তুমি নির্দিষ্ট একটি কেন্দ্রে বসিয়া অখণ্ড-সংহিতার ভাব ও বাণী মানব-মনে প্রোথিতমূল করিবার কাজে হাত দাও। এই একটি ছোট্ট বীজ হইতে মহাবটের আত্মপ্রকাশ ও মুঞ্জরন সম্ভব হইতে পারে। *** ইতি-

আশীর্বাদক
স্বরূপানন্দ

পত্র নং ৩২

হরিওঁ

গুরুধাম,
কলিকাতা- ৫৪
২৪ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৬

কল্যাণীয়েষু ঃ-

স্নেহের বাবা-, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার কার্ডখানা পাইয়া সুখী হইলাম। তুমি আমার সাম্প্রতিক ফটো দেখিয়া

আমার স্বাস্থ্যের কথা অনুমান করিয়াছ, ইহা সাধারণ কথা নহে। তোমার করুণ উক্তিগুলির দ্বারা তোমার অন্তরের প্রেমভাব প্রকাশিত হইয়াছে। অতীতের অন্য কোনও পত্রে তোমার এত দরদ্, এত ভালোবাসা লক্ষ করিতে পারি নাই। প্রেমই জগতে একমাত্র নিত্য-সত্য বস্তু, কাহারও কণামাত্র প্রকৃত প্রেম নাই বলিয়াই মানুষের দুঃখ আজ আর ঘুচিতেছে না, অথচ জীবকুলের দুঃখ দূর করিব বলিয়াই তুমি ও আমি জন্মগ্রহণ করিয়াছি।

স্নেহ-দরদ ভালোবাসা লইয়া কাজ করা ভালো। কিন্তু বিপুলায়তন হর্ষাবেগ কোনও কাজের জিনিস নহে। অতিরিক্ত উচ্ছ্বাসে ভাব এবং রস তলাইয়া না যায়, ইহা দেখিও। মৃদুকণ্ঠে ডাক দিয়া সকলকে একত্র কর। একত্র করিয়া প্রত্যেককে কাজে লাগাও। কাজে লাগাইয়া তাহাদের পিছনে লাগিয়া থাক। মনে রাখিও, হয় তুমি আঙ্গুর ক্ষেত তৈরি করিতেছ নতুবা হিমসাগর আমের বাগান। তোমার কাজের দায়িত্ব সর্বদা স্মরণে রাখিও। তোমার সতীর্থগণকে নিজ নিজ দায়িত্ব ভুলিতে দিও না। ইতি—

আশীর্বাদক
স্বরূপানন্দ

পত্র নং ৩৩

হরিওঁ

গুরুধাম,
কলিকাতা- ৫৪
২৪ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৬

কল্যাণীয়াসু ঃ—
স্নেহের মা, — প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

ছেলেকে নিজের কাছে রাখিয়াছ, ইহাই ত ভালো ব্যবস্থা। হোস্টেল, বোর্ডিং আদিতে রাখে ত মানুষ শিক্ষার সুবন্দোবস্ত করিতে পারে না বলিয়া। নিজের কাছে রাখিয়া লেখাপড়া শিখাইবার ব্যবস্থা করিলে সৎফল লাভ হয়। আমি ত চাহিতেছি যে, প্রত্যেক গৃহস্থের গৃহ এক একটি আশ্রমে পরিণত হউক এবং গৃহে গৃহে দেব-মানব তৈরি হইতে থাকুক। তোমরা সন্তানদিগকে তদনুরূপ প্রেরণা সর্বদা জোগাইবে। মায়ের মুখের মিষ্টি কথায় শিশুর চরিত্র যেভাবে গঠিত হইতে পারে, অন্য কিছুতে তাহা সম্ভব নহে। ছেলেকে পড়াশুনায় মন দিতে বলিও। ছেলেকে শরীর-গঠনের উপযোগী খেলাধুলা করিতে উৎসাহ দিবে। ছেলেকে কুসঙ্গ, কুকথা, কুচিন্তা বর্জন করিয়া চলিতে উদ্দীপ্ত করিবে। যে মা ছেলেকে প্রকৃত ভালোবাসা দেয়, সেই মা এই কাজগুলি সহজে সম্পাদন করিতে পারে।

লোভ এবং ক্রোধ দমন করিয়া চলিতে ছেলেকে শিক্ষা দিও। সত্যপরায়ণ,

ন্যায়নিষ্ঠ, সংযমী সন্তান পিতামাতার মহাগৌরবের বস্তু। এইরূপ সন্তানই প্রকৃত সন্তান। সন্তান মাত্রকেই সুসন্তানে পরিণত করিবার জন্য মাতাপিতার প্রচুর তপস্যার প্রয়োজন। আমাদের পূর্বপুরুষেরা আমাদিগকে জন্মদান করিবার কালে এই কল্পনাই করিয়াছিলেন যে, আমরা কেবল জন্মলাভই করিব না, মানুষের মতন মানুষ হইব। সাধারণ মানুষ কেবল নিজের স্বার্থের হিসাব রাখে। পূর্ণাঙ্গ মানুষ নিজের অস্তিত্বকে নিখিল জগতের সহিত অভিন্ন দেখে।

সন্তানের নয়নে পূর্ণাঙ্গ মানুষটির আলেখ্য রচিয়া দাও। ইতি–

আশীর্বাদক
স্বরূপানন্দ

পত্র নং- ৩৪

হরিওঁ

গুরুধাম,
কলিকাতা- ৫৪
২৪ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৬

কল্যাণীয়াসু ঃ–

স্নেহের মা –, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

লোকে অত্যাচার করে তোমাদিগকে দুর্বল দেখিয়া। সুতরাং প্রাণপণে বল সংগ্রহ কর। বল সে সহজে বাড়াইতে পারে, যে মৃদুভাষী, মধুভাষী, সত্যভাষী ও মিতভাষী। কর্কশ-ভাষীরা ও অমিতভাষীরা বন্ধুকেও শত্রুতে পরিণত করে। তুমি দরিদ্র বলিয়াই তুমি দুর্বল, এই মিথ্যা ধারণাটিকে মন হইতে দূর করিয়া দাও। ঈশ্বরের নামে মন ডুবাও এবং সকলের প্রতি শত্রুভাব দূর কর। তোমার অন্তরের প্রীতি ও মৈত্রী অসংখ্য লোককে তোমাদের বন্ধুতে পরিণত করিবে। ইতি–

আশীর্বাদক
স্বরূপানন্দ

পত্র নং- ৩৫

হরিওঁ

গুরুধাম,
কলিকাতা- ৫৪
২৫ জ্যৈষ্ঠ, শনিবার ১৩৮৬

কল্যাণীয়েষু ঃ–

স্নেহের বাবা –, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার গদ্যে লেখা পত্রখানা চমৎকার এক পদ্য পত্রে পরিণত হইয়া গিয়াছে তোমার প্রাণবন্ত জাহ্নবীর প্রেমের জোয়ারে। আশীর্বাদ করি, এই জোয়ার চিরস্থায়ী

হউক এবং তোমার পদ্যাবলি গদ্যময় সংসারের গ্লানি-রাশি দূর করুক। কৃত্রিম কবিতা কবিতাই নহে, স্বভাবের প্রেরণায় যে রচনা, তাহাই প্রকৃত কাব্য। প্রাণকে নিয়ত প্রেমরসে সিক্ত রাখিও। কবিতা রচনার অনুশীলন ত্যাগ করিও না। লেখাগুলি যত্ন করিয়া রক্ষা করিও। সর্বদা কাগজের এক পিঠে লিখিও। নতুবা দীর্ঘ দিন পরে লেখা আর বুঝাই যাইবে না। আমার হাজার পাঁচেক কবিতা এভাবে নস্যাৎ হইয়াছে। কবিতা রচনার মধ্য দিয়া ঈশ্বর-চিন্তন খুব ভালো কাজ। ইতি–

আশীর্বাদক
স্বরূপানন্দ

পত্র নং- ৩৬

হরিওঁ

গুরুধাম,
কলিকাতা- ৫৪
২৫ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৬

কল্যাণীয়েষু ঃ–

স্নেহের বাবা–, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

চরিত্রগঠন-আন্দোলনের সভা যত অধিকবার সম্ভব, করিয়া যাও। একই পুণ্যানুষ্ঠান বারংবার করিতে করিতে শ্রোতা, বক্তা ও দর্শক প্রভৃতি সকলের মনেই আস্তে আস্তে বিশেষ অনুকূল প্রতিক্রিয়া হইতে থাকে। ইহা শুধু ভাবান্তর নহে, ইহা রূপান্তর।

তরুণদিগকে চরিত্র-আন্দোলনে লাগাইয়া দিবার ব্যাপারে যেন তাহাদের পড়াশুনার পক্ষে ক্ষতিকর কিছু না ঘটে।

তরুণেরা বয়স্কদিগকে সম্মান করিবে, ইহা যেমন প্রয়োজন, বয়স্কেরা তেমন পান হইতে চুন খসিলে চটিয়া লাল হওয়ার কদভ্যাস ত্যাগ করিবেন, ইহাও তেমন আবশ্যক। বিনয় ও ক্ষমা প্রত্যেকের বিশেষত্ব হওয়া উচিত।

বীজ বপনের সঙ্গে সঙ্গেই গাছ গজায় না বা ফল ধরে না। তোমরা ধারাবাহিক প্রযত্নে দশ বিশ বৎসর কাজ করিয়া গেলে তবে ফল জন্মিবার মুকুল-দর্শন ঘটিবে। কাল-প্রতীক্ষার শক্তি, ধৈর্যের বল এবং তাড়াতাড়ি ফল লাভের জন্য ব্যগ্র না হইয়া নিরহংকার চিত্তে কেবলই কাজ করিয়া যাওয়ার সৎসাহস তোমাদের প্রয়োজন। ইতি–

আশীর্বাদক
স্বরূপানন্দ

পত্র নং- ৩৭

হরিওঁ

গুরুধাম,
কলিকাতা- ৫৪
২৫ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৬

কল্যাণীয়েষু ঃ-
স্নেহের বাবা-, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার পুত্র তিন বছরের পরেই প্রাণ ত্যাগ করিবে, এই ভবিষ্যদ্‌বাণী যিনি করিয়াছেন, তাহার কথা ফলিবে না, ফলিতে পারে না। তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া ভগবানে নির্ভর কর। গ্রহগণের উপরেও ভগবান আছেন। তিনিই সর্বনিয়ন্তা। তাঁর ইচ্ছাতেই সব হয়। তাঁরই শরণ লও। গ্রহ-উপগ্রহের তুষ্টির জন্য তোমার কিছু-মাত্র করিবার প্রয়োজন নাই। ঈশ্বরে যাহার বিশ্বাস আছে, সে অন্য দিকে মন দিবে কেন। ইতি-

আশীর্বাদক
স্বরূপানন্দ

পত্র নং- ৩৮

হরিওঁ

গুরুধাম,
কলিকাতা- ৫৪
২৫ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৬

কল্যাণীয়েষু ঃ-
স্নেহের বাবা-, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমাদের মণ্ডলীর বার্ষিক অধিবেশনের বিবরণ পাঠে সুখী হইলাম। প্রত্যেক মণ্ডলীর নির্বাচন-অনুমোদন-কাজটি যদি আমাকেই করিতে হয়, তবে আমার আর অন্য কাজের অবসর থাকে না। সুতরাং সাধারণ-ক্ষেত্রে তোমরা নির্বাচনকে জেলা-মণ্ডলীর দ্বারা অনুমোদিত করিয়া লইও।

বিহারের অন্তর্গত ঠাকুরগঞ্জ অঞ্চলে তোমরা গিয়া চমৎকার একটি অনুষ্ঠান সফলতার সহিত করিয়া আসিয়াছ জানিয়া সুখী হইলাম। বাংলার গায়ে লাগালাগি বিহার, আসাম ও উড়িশার নানা স্থানে তোমাদের সেবাদানের বিশেষ প্রয়োজন রহিয়াছে। সকল মানুষকে সমান জানিয়া সেবা দিবে। কীর্তন, উপাসনা, পাঠ, শোভাযাত্রা, সভাধিবেশন ও অন্যভাবে জ্ঞান বিতরণ যেন তোমাদের মুখ্য কর্মসূচি হয়। *** ইতি-

আশীর্বাদক
স্বরূপানন্দ

পত্র নং- ৩৯

হরিওঁ

গুরুধাম,
কলিকাতা- ৫৪
২৫ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৬

কল্যাণীয়াসু ঃ-

স্নেহের মা -, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও ।

স্বপ্নে যে সকল ভাবী দুর্ঘটনার আভাস পাইয়াছ, তাহার একটাও তোমার জীবনে ফলিবে না, এমন কথা বলিতে পারিলে বড়োই সুখী হইতাম । কিন্তু তাহা বলিতে পারিতেছি না । কারণ, আমার, তোমার বা পৃথিবীর অন্য যে কোনও মানুষ, পশু, পক্ষী, সরীসৃপ বা কীটের জন্মের ন্যায় মৃত্যু একদিন আছেই । মাত্র এই কথাটুকু বলিব যে, যাহা ঘটিবে বলিয়া স্বপ্নে দেখিতে পাইয়াছ, তাহা ফলিলেও অনেক দেরিতে ফলিবে, এখনই ব্যস্ত বা উদ্বিগ্ন হইবার প্রয়োজন নাই ।

অমুক দেবতার পূজা, তমুক দেবীর উপবাস, অন্য এক অবতারের কীর্তন করিলে সংকট-মোচন ঘটিবে কি ঘটিবে না, তাহা নিয়া গবেষণা করিবার তোমার কোনও প্রয়োজন নাই । সংযম, উপবাস, পাঠ, কীর্তন বা ব্রত যাহাই করিতে চাহ তোমার গুরু-দত্ত সাধনের অনুযায়ী তাহা কর । কেহ করিবে রামনবমী, কেহ করিবে জন্মাষ্টমী, কেহ বা করিবে মঙ্গলচণ্ডী, কেহ বা করিবে শিব-চতুর্দশী,- এসব পার্থক্য জগতে থাকিবেই । রামঠাকুরের শিষ্যেরা করেন সত্যনারায়ণ, ব্যায়ামানুরাগীরা করেন বজ্রংবলী । আসল কথাটা হইতেছে সংযম, ব্রহ্মচর্য ও ঈশ্বরাভিনিবেশ । উপবাস করিয়া সমবেত উপাসনা দিলে বা উদয়াস্ত হরিওঁ কীর্তন করিলেও সেই ফলই পাইবে । লোকের দেখাদেখি ব্রত-উপাসনাদির রীতি-পরিবর্তন কাজের কথা নহে । একজন হিন্দু বৈষ্ণব একাদশী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা আদি পালন করিয়া যাহা লাভ করেন, একজন মুসলমান রমজানের রোজা পালন করিয়া ঠিক তাহাই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন । সেই অমূল্য প্রাপ্তির নাম সংযম, ব্রহ্মচর্য ও ঈশ্বরে নিষ্ঠা । ইতি-

আশীর্বাদক
স্বরূপানন্দ

পত্র নং- ৪০

হরিওঁ

গুরুধাম,
কলিকাতা- ৫৪
২৫ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৬

কল্যাণীয়েষু ঃ-

স্নেহের বাবা-, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও ।

তোমার সুদীর্ঘ পত্র-খানা পাইয়া খুশি হইলাম । কারণ, তুমি প্রাণ উজার করিয়া

পত্র লিখিয়াছ। চোখের অসুবিধা হইলেও অতি কষ্টে আদ্যোপান্ত সব সংবাদ অবগত হইয়াছি। তোমার ভিতরে যে সকল সত্য ভাব সম্পুটিত রহিয়াছে, তাহার সবই মহান এবং উদার। সদ্‌ভাবকে প্রাণপণ বলে আঁকড়িয়া ধরিয়া থাক, ইহার মধ্য দিয়াই তোমার সার্থকতা এবং নিখিল জগদ্বাসীর পরিত্রাণ। শুধু নিজের জন্য কিছু ভাব না, ভাবিতেছ বিশ্ববাসী প্রতিটি প্রাণীর জন্য,– এইখানেই তোমার চিন্তার কৌলীন্য। এই কৌলীন্যকে জীবনের সর্বস্তরে বিলাইয়া দাও। *** ইতি–

আশীর্বাদক
স্বরূপানন্দ

পত্র নং- ৪১

হরিওঁ

গুরুধাম,
কলিকাতা- ৫৪
২৬ জ্যৈষ্ঠ, রবিবার, ১৩৮৬
১০ জুন, ১৯৭৯

কল্যাণীয়েষু ঃ–
স্নেহের বাবা–, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

এই সঙ্গে একখানা পত্র পাঠাইলাম, যাহার লেখিকাকে আমি চিনি না। পত্রে তাহার ঠিকানারও আভাস নাই, কিন্তু পত্রের লিখিত বিষয় অতীব গুরুতর। কাহাকেও কিছু জানিতে না দিয়া তুমি পত্রের বিষয়বস্তু অনুসন্ধান কর এবং অপক্ষপাত দৃষ্টিতে যাহা জানিয়াছ, তাহা বিবৃত কর। তোমার পত্রখানা পাইয়া আমি সঙ্গে সঙ্গে তাহা ধ্বংস করিব। তোমার লিখিত পত্রের বিষয় আমি কাহাকেও জানিতে দিব না। কিন্তু ঘোরতর অন্যায় কিছু ঘটিয়া যাইবার পূর্বেই আমার সব জানা প্রয়োজন। আমরা মানুষ মাত্রকেই বিশ্বাস করি দেবতা বলিয়া এবং এইরূপ বিশ্বাস করিবার প্রবৃত্তি অনেক মানুষের পক্ষে একেবারে জন্মজাত সংস্কার।

তোমাদের স্থানীয় সংগঠনের ভিতর সম্ভবত নেতৃত্ব সংশোধনের প্রয়োজন আসিয়াছে। কেহ ধনী বলিয়াই নেতা হইবেন ইহা কাজের কথা নহে। বুদ্ধিবত্তাকেই নেতৃত্বের যোগ্যতা মনে করিও না, চরিত্রবত্তাই নেতৃত্বের প্রকৃত যোগ্যতা। তোমরা চরিত্রবানকে সম্মান করিতে শিখ।

তোমাদের শহরে আদর্শবত্তার উচ্ছলিত সম্মান লক্ষ করা যাইতেছিল। প্রচ্ছন্ন অনাচার, গুপ্ত কদাচার ও অলক্ষিত নীতিভ্রষ্টতা, তাহার উত্তুঙ্গ গৌরব কমাইয়া এবং দমাইয়া দিতেছে। সাবধানতা যদি অবলম্বন করা না যায়, তাহা হইলে তোমাদের চোখের উপরে তোমাদের প্রচারিত আদর্শ ইতর লোকের দ্বারা অসম্মানে বিড়ম্বিত হইবে।

এখন প্রত্যেকের আত্ম-সমীক্ষার প্রয়োজন। ছোটো-বড়ো সব ত্রুটি প্রত্যেককে নিজ নিজ চেষ্টায় সংশোধন করিতে হইবে।

সংশোধনী প্রক্রিয়াটি জটিল। এই জন্যই হঠকারিতা চলিবে না। ইতি–

আশীর্বাদক
স্বরূপানন্দ

পত্র নং- ৪২

হরিওঁ

গুরুধাম,
কলিকাতা- ৫৪
২৭ জ্যৈষ্ঠ, সোমবার, ১৩৮৬
১১ জুন, ১৯৭৯

কল্যাণীয়েষু ঃ–

স্নেহের বাবা–, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার পত্রে হয়বরগাঁও এবং হাওড়াঘাটের চরিত্রগঠন-আন্দোলন প্রত্যাশাতীত সাফল্য অর্জন করিয়াছে জানিয়া সুখী হইয়াছি।

মিথ্যা আত্মশ্লাঘা হইতে, অমূলক গৌরববোধ হইতে, অনুদারতা হইতে অথবা সহিষ্ণুতার অভাব হইতে অধিকাংশ সময়ে সাংঘিক কর্তব্যে রত ব্যক্তিগণের মধ্যে ভুলবোঝাবুঝির সৃষ্টি হইয়া থাকে। অতএব, নিজ নিজ স্বভাব এবং প্রবণতা হইতে এই সকল ত্রুটির উচ্ছেদ সাধন করিতে প্রত্যেকে ব্রতী হও। একদল কর্মী এক স্থানে গৌরবাত্মক মহার্ঘ্য সৎসেবা সংঘকে দিতে উদ্যত হইলে অপরাপর দলের কর্মীগণ অপরাপর স্থান হইতে তাহাতে গৌণ সমর্থন, সহায়তা ও সহযোগ প্রদান করিতে আগ্রহী হইলে ইহার দ্বারা সূচিত হয় যে, সংঘ-শরীরে প্রবহমান শোণিতে বিষাক্ত বস্তুর অভাব আছে। মণ্ডলীর সভ্য, বিশেষ সদস্য অথবা পদাধিকারী হইবার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেককে প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে যে,–

১. কর্তৃত্ববোধ পরিহার করিব, সেবকের মনোভাব লইয়া চলিব।
২. নিজেকে সর্বদা আত্মসংশোধনে ব্রতী রাখিব।
৩. সংঘ-মধ্যে বিরোধ-বুদ্ধি উদ্‌গত হইতে দিব না।
৪. পরস্পরের প্রতি প্রেমভাব বর্ধনের চেষ্টা করিব।
৫. আমার সহিত অপরের মতভেদ ঘটিলে ভিন্নমতাবলম্বীর বক্তব্যে কী কী সদ্‌যুক্তি আছে, তাহা বুঝিবার চেষ্টা করিব।
৬. আমাদের পরমেশ্বর নির্দেশিত মঙ্গল-কর্ম সম্পাদনে মনে, মুখে ও কাজে থাকিব সেবক,– কর্তা হইতে যেন না চাহি। ইতি–

আশীর্বাদক
স্বরূপানন্দ

পত্র নং- ৪৩

হরিওঁ

গুরুধাম,
কলিকাতা- ৫৪
২৭ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৬

কল্যাণীয়েষু ঃ-

স্নেহের বাবা-, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

কিশোরনগরের অনুষ্ঠানকে সফল করিবার জন্য তুমি যে পরিমাণ শ্রম দিয়াছ, তাহা জানিয়া অবাক্ হইয়াছি। শ্রম দিতে দিতে তুমি অসুস্থ হইয়াছ এই সংবাদে ব্যথিত হইলাম। সফলতা যখন আসিয়াছে, তখন পরবর্তী অনুষ্ঠানগুলিতে তোমরা বিফল হইবে না বলিয়া ধারণা করিয়া রাখ। যশোলিপ্সু অমানুষেরা পরের অর্থব্যয়ে এবং পরের শ্রমে নিজেদের কীর্ত্তিধ্বজা আকাশে উড্ডীন করিতে চাহে, ইহাই অধিকাংশ অনুষ্ঠানের অসাফল্যের প্রধান কারণ। কাজ করিবেন মতিলাল, অথচ যশস্বী হইতে হইবে সতীকান্তকে, এই যে ইতর লালসা, ইহা হইতে সহকর্ম্মীদিগকে উদ্ধার পাইবার প্রেরণা জোগাও। অর্থব্যয় করিবেন গীতা পাল আর যশ লাভ করিবেন নীতা অধিকারী, এই জাতীয় নীচতা হইতে সযত্নে সহকর্ম্মীদিগকে রক্ষা কর।

রামও কর্ম্মী, শ্যামও কর্ম্মী, যদুও কর্ম্মী,- যদি ইহাদের যে কোনও একজনকে সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব দিয়া দাও, সকলকে মিলিত হইয়া কাজ করিবার ভার দিলে উহারা কেবল কলহ করিবে, পরস্পর পরস্পরের নিন্দা ছড়াইবে অর্থাৎ কাজটী পণ্ড করিবে। এইসব লক্ষণ জাতির জীবনে দুর্লক্ষণ। দৃঢ়হস্তে এইসব মানসিক রোগের মূলোৎপাটন প্রয়োজন। তুমি যে তোমার কাজটিতে বাধা পাইয়াছ, তাহার আসল কারণ সম্ভবত উপরে বর্ণিত হইয়াছে। মানুষ মাত্রেই বরণীয়। কিন্তু যাহারা উপর্যুক্ত ন্যক্কারজনক মনোভাব পোষণ করে, তাহাদের সাহায্য-নিরপেক্ষ হইয়া কাজ করিবার চেষ্টা করিও। ইহাদিগকে কর্মক্ষেত্র কলুষিত করিতে দিও না। গড়ের মাঠে শহরের লোক যদি সকাল বেলা কাড়ি কাড়ি মলত্যাগ করিয়া রাখে, তাহা হইলে ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগানের ফুটবল খেলা কোথায় দেখিবে ? ইতি-

আশীর্বাদক
স্বরূপানন্দ

পত্র নং- ৪৪

হরিওঁ

গুরুধাম,
কলিকাতা- ৫৪
২৭ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৬

কল্যাণীয়েষু ঃ-

স্নেহের বাবা -, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার পত্র পাইলাম। দীক্ষাদানকে আমি জীবিকা-সংগ্রহের বা ধনার্জনের উপায়রূপে গ্রহণ করি নাই; গ্রহণ করিয়াছি আমি মানব-জীবনের রূপান্তর সাধনের দিব্য একটি কৌশলরূপে। সুতরাং আমার প্রদত্ত দীক্ষা সকল সময়েই যে স্থূল হইবে, এমন কোনও কথা নাই। দর্শনে মাত্র বা স্পর্শনে মাত্র যাহার প্রাণে প্রেমের হিল্লোল বহিতে থাকে, বিশ্বাস করিতে পার যে, কাণে মন্ত্র শুনিবার আগেই তাহার দীক্ষা হইয়া গিয়াছে।

সূক্ষ্মভাবে লব্ধ দীক্ষার কথা বাহিরে প্রচার করিতে নাই। আর সূক্ষ্ম দীক্ষা লাভেই সব-কিছু হইয়া গেল, এমন অভিমানও পোষণ করিতে নাই। আমৃত্যু সাধনের অনুশীলন করিয়া যাইতে হইবে। তোমাদের শহরটায় একই ধর্মপথের পথিকদের মধ্যে বড়ো বেপরোয়া আত্মকলহ, বড়ো উচ্ছৃঙ্খল বিদ্বেষপরায়ণতা দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। সকল বিবদমান দল হইতে দূরে সরিয়া না থাকিতে পারিলে সাধনের অমৃত-রস আস্বাদন করা বড়ো শক্ত হইবে। ইতি–

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

পত্র নং-৪৫

হরিওঁ

গুরুধাম,
কলিকাতা- ৫৪
২৭ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৬

কল্যাণীয়েষু ঃ–

স্নেহের বাবা ও মা–, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমাদের অতীত কলহকে কিছুতেই আর কাহাকেও জিয়াইয়া রাখিতে দিও না। অতীতের সমস্ত কথা সকলে ভুলিয়া যাও এবং প্রতিজ্ঞা কর যে, –

১. কদাচ কেহ সত্য-ভাষণের বাহাদুরি দেখাইবার জন্যও পরনিন্দা করিবে না,
২. কদাচ কেহ স্ত্রীলোকের কুৎসা শ্রবণ বা রটনা করিবে না,
৩. কাহারও সহিত ঝগড়া-কলহ থাকিলেও তাহার বাড়িতে সমবেত উপাসনায় যাইতে আপত্তি করিবে না, যদি আমন্ত্রণ থাকে,
৪. তোমার নিজ বাড়িতে সমবেত উপাসনায় আমন্ত্রণ করিয়া আনিবার পরে কোনও প্রকার অসম্মানজনক ব্যবহার তাহার প্রতি করিবে না।

অর্থাৎ তোমরা সকলে আচার-ব্যবহারে ভদ্র, ক্ষমাশীল, নম্র ও সহিষ্ণু হও। ইতি–

আশীর্বাদক
স্বরূপানন্দ

পত্র নং-৪৬

হরিওঁ

গুরুধাম,
কলিকাতা- ৫৪
২৭ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৬

কল্যাণীয়েষু ঃ–
স্নেহের বাবা –, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার পত্র পাইলাম। নূতন ঘর তুলিয়া, তাহাতে ঘরের চালায় দুই দিন দুইটি পেচক দুই স্থানে বসিয়াছে দেখিয়া ত্রাস ও আতঙ্কে তোমার মন ভরিয়া গিয়াছে। ভাবিতেছ এখন কীভাবে কী করিবে। শুনা যায় পেচক, শকুনি আদি জীব ঘরের চালে বা দেওয়ালে বসিলে গৃহস্থের ক্ষতি হয়।

আমি বলি, ক্ষতি যাহাতে না হয় তাহারও পথ রহিয়াছে। একদিন সন্ধ্যাকালে সকলকে লইয়া সমবেত উপাসনা দাও, যাবতীয় অমঙ্গল তাহাতেই দূর হইয়া যাইবে।

পেচক নাকি লক্ষ্মীদেবীর বাহন। সুতরাং কোথাও পেচক বসিলে অনুমান করা সহজ যে, এই ঘরে লক্ষ্মীদেবী ধনসম্পদ নিয়া আবির্ভূতা হইবেন। কিন্তু পেচক বসিলে তোমরা সে কথা মনে না করিয়া বিপরীত ক্ষতির চিন্তা কর কেন? ইহা অযুক্তিযুক্ত।

পেচক আসে ইন্দুর খাইতে। শকুনি আসে কাঁচা বা পচা মাংসখণ্ড খাইতে। বাড়ি-ঘর এমনভাবে পরিচ্ছন্ন রাখ, যেন পেচক বা শকুনের এখানে লোভনীয় কিছু না থাকে। বৃথা ভয়ে জড়সড়ো হইও না। ইতি–

আশীর্বাদক
স্বরূপানন্দ

পত্র নং- ৪৭

হরিওঁ

গুরুধাম,
কলিকাতা- ৫৪
২৭ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৬

কল্যাণীয়েষু ঃ–
স্নেহের বাবা –, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার লিখিত পত্রখানা পাইয়া মেদিনীপুর জেলার একাংশের সাধারণ গ্রাম্য লোকের চিন্তাগত মানসিক স্তরের একটা চিত্র পাইলাম। এই চিত্র চিরকাল থাকিবে, পরিবর্তন কিছু হইবে না, এমন মনে করা ভুল। ভালোর দিকে রূপান্তর আস্তে আস্তে

হইবেই, এই বিশ্বাসটুকু অন্তরে পোষণ করিয়া ধৈর্য ধরিয়া আস্তে আস্তে কাজ করিয়া যাইতে থাক। আমি একজনকে ছোটো জাতি বলিয়া ঘৃণা করিলে অন্য একজন আবার আমাকে ছোটো জাত বলিয়া ঘৃণা করিবার জন্য রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হইতে পারে। কাহারও কোনও ত্রুটি ঘটিলে তাহা চিরস্থির কলঙ্ক বলিয়া মনে করিও না। তাহার সংশোধন নিশ্চয়ই ঘটিতে পারে।

তোমার পত্রখানা জেলা-মণ্ডলীর সম্পাদকের নিকট পাঠানো হইল। সে যোগ্যতর সতীর্থদের লইয়া তোমার কথিত গ্রামে একবার শুভাগমন করিতে চেষ্টা পাইবে। তোমরা যদি কাহাকেও বিদ্বেষবশে অপমান না কর, তাহা হইলে চিরকাল সে উদ্ধত থাকিতে পারিবে না। ইতি–

আশীর্বাদক
স্বরূপানন্দ

পত্র নং- ৪৮

হরিওঁ

গুরুধাম,
কলিকাতা- ৫৪
২৮শে জ্যৈষ্ঠ, মঙ্গলবার ১৩৮৬
১২ জুন, ১৯৭৯

কল্যাণীয়েষু ঃ–
স্নেহের বাবা –, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

আমার নিকটে দীক্ষিত নহে, অথচ মানুষের মধ্যে খাতির জমাইবার উদ্দেশ্যে (এবং হয়ত কতকটা শ্রদ্ধাভক্তিবশতও) নিজেকে আমার মন্ত্রশিষ্য বলিয়া উৎসাহ-সহকারে প্রচার করে,– এরূপ দৃষ্টান্ত প্রীতিপ্রদ নহে, লাভজনকও নহে। সুতরাং এই ব্যাপারে তুমি আবশ্যকীয় কর্তব্য করিবার জন্য প্রস্তুত থাকিও। বাড়াবাড়ি বেশি না হইলে আপাতত কিছু করিবার নাই।

গত ডাকে নামগোত্রহীনা এক লেখিকার এক পত্র তোমাকে পাঠাইয়াছি। তাহার প্রত্যেকটি অক্ষর সমালোচকের সত্যানুসন্ধিৎসু দৃষ্টি লইয়া পাঠ করিও। অভিযোগ মাত্রই সত্য হইতে পারে না, কিন্তু জগতের প্রতিজনের প্রতিটি অভিযোগই নির্জলা মিথ্যা এমন ভাবাও অনুচিত। কেহ তোমাদের মিথ্যা নিন্দা করিলেও সাবধানতা অবলম্বনের দ্বারা তোমরা লাভবানই হইবে। তুলসীদাসজি বলিয়াছেন, "নিন্দুক বেচারা, প্রাণ হামারা," কেননা নিন্দক আমার দোষ সংশোধন করিতেই আগ্রহী। তেমন ব্যক্তিকে শত্রু না ভাবিয়া বন্ধু ভাবাই সমুচিত।

যে কর্মী গৌরবাস্পদ ব্যক্তিদিগকেও কূটকৌশলের চাতুর্যে লোকের কাছে অপ্রতিভ করিবার চেষ্টা করে, তেমন কর্মীকে আশ্রমে আনা সংগত নহে। ইতি–

আশীর্বাদক
স্বরূপানন্দ

পত্র নং-৪৯

হরিওঁ

গুরুধাম,
কলিকাতা- ৫৪
২৮ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৬

কল্যাণীয়েষু ঃ–

স্নেহের বাবা –, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

গত বৎসর তুমি তোমার শাশুড়িমাতার শ্রাদ্ধকার্য অখণ্ডমতে সম্পাদন করিয়াছিলে বলিয়া তোমার কিছু গ্রামবাসী এবং কতক গুরুভ্রাতা তোমাকে ত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহাদের উপর রুষ্ট হইও না, মনে মনে তাঁহাদিগকে ক্ষমা কর। কাজে কর্মে ও বাক্যালাপে তাঁহাদের সহিত ভদ্র ব্যবহার কর,– কিন্তু নিজের কাজ দৃঢ়তার সহিত করিয়া যাইতে থাক। সমবেত উপাসনা দ্বারা শাশুড়ির শ্রাদ্ধ করিয়াছ, ভালো কাজই করিয়াছ, মন্দ কাজ কর নাই। গরু চুরি, অগম্যাগমন প্রভৃতি পাপকার্য করিলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়, ভালো কাজ করিয়া তাহার জন্য আবার প্রায়শ্চিত্ত কী?

শ্রাদ্ধকার্য যে যে-মতে করুক, ভক্তিযুক্তভাবে করিলে তাহাতেই আত্মার শান্তি হইয়া থাকে। এই ব্যাপারে পৃথিবীর সব মতই সমান সত্য। তুমি পরলোকগত আত্মার ঊর্ধ্বগমনের সহায়তা করিবার জন্য শাশুড়ির শ্রাদ্ধ করিয়াছ, তুমি ঘৃণনীয় উদ্দেশ্যে নীচকার্য কর নাই। সুতরাং তোমার চঞ্চল হইবার প্রয়োজন নাই। শান্ত চিত্তে গ্রাম-অঞ্চলের অজ্ঞানান্ধ ভদ্রলোকদের অত্যাচার সহ্য কর। চিরকাল মানুষ মানুষকে এইরূপ উৎপাতে ফেলিবে না।

ঈশ্বরে বিশ্বাস কর। তাঁহার প্রতি হও ভক্তিমান্। ঈশ্বরের সৃষ্ট মানুষ মাত্রেরই প্রতি হও ভদ্র। ইতি–

আশীর্বাদক
স্বরূপানন্দ

পত্র নং-৫০

হরিওঁ

গুরুধাম,
কলিকাতা- ৫৪
২৮ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৬

কল্যাণীয়েষু ঃ-

স্নেহের বাবা –, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

অদ্য আগরতলা হইতে শ্রীমান সুকুমারের এক পত্র পাইলাম। পত্র পাইলাম খোয়াইর শ্রীমান মনোরঞ্জনেরও। চুরাইবাড়ি, তিলথৈ, জলেভাসা, কাঞ্চনপুর ও কৈলাসহর প্রভৃতি স্থানে জনসভায় তুমি ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত থাকিয়া এবং অন্যান্য সাংগঠনিক সহযোগিতা প্রদান করিয়া যে শ্রম ও আর্থিক ত্যাগ স্বীকার করিয়াছ, তাহার প্রশংসা আজ বহু লোকের মুখে মুখে। অথচ তুমি নিজের ত্যাগ ও দরদের কথা বাহিরে প্রকাশিত করিবার চেষ্টা কর নাই। এই কারণে তোমার ত্যাগ ও শ্রম দ্বিগুণিত মর্যাদা পাইয়াছে। যশের দিকে না তাকাইয়া কাজের দিকে তাকাইয়া কাজ করিয়াছ বলিয়াই তোমার জন-প্রশংসার মূল্য দশগুণ অধিক। ভবিষ্যতেও এইরূপ কাজ করিয়াই যাইতে থাক,- যশের লিপ্সা রাখিও না। তাহা হইলে তুমি সংঘের একটি অতি প্রয়োজনীয় সেবকে রূপান্তর পাইবে। ইচ্ছা করিলে কিছু না কিছু কাজ প্রতি জনেই করিতে পারে, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তাহারা নিজেরা কাজ করে না অথচ সৎ-কর্মীদিগকে নিন্দা দ্বারা নিরুৎসাহ করে। বিরুদ্ধতাকে গ্রাহ্য করিও না। ইতি-

আশীর্বাদক
স্বরূপানন্দ

পত্র নং-৫১

হরিওঁ

গুরুধাম,
কলিকাতা- ৫৪
২৮ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৬

কল্যাণীয়েষু ঃ-

স্নেহের বাবা–, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার পত্র পাইলাম। মনে যখন সৎ-চেতনা জাগিয়াছে, তখন সৎসঙ্গের দ্বারা তাহাকে সর্বদা ক্রিয়মান রাখিবার চেষ্টা করিও। অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পাদন না করিলে সৎকাজ করা হইল না, এরূপ মনে করিও না। লোক চলিবার রাজপথ হইতে একটি কাচের টুকরা বা একটি কণ্টক অপসারণ করিয়াও মহান সৎকাজ করা যায়। কাজের সঙ্গে সঙ্গে পরমেশ্বরের নাম স্মরণ করিও। তাহা হইলেই কাজের কৌলীন্য বাড়িয়া

যাইবে। কর্মের ইহাই সুকৌশল। সৎসঙ্গ আর সচ্চিন্তাকে জীবনের পরমপাথেয় জ্ঞান করিও। ***ইতি–

আশীর্বাদক
স্বরূপানন্দ

পত্র নং-৫২

হরিওঁ

গুরুধাম,
কলিকাতা- ৫৪
২৮ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৬

কল্যাণীয়েষু ঃ–

স্নেহের বাবা–, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

আমি যখন মানুষের দুঃখ দেখিতে পাই, তখন আকুল অধীর হইয়া পড়ি। কিন্তু যখন স্ত্রীলোক, শিশু বা বৃদ্ধ লোকের দুঃখ দেখি, তখন হইয়া পড়ি মুহ্যমান। ভালো ভালো যুক্তি-তর্কও তখন মনের দুয়ারে প্রবেশ করিতে অক্ষম হয়।

ইহা আমার দুর্বলতা। আমি সত্যিকারের ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষ হইলে এ অবস্থা আমার হইত কিনা, সন্দেহ। তবু তোমরা নিজেদের ভালোবাসিবার গুণে নিজেদের প্রেম-ভক্তির মহিমায় আমাকে এক প্রকারের অমরত্ব দিয়া রাখিয়াছ। ইহা আমাকে নিয়ত স্নেহবিহ্বল করিয়া থাকে।

হইতে পারে, তোমার স্ত্রী তোমার প্রীতি অর্জন করিতে পারে নাই। কিন্তু তুমি তো পুরুষ-মানুষ, বীরের জাত। তুমি ক্ষমাশীল ও সহিষ্ণু হইতে পারিবে না কেন ? অক্ষম, পঙ্গু, রুগ্ণ, অপরাধী এবং মহাপাপী স্বামীকে লক্ষ লক্ষ সহধর্মিণী –অবলার জাতি হইয়াও ক্ষমা করিয়াছে, আর, তুমি সবল পুরুষ হইয়াও স্ত্রীকে ক্ষমা করিবার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতে পারিবে না ?

তুমি নিঃসন্তান বলিয়া স্ত্রীর প্রতি যদি বিরক্ত হইয়া থাক, বলিব, ব্রহ্মচর্য-ব্রত পালন কর। ব্রহ্মচর্য-ব্রত পালনের উদ্দেশ্যে তোমার গুরুভাই-গুরুভগিনীদের মধ্যে কত কত জনে উভয়ে মিলিয়া পবিত্র ব্রহ্মচর্য পালন করিয়া যাইতেছে। ইহা অলীক কাহিনি নহে, ইহা সত্য কথা। তোমরাও তাহা করিতে পার, তবে সংযম-ব্রত গ্রহণ করিলে তাহার কথা বাহিরে প্রচার করিতে নাই।

শুনিয়া মর্মাহত হইলাম, সামান্য কারণে স্ত্রীর উপরে হাত তুলিতে তোমার কুণ্ঠা নাই। এই মেজাজের পরিবর্তন কর। ইতি–

আশীর্বাদক
স্বরূপানন্দ

পত্র নং-৫৩

হরিওঁ

গুরুধাম,
কলিকাতা- ৫৪
২৯ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৬
১৩ জুন, ১৯৭৯

কল্যাণীয়েষু ঃ–

স্নেহের বাবা –, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

ধারাবাহিক প্রযত্নে দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া দিনের একটা নির্দিষ্ট সময়ে প্রত্যহ বহুস্বনা ও গর্জনাযোগে একই স্থানে অখণ্ড-সংহিতা পাঠের প্রকল্প চালাইয়া যাইবে বলিয়া যে প্রস্তাব দিয়াছ, তাহাকে আমি সাধুবাদ জানাইতেছি। পাঠের পূর্বে পঠিতব্য বিষয়গুলি বাছিয়া রাখিও। সকলের সম্মুখে নিঃসংকোচে যাহা পাঠ লাভজনক, তাহাকেই প্রাধান্য দিবে। পাঠক বা পাঠিকা নির্বাচন করিও এমন দেখিয়া যাহাদের উচ্চারণ স্পষ্ট, যাহারা অর্থ বুঝিয়া পড়িতে সমর্থ, যাহাদের কণ্ঠস্বর মধুর ও গম্ভীর। প্রত্যহ ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় এই কাজ করিয়া যাইতে থাকিলে এক বৎসর পরে দেখিবে যে, অখণ্ড-সংহিতাই একটা নালন্দা বা নৈমিষারণ্য হইয়া গিয়াছে। প্রতিদিন একই প্রসঙ্গ না পাঠ করিয়া দিনের পর দিন নূতনতর অংশ হইতে পাঠ করিয়া যাইবে। একই কথা রোজ রোজ শুনিতে শ্রোতাদের আগ্রহ থাকে না। পাঠের মধ্যে সংগীতের আমদানি করিও না। পাঠের মধ্যে ব্যাখ্যা দিবার চেষ্টা করিও না। ধীর গতিতে, সুস্পষ্ট উচ্চারণে প্রত্যহ পাঠ চলিতে থাকিলে কিছুদিন পরে গ্রামের মূর্খাদপি মূর্খ ব্যক্তিও অর্থ বুঝিতে সক্ষম হইবে। ইতি–

আশীর্বাদক
স্বরূপানন্দ

পত্র নং-৫৪

হরিওঁ

গুরুধাম,
কলিকাতা- ৫৪
২৯ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৬

কল্যাণীয়েষু ঃ–

স্নেহের বাবা –, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

হাওরাঘাটে শ্রীমান রমেশের শ্রাদ্ধীয় উপাসনায় তোমরা একটি মাত্র শহর হইতেই ষাট জন গিয়া যোগ দিয়াছিলে, সংবাদে হর্ষান্বিত হইলাম। কর্মী-সতীর্থদের মহাপ্রয়াণ-সম্পর্কিত অনুষ্ঠানে বিপুল সাড়া দিতে পারার সামর্থ্য জীবনী-শক্তির পরিচায়ক এবং উপচায়ক। শুনিয়া অত্যন্ত সুখী হইয়াছি যে, রমেশের তিরোধানের লাগালাগি সময়ে অনুষ্ঠিত হাওরাঘাটের চরিত্রগঠন-আন্দোলনের সভাটিও অসাধারণ সাফল্য অর্জন করিয়াছে। রমেশের অখণ্ডমতে শ্রাদ্ধ একটা বিরাট কাজ, তারপরেই একটি চরিত্র-আন্দোলনের সভা তদ্রূপই বিরাট, একটি কীর্তি। তোমরা হাওরাঘাট

অঞ্চলের দিকে বিশেষভাবে মন লাগাও এবং বারংবার সদনুষ্ঠান-সমূহ করিতে থাক। জেলায় ও শহরে বিরোধ থাকিলে তোমাদের সকল বাহ্য চেষ্টা ফক্কিকার হইতে বাধ্য। যাহারা উগ্র-স্বভাব ও জেদি, তাহাদিগকে এখন হইতে চরিত্র-পরিবর্তন করিতে হইবে। হঠকারীকে বিনয়ী হইতে হইবে, রুষ্টভাষীকে মিষ্টবাক্ হইতে হইবে, অহংকারীকে বিনম্র-স্বভাব হইতে হইবে। নতুবা তোমাদের হাজার চেষ্টা বিফল হইয়া যাইতে পারে। জিদ্, ক্রোধ, এবং অত্যুগ্র আত্মসম্মান-বোধ সৎকর্মের ভিত্তি পর্যন্ত কাঁপাইয়া দেয়। চিরকাল কেহ নেতা থাকে না, থাকিবে না। নূতনেরা কাজ করিতে আসিবেই। নূতনদিগকে আসিবার পথ করিয়া দাও। ঝগড়া-কলহ দেখিলে নূতনেরা তোমাদের হস্তধৃত পতাকা ধারণের জন্য আগ্রহ করিয়া আগাইয়া আসিবে না, তাহারা দূরে থাকিয়া কেবল তোমাদিগকে ধিক্কার দিবে। অর্থাৎ কাজের ধারাবাহিকতা লুপ্ত হইয়া তোমাদের সংঘও অতলে ডুবিবে। কাহারও কলহ-প্রবৃত্তি দেখিলে তাহাকে প্রশ্রয় দিও না, হিতোপদেশ দ্বারা মিলনের পথে পরিচালিত করিও। ইতি–

আশীর্বাদক
স্বরূপানন্দ

পত্র নং-৫৫

হরিওঁ

গুরুধাম,
কলিকাতা- ৫৪
৩১ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৬
১৫ জুন, ১৯৭৯

কল্যাণীয়েষু ঃ–

স্নেহের বাবা –, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

দুই তিন বৎসর পূর্বেই শিলাপাথরে অখণ্ডমণ্ডলী স্থাপিত হইয়াছে জানিয়া সুখী হইলাম। উক্ত মণ্ডলীর মাধ্যমে যাহাতে অরুণাচলের অন্তর্গত জোয়াই, ধেমাজি প্রভৃতি স্থানের বহু ভাষাভাষী উপজাতীয় অঞ্চলে মণ্ডলীর সংখ্যা বাড়িতে পারে, তদ্বিষয়ে তুমি চেষ্টিত আছ জানিয়া সুখী হইলাম। কিন্তু একার চেষ্টায় এত বড়ো কাজ হয় না। সুতরাং চারিদিকের সতীর্থদিগকে কর্মে আগ্রহী কর। আমি কিন্তু যেফার আমল হইতে দুই চারি জনকে দিয়া অনেক আগেই কাজ শুরু করিয়া দিয়াছি।

সেপন ও ডিগবয়ের অনুষ্ঠান দুইটি বিশেষ সাফল্য অর্জন করিয়াছে জানিয়া আনন্দিত হইলাম। ছোটো-বড়ো প্রতিটি অনুষ্ঠানকেই সুচারুরূপে সম্পাদন করিবার প্রয়াস সকলের মনে জাগাইতে থাক। যা' তা' করিয়া কাজ করিব না, এই জিদ্ যেন থাকে।

সকল অঞ্চলেই ছোটো-বড়ো মণ্ডলীগুলিতে যাতায়াতের দ্বারা যোগাযোগ রক্ষা করা কর্তব্য। কখনও এককভাবে ভ্রমণ করিয়া, কখনও যূথবদ্ধভাবে যাইয়া কাজ করিতে হইবে। কাজের স্রোতে আর বিরাম দিবে না। আমি আজ দশ বারো বৎসর

হয় তোমাদের মধ্যে যাই না। তবু দুচার জনে যে আমার হইয়া এখানে সেখানে গিয়াছে, তাহার ফল আছেই আছে। যাহারা বয়স্ক হইয়া যাইতেছে, তাহাদের কাছে অতীতের ন্যায় কঠোর শ্রম প্রত্যাশা করিতে পার না। তরুণদিগকে সমাদর দিয়া কাজে নাও, প্রবীণেরা নবীনদিগকে উৎসাহ, বুদ্ধি ও পরামর্শ দান করুন। ইতি–

আশীর্বাদক
স্বরূপানন্দ

পত্র নং-৫৬

হরিওঁ

গুরুধাম,
কলিকাতা- ৫৪
৩১ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৬

কল্যাণীয়েষু ঃ–

স্নেহের বাবা –, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার কাতর ক্রন্দনে পূর্ণ পত্রখানা পাঠ করিয়া অশ্রু-সংবরণ করা কঠিন। উপার্জনক্ষম বুদ্ধিমান বিত্তবান ভ্রাতারা তোমাকে পৃথক করিয়া দিয়াছে এবং জীবিকার্জনের পন্থা না পাইয়া দারিদ্র্যের অনল-দহনে দগ্ধিয়া মরিতেছ, এমন অবস্থায় অনতিবিলম্বে তোমার একটা উপার্জনের পথ হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু ভিক্ষার্জনে বিরত একটি ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানের পক্ষে তদ্রূপ ব্যবস্থা করা যে সত্যই অসম্ভব। তুমি মানাপমান-বোধবর্জিত হইয়া ঘরের কাছেই সাধারণ ব্যবসায়ীর শরণাপন্ন হও, যে নিশ্চয়ই তোমাদের দুই তিনটা উদরের তাগিদ মিটাইতে পারিবে। ছোটো কাজ করিবে না বলিয়াই ত' এতকাল জীবিকার রাস্তা হয় নাই। পাপ কাজ হইতে বিরত থাকিতে হইবে। কিন্তু ছোটো কাজ বর্জনীয় নহে।

উপার্জনক্ষম হইবার পূর্বেই পুত্র ও ভ্রাতাকে বিবাহিত করাইবার চেষ্টা সর্বদা শুভদ হয় না। একথা তোমার অভিভাবকেরা সময় থাকিতে বোঝেন নাই। কিন্তু তাঁহাদের উপরে দোষারূপ না করিয়া তোমার কর্তব্য হইবে, অবিলম্বে যে-কোনও নির্দোষ জীবিকার মধ্যে হাত লাগানো। দৈববলে ইহা হইবে না, হইবে অক্লান্ত পুরুষকারের বলে।

মধ্যে মধ্যে দুই একটা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে তুমি কর্মীরূপে যোগ দিয়াছিলে। অনেক দিন থাকিবার পরেও তাঁহাদের একটি অপরিহার্য কর্মীতে পরিণত হইতে পার নাই দেখিয়া অবাক্ হইয়াছি। প্রতিষ্ঠানসমূহ লোককে খাটাইয়া লইবে কিন্তু শ্রমশীল ব্যক্তিটিকে বিনিময়ে জীবিকা দিবে না, তাহার সংসার ধ্বসিয়া যাইবার দুঃসময়ে সাহায্য-হস্ত বিস্তারিত করিয়া সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইবে না, আমার চক্ষে ইহা বড়োই অসুন্দর ঠেকে। আমি অবশ্য আজ তক্‌ও আমার স্বাবলম্বী পরিকল্পনাকে কার্যের

ভিতর দিয়া সুসফল পরিণতি প্রদান করিতে পারি নাই, তবু অকপটে সত্য কথাটি স্বীকার করিতে আনন্দ অনুভব করিতেছি।

দেশের আইনকানুন যেভাবে দ্রুত পরিবর্তিত হইতেছে এবং আইন-কানুনের প্রয়োগ-কর্তারা যেভাবে প্রতি কাজে হস্তক্ষেপ করিতেছেন, তাহাতে সদ্‌ভাবে স্বাবলম্বী প্রতিষ্ঠান পরিচালন ও সংগঠন দিনের পর দিন কঠিনতর হইতেছে। নতুবা আমিই হয়ত তোমাকে এবং তোমার মতন দুরবস্থায় পতিত বিপন্নকে ডাক দিয়া বলিতে পারিতাম, এস সব দলে দলে আমার নিকটে। আমরা ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত সুখে চলিবার উপযুক্ত শত শত পথ নির্মাণ করিব, যাহা আগামী শত শতাব্দী ধরিয়া কর্মী মানুষের ভ্রাম্যমাণ চরণের পবিত্র ধূলি সানন্দে সহাস্যে নিজ বক্ষে ধরিবে। জনপ্রতি একখানা কোদাল ও দুইটি করিয়া টুকরি হাতে বা কাঁধে থাকিলেই হইল। আকাশ-বৃত্তি ধরিয়াই একাজ সম্পূর্ণ সম্ভব। কিন্তু লোকের স্বেচ্ছাদত্ত টাকা দশ হাজারের বেশি আসিয়া হাতে পৌঁছিলেই ত আইনের কবলে পড়িয়া যাইবে। তখন আরম্ভ হইবে হিসাব লেখা এবং এই লেখালেখি আরম্ভ হইলেই সত্য হইয়া যাইবে মিথ্যা, মিথ্যা আসিয়া কান মলিয়া সত্যকে চির বিদায় দিয়া দিবে। বিপদ ত বাবা এইখানে। ইতি–

আশীর্বাদক
স্বরূপানন্দ

পত্র নং-৫৭

হরিওঁ

গুরুধাম,
কলিকাতা- ৫৪
১০ আষাঢ়, ১৩৮৬
২৫ জুন, ১৯৭৯

কল্যাণীয়েষু ঃ–

স্নেহের বাবা –, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

যে নিরহংকার ব্যক্তিত্ব লইয়া কাজ করিলে কাজে আত্মপ্রসাদ মিলিবে, নিন্দিত ও নিন্দাকারী নির্বিশেষে, সেই নিরভিমান সেবকত্ব তোমরা প্রত্যেকে অর্জন কর। একখানা চিঠি লিখিতে সাত দিস্তা কাগজ লাগাও, কিন্তু অন্যের নেতৃত্বে কোনও সৎকাজ আরম্ভ হইলে তাহাতে কর্ণে আঙ্গুলটিও ছোঁয়াও না, ইহা কি তোমাদের বদ্ধমূল দোষ নহে ?

তোমাদের কাহারও কাহারও কল্যাণ-কর্ম-প্রয়াসের প্রতি তোমাদেরই মধ্যে কাহারও যে বক্রদৃষ্টি দেখা যায়, তাহার মূল কারণ বাহির কর এবং সমূলে তাহা উৎপাটিত করিয়া সংগঠনকে নির্দোষ কর। কাজই লক্ষ হউক, নেতাগিরি নহে। আমাদের কাজ সাত্ত্বিক, এজন্য এক হাজার নেতার চেয়ে আমাদের কাছে দুজন

সেবকের মূল্য ও সম্মান অধিক । ইতি–

আশীর্বাদক
স্বরূপানন্দ

পত্র নং-৫৮

হরিওঁ

গুরুধাম,
কলিকাতা- ৫৪
১০ আষাঢ়, ১৩৮৬

কল্যাণীয়াসু ঃ–

স্নেহের মা, - প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও ।

শিশুদের মধ্যে যখন ত্যাগ দেখা যায়, তখন অনুমান করিতে হয় যে, ইহাদের পিতামাতা, পিতামহ-পিতামহী, মাতামহ-মাতামহী এবং পরিবেশের মধ্যে ত্যাগের বীজাণু রহিয়াছে । তোমার ত্যাগের দৃষ্টান্তে নিজেকে অনুপ্রাণিত অনুভব করিতেছি । তোমার মতো আমি যখন ছোট্ট শিশুটি ছিলাম, তখন আমার এইরূপ ত্যাগ-প্রবৃত্তি ছিল কিনা, সেকথা স্মরণ করিতে হর্ষোদ্গম হইতেছে, আহ্লাদ অনুভব করিতেছি । দেশের সবগুলি শিশু-চরিত্র তোমার মতন হউক, এই প্রার্থনা করিতেছি ।

তোমার পত্র পাইয়া অবাক্ হইলাম । পত্রের ভিতরে টাকা দিলে সে টাকা প্রায়ই পাওয়া যায় না, ভবিষ্যতে কখনও পত্রের ভিতরে টাকাকড়ি দিও না । আর তোমরা ছেলে মানুষ, তোমরা টাকা দিবে কি করিয়া ? তোমাদের ভক্তি ও ভালোবাসাতেই আমার লোভ । তোমাদের ভক্তি ভালোবাসা বাড়ুক, আমি এইটাই চাই ।

পিতামাতাকে ভক্তি করিবে, গুরু জনদিগকে সম্মান করিবে, ঝগড়া-কলহ হইতে দূরে থাকিবে । কোথাও দলাদলি, রাগারাগি, তর্কাতর্কি দেখিলে সে স্থান ত্যাগ করিবে ।

তোমার অভিলাষ অনুযায়ী তোমার দেওয়া টাকা দিয়া কাগজই কিনিব । তবে, কাগজ কিনিবার জন্য আর টাকা পাঠাইও না । তবে, নিশ্চয়ই স্বীকার করিব, তোমার টাকা পাইয়া খুশি হইয়াছি । তোমার পরিবারস্থ সকলকে আমার খুশির সংবাদ জানাইও । সকলে আমার আশীর্বাদ লও । ইতি–

আশীর্বাদক
স্বরূপানন্দ

পত্র নং-৫৯

হরিওঁ

গুরুধাম,
কলিকাতা- ৫৪
১১ আষাঢ়, ১৩৮৬
২৬ জুন, ১৯৭৯

কল্যাণীয়েষু ঃ-

স্নেহের বাবা -, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও ।

চরিত্র-সাধনার সফলতা বিধানের কাজে পরীক্ষায় পাশ করা যে একটা বড়ো রকমের অগ্রগতি, এই কথাটা অনেক বালক-বালিকা বোঝে না । তাই তাহারা সারা বৎসর পাঠাভ্যাসে বিরত থাকিয়া পরীক্ষার সময়ে খাতা নকল করিবার চেষ্টা করে। আমার মতে এইখানেই যাবতীয় অধঃপতনের সূচনা হয় । তোমরা পড়াশুনায় ভালো হইতে চেষ্টা করিও । মনে রাখিও যে, চরিত্রগঠনের জন্যও লেখাপড়া শেখা দরকার। শিক্ষার্জনে অরুচিগ্রস্তেরা সহজেই গুন্ডা-শ্রেণিভুক্ত হইবার প্রলোভনে পড়ে ।

ব্যায়ামের প্রতি অনুরাগ ও নিয়মিত নিষ্ঠা চরিত্রগঠনের বিশেষ সহায়ক । সুতরাং চরিত্র হইতে আলস্যকে বর্জন করিতে চেষ্টা পাইবে । ইতি-

আশীর্বাদক
স্বরূপানন্দ

পত্র নং-৬০

হরিওঁ

গুরুধাম,
কলিকাতা- ৫৪
১১ আষাঢ়, ১৩৮৬

কল্যাণীয়াসু ঃ-

স্নেহের মা-, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও ।

তুমি কুমারী মেয়ে । স্কুলে কর মাস্টারি । জনসমাজে প্রভাব-প্রতিপত্তি নাই বলিলেও চলে । তোমার বিরুদ্ধতা করিবার জন্য চারিদিকে দুই চারি জন কুখ্যাত অসৎলোক নিয়ত তর্জন-গর্জন করিয়া বেড়াইতেছে । এমতাবস্থায়ও যে তুমি নিজে নেতৃত্ব নিয়া একটি ছয়-সাতশত মানুষের সমাবেশ করিয়া চরিত্রগঠন-আন্দোলনের একটি তাৎপর্যপূর্ণ সভা সফল করিতে পারিয়াছ, ইহা হইতে প্রমাণিত হইতেছে যে, তুমি মহাশক্তিরই অংশধারিণী, বংশ-বাহিনী, পরমকল্যাণী একটি দেবীমূর্তি । পুপুন্কী আশ্রমের ছাত্রদের এবং শিক্ষকের ভাষণ লোকের দেহমনপ্রাণকে আকর্ষণ করিয়া ধরিয়া রাখিয়াছিল, ইহাও এক আহ্লাদ-বর্ধক সংবাদ । এই বক্তাদিগকে শীঘ্র আর পাও আর না পাও, সাধ্যমত দ্রুত আরও একটি দুইটি সভার অনুষ্ঠান করিতে চেষ্টা পাইও । এসব পুণ্য কার্য একবার শুরু করিয়া দিয়া আর থামিয়া যাইতে নাই ।

লক্ষীপুর অঞ্চলের দশটি স্থানেই সফলতার জন্য আমার অভিনন্দন-বাণী প্রেরণ কর। ইতি-

আশীর্বাদক
স্বরূপানন্দ

পত্র নং-৬১

হরিওঁ

গুরুধাম,
কলিকাতা- ৫৪
১১ আষাঢ়, মঙ্গলবার ১৩৮৬
২৬ জুন, ১৯৭৯

কল্যাণীয়েষু ঃ-

স্নেহের বাবা –, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। বাল্যেও আমাদের সম্বল ভগবানের নাম, বার্ধক্যেও আমাদের একমাত্র শরণ্য ঐ ভগবানেরই নাম। কৈশোরে, যৌবনে, প্রৌঢ়ত্বে সর্বদা সর্বময় সর্বাবস্থায় ভগবানের নামই আমাদের পরম অবলম্বন। ইহা ছাড়া জীবনের নিরাপদ আশ্রয় আর কিছু নাই। তুমি এই সত্য বুঝিয়াছ, তুমি ধন্য। অন্যেরা কী ভাবে বা কী বলে, তাহার দিকে নজর দিবার তোমার কি ঠেকা আছে? সেদিকে নেত্রপাত করিও না। সেদিকে মনোযোগ দিও না। ঈশ্বরের নামের যাহারা বিরোধী জানিবে তাহারা কায়াহীন ছায়া মাত্র। তাহাদের উপদেশের কোনও মূল্য নাই, তাহাদের প্রদর্শিত পথে শান্তি নাই। শান্তি আছে বিশ্বাসে, শান্তি আছে প্রত্যয়ে, শান্তির খনি হইতেছে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি। ইতি-

আশীর্বাদক
স্বরূপানন্দ

পত্র নং-৬২

হরিওঁ

গুরুধাম,
কলিকাতা- ৫৪
৫ ভাদ্র, বুধবার ১৩৮৬
২২ আগস্ট, ১৯৭৯

কল্যাণীয়েষু ঃ-

স্নেহের বাবা –, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার ১৫-৮-৭৯ তারিখের পত্র পাইলাম। তোমার পত্রে যে অত্যুৎকৃষ্ট অভিলাষসমূহ প্রকটিত হইয়াছে, তার প্রত্যেকটি সফলতায় সমৃদ্ধ হউক, এই আশীর্বাদ করি। সুযোগ তোমার খুবই কম, তথাপি শ্রীভগবান্ যে মাঝে মাঝে স্বল্প

সুযোগটুকু দেন, তাহারই সদ্ব্যবহারের দ্বারা তুমি অনেক কাজ করিতে পারিবে, শারীরিক অপটুতাবশত আমাকে সারাদিন প্রায় শয্যাশায়ী থাকিতে হয়, তবু ফাঁকে ফাঁকে লম্ফ দিয়া উঠিয়া বসি, কাজ করিতে করিতে ক্লান্তি বা বিরক্তি না আসা পর্যন্ত কাজ করিয়া যাই, ইহাতে মাসে পাঁচশত টাকা ডাক খরচ লাগে। এই সকল পত্র দ্বারা নিশ্চয়ই তোমাদের কিছু না কিছু উপকার হয়; তোমাদের উপকার হইবে এই আশায় আমি কাজ করি। তোমাদের ছাড়াও অন্য লোকের কিছু উপকার হইলে হইতে পারে অনুমান করিয়া শতকরা আট দশখানা পত্র প্রতিধ্বনিতে ছাপিতে দেই। এবার প্রতিধ্বনি নাকি প্রায় পনেরো হাজার লোকের হাতে যাইতেছে। কম করিয়া হইলেও মাসিক পঁচাত্তর হাজার লোক প্রতিধ্বনি পড়ে ও উপকৃত হয়। এই উপকারটুকুর জন্যই অক্ষম, অপটু, অসহিষ্ণু শরীরের উপরে চোট দিয়াও কাজ করিতেছি, তোমরা অতটা না পার কিছু কিছু কাজ কর।

নিতান্ত সাধারণ কর্মীরাও যদি সারাদিন নিয়ম করিয়া অর্ধ ঘণ্টাকাল মাত্র জগৎ-কল্যাণমূলক সুচিন্তিত কতকগুলি কাজ নির্দিষ্ট কর্মসূচি অনুযায়ী প্রতিদিন করিয়া যায়, তাহা হইলে পাঁচ বৎসরের মধ্যে যে-কোনো গ্রাম বা শহরের স্বাস্থ্যগত, সমাজগত, অর্থনীতিগত, সংস্কৃতিগত, রাজনৈতিক, আধ্যাত্মিক পরিবর্তন, অসাধারণ বলিয়া পরিগণিত হইতে বাধ্য। আমি যখন একদা একাকী কুমিল্লা জেলার শ্যামগ্রাম হইতে শুরু করিয়া সুলতানপুর অবধি নানা গ্রামে আনাড়ি কিশোরদিগকে গ্রামে গ্রামে কাজে লাগাইয়াছিলাম, তাহার এক বৎসর পরে বিখ্যাত চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ মহাশয় স্বগ্রামে আসিয়া চতুর্দিকের পরিস্থিতি দর্শনে বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছিলেন, ইহা তোমাদের অনেকের জানা ঘটনা। তোমরা কাজকে বিশ্বাস করিও, কথাকে নহে। তোমরা কাজকে দামি মনে করিও এবং যে যতটুকু পার কাজ আগাইয়া নিতে চেষ্টা করিও। কোনো কারণবশত অপরে কাজ বন্ধ করিয়া দিলে দিক্, কিন্তু তুমি কোনো অবস্থাতেই কাজের কবর খুঁড়িয়া তাহার উপরে খত্‌মা-নমাজ পড়িবে না। দলের লোক সব মরিয়া যায়, যাউক, তুমি একাই কাজ ধরিয়া রাখিবে,– এই জিদ্ কর।

সম্প্রতি "সংযম-প্রচারে স্বরূপানন্দ-সংগীত"-শীর্ষক গানগুলি গ্রামোফোন রেকর্ডে ধৃত হওয়াতে তোমাদের কাজের বিশেষ সুবিধা হইল, জিনিসগুলি এক মাস আগে তোমাদের জেলায় পৌঁছিয়া গিয়াছে, তাহা কাজে লাগানো শুরু হইল কিনা, দ্রুত জানা প্রয়োজন, এই পত্রের নকল পারিলে করিমগঞ্জ, মনাছড়া, শিলচর পাঠাইও। ইতি–

আশীর্বাদক
স্বরূপানন্দ

পত্র নং-৬৩

হরিওঁ

গুরুধাম,
কলিকাতা- ৫৪
৬ ভাদ্র, বৃহস্পতিবার ১৩৮৬
২৩ আগস্ট, ১৯৭৯

কল্যাণীয়েষু ঃ-

স্নেহের বাবা –, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

অধিকাংশ স্থলেই কর্মীরা কাজে হাত ছোঁয়ায় না। আমি একা কত খাটিব ?

রেকর্ডগুলি যাহাতে পূর্ণ সদ্ব্যবহারে আসে, তাহার দিকে সকলে দৃষ্টি রাখিও। এগুলির জন্য দুই লক্ষ টাকার অধিক ব্যয়িত হইয়াছে। এগুলির সাহায্যে দশ লক্ষ টাকার কাজ তোমাদের হওয়া প্রয়োজন। রেকর্ডগুলির পশ্চাতে কেবল অর্থই ব্যয় হয় নাই, আমাদের মধ্যে কয়েকজনের নিদারুণ আয়ুঃক্ষয়ও ঘটিয়াছে। টাকা খরচ হইলে ফিরিয়া পাওয়া যায়, আয়ু ফিরিয়া পাওয়া যায় না।

তুমি কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে ব্রহ্মচর্যের ভাব প্রসারিত করিতেছ। তোমাকে স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের সহিত মিশিতে হইতেছে। এই কারণে তোমার ব্যক্তিগত সতর্কতার প্রয়োজন খুব বেশি। ভালো ছেলেরা অনেক সময়ে ভালো মেয়েদের প্রতি এমন ঢংয়ে আকৃষ্ট হয়, যে ঢংটার ভিতরে পাপ কখনও কখনও প্রচ্ছন্নভাবে উঁকি-ঝুঁকি মারে। বোনকে বোনই ভাবিও, সখী ভাবিও না। দিদিকে দিদিই জানিও, বান্ধবী জ্ঞান করিও না। কিশোরী এবং যুবতি কর্মীদের পক্ষেও এই কথাগুলি পাল্টাভাবে খাটে। যতকাল নর ও নারী এই দুইটি শ্রেণি আছে, ততকাল মানব-মাত্রেরই পক্ষে এই কথাগুলি খাটিবে। প্রকাশ্যে বলিলে কথাগুলি অশ্লীল হয়, কিন্তু অপ্রকাশ্যে কথাগুলি প্রত্যেকের নিকট পৌঁছা প্রয়োজন। আমি পবিত্র কণ্ঠে কহিতেছি, নিষ্পাপ অন্তরে বলিতেছি, নিষ্কলঙ্ক-নিষ্কলুষ উদ্দেশ্যে ব্যক্ত করিতেছি। তোমরাও সেই ভাবেই গ্রহণ করিও।

কে ভাবী জীবনে সন্ন্যাস লইবে, কে আজীবন ব্রহ্মচর্য পালন করিবে, কে বিবাহিত হইয়া সন্তানের জনকরূপে ভবিষ্যতের মানব-জীবনধারাকে পরিচালিত করিবে, তাহা এখনই অনুমান করিবার প্রয়োজন নাই। এখন তোমরা কৈশোরের তপস্যা এবং প্রাগ্বৈবাহিক জীবন-শৃঙ্খলা কঠোর নিয়মে পালন করিয়া যাইতে থাক। একে অপরকে পালন করিতে উৎসাহ দাও। তাসের মজলিশ, সাহিত্যের আসর, খেলার ক্লাব, নাটকের মঞ্চ যে নানাভাবে অজ্ঞান তরুণদিগকে সুকৌশলে এবং অজ্ঞাতসারে ভোগেন্দ্রিয়ের অপব্যবহারে প্ররোচিত করিতেছে, তাহার প্রশমন ও প্রতিকার তোমাদিগকে করিতে হইবে। ধনীর ধন আছে, কিন্তু সৎকাজে তাহার ব্যয় নাই কেন ? কারণ একমাত্র এই যে, ভোগের লোলুপতা ইহাদের দৃষ্টিশক্তিকে ঝাপ্‌সা করিয়া দিয়াছে। শরীর ক্লান্ত, এই জন্য আর কিছু লিখিতে পারিলাম না। পুনরপি আশিস জানিও। ইতি–

আশীর্বাদক
স্বরূপানন্দ

পত্র নং-৬৪

হরিওঁ

গুরুধাম,
কলিকাতা- ৫৪
৬ ভাদ্র, বৃহস্পতিবার, ১৩৮৬

কল্যাণীয়েষু ঃ-

স্নেহের বাবা -, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার পত্র পাইলাম। সামূহিকভাবে কীর্তন, উপাসনা, ধ্যান, জপ ইত্যাদি করিবার কালে কখনও কখনও দেখা যায় যে, হঠাৎ একজন কেহ উচ্চ চিৎকার করিয়া উঠিল বা লাফালাফি আরম্ভ করিল অথবা মাটিতে গড়াগড়ি দিতে লাগিল,- এগুলি সকল ক্ষেত্রেই ভণ্ডামি বা ভান নহে। কারও কারও পক্ষে ইহা স্নায়ুমণ্ডলীর সাময়িক উত্তেজনার ফল অথবা রোগ। রোগটি মানসিক, এই সকল ক্ষেত্রে পরমেশ্বরের দৈব আবির্ভাব প্রভৃতি কল্পনা করিয়া লইবার প্রয়োজন নাই। লোকটিকে স্থানান্তরিত করিয়া শীতল জলের ছিটা, পাখার বাতাস বা স্থলবিশেষে প্রহার করিলে রোগ সাময়িক প্রশান্ত হয়। তবে স্থায়ী আরোগ্যের জন্য মানসিক চিকিৎসারও প্রয়োজন।

দশায় পড়ার দৌলতে বিগত কয়েক বৎসরে কতিপয় স্ত্রী বা পুরুষ বাঙ্গালি ভক্তসমাজে অবতার বলিয়া পূজা পাইয়াছেন। পর্যবেক্ষণে দেখা গিয়াছে যে, ইহাদের সাধারণ জীবন-যাত্রা প্রণালী অপর সাধারণ লোকের চাইতে উন্নত নহে, ইহাতে লোকনিন্দা বাড়িয়াছে। আর কিছু হয়ত লভ্য জোটে নাই।

তোমরা এই জাতীয় ঘটনাকে প্রশংসায় সংবর্ধিত করিও না, প্রশংসা একবার আরম্ভ হইয়া গেলে ইহাদের দেখাদেখি সমগ্র দেশটাকে আমরা একটা পাগলা-গারদে পরিণত না করিয়া ছাড়িব না। কারণ, এই রোগটা সহানুভূতির দ্বারা সংক্রমণশীল। কিন্তু প্রকৃত ভক্তের অসমাদর বা নিন্দা কদাচ করিও না। প্রকৃত ভক্ত সবাই চিনিতে পারে না। এই কারণে নিন্দার পথে না চলাই ভালো। ইতি-

আশীর্বাদক
স্বরূপানন্দ

পত্র নং-৬৫

হরিওঁ

গুরুধাম,
কলিকাতা- ৫৪
৬ ভাদ্র, বৃহস্পতিবার, ১৩৮৬

কল্যাণীয়েষু ঃ-

স্নেহের বাবা -, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

কোচবিহারের এক পল্লিগ্রাম হইতে পত্রখানা লিখিয়াছ। মাত্র এই একখানা পত্রের মধ্য দিয়া আমি যেন সমস্ত জেলাটাকে দেখিতে পাইতেছি। যেমন করিয়া উচ্চ

চূড়ায় অবস্থিত মন্দিরের গবাক্ষ দিয়া কোনো একটা দেশের সম্মুখবর্তী সমগ্র অঞ্চল সুস্পষ্ট দেখা যায়। তোমাদের হৃৎপিণ্ডের ভিতরে নব-শোণিত-সঞ্চারণা আমি স্পষ্ট লক্ষ করিতেছি। বুঝিতেছি, তোমরা দেশের, দশের ও জগতের সার্থক সেবা করিবে। আমার শরীর তোমাদের চাক্ষুষ দর্শন নাই, এমন কি পত্র-বিনিময়াদিও ঘটে নাই, অথচ তোমরা চরিত্রগঠন-আন্দোলনকে এমন সুন্দরভাবে কবজায় তুলিয়া লইয়াছ যে, স্বীকার করিতেই হইবে, অনেক যুগ আগ হইতেই তোমরা আমার একান্ত আপনার জন। আমার আপনার জনের লক্ষণ এই যে, সে অলসতা করে না, বৃথা কাল-যাপনে তাহার রুচি নাই, সে নিয়ত আত্মগঠন-তৎপর এবং অপরের জীবনকে গড়িয়া তুলিতে আগ্রহী, সে নিয়ত পরহিত-ব্রত মহাপ্রাণ, ইন্দ্রিয়গণের প্রভু, আত্মবিশ্বাসপরায়ণ এবং সহর্ষবদন।

যে কাজ আরম্ভ করিয়াছ, সে কাজ চালু রাখ। তোমরা দেশের হও গৌরব, জাতির হও অলংকার, জগতের হও সম্পদ। ইতি–

আশীর্বাদক
স্বরূপানন্দ

পত্র নং-৬৬

হরিওঁ

গুরুধাম,
কলিকাতা- ৫৪
৬ ভাদ্র, বৃহস্পতিবার, ১৩৮৬

কল্যাণীয়েষু ঃ–
স্নেহের বাবা –, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

কোচবিহারের গিরিয়ার-কুঠি নামক এক পল্লি হইতে শ্রী নিরঞ্জন রায় নামক এক অপরিচিত কিশোর এক পত্র লিখিয়া আমাকে মুগ্ধ করিয়া দিয়াছে। সম্পূর্ণ অপরিচিত বালকের দল মিলিত হইয়া নিজ নিজ অঞ্চলে চরিত্রগঠন-আন্দোলনকে এমন গভীরতা, নিবিড়তা, ব্যাপকতা, সুচারুতা, সুশৃঙ্খলার ভিতর দিয়া রূপদান এক আশ্চর্য ব্যাপার। ইহাদের সদ্দৃষ্টান্ত তোমাদিগকে এই সুদৃঢ় বিশ্বাসে অনুপ্রাণিত করুক যে, তোমাদের আন্দোলন সফল হইবেই। কানে কানে এই বিশ্বাসের বাণী ছড়াইয়া দাও এবং প্রাণে প্রাণে এই বিশ্বাসকে সুপ্রতিষ্ঠিত কর। ইহারা চরিত্রগঠনের কথা কহিতেছে আবার নিজেদের চরিত্রগঠনও করিতেছে,– যেরূপ সুদৃষ্টান্তের এদেশে প্রচুর অভাব ছিল। আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, অন্যান্য কয়েকটা নামি নামি জেলার চাইতেও তোমাদের জেলার কাজ ভালো হইবে। আন্দোলন মাত্রেরই সাফল্যের মূল তাহার লক্ষ্যের নিষ্কলঙ্কতা, উপায়ের পবিত্রতা, চেষ্টার ধারাবাহিকতা এবং স্বল্প-

সাফল্যে অতিরিক্ত আত্মতুষ্টির অভাব। ইতি–

আশীর্বাদক
স্বরূপানন্দ

পত্র নং-৬৭

হরিওঁ

গুরুধাম,
কলিকাতা- ৫৪
৭ ভাদ্র, ১৩৮৬

কল্যাণীয়েষু ঃ–

স্নেহের বাবা –, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার পত্র পাইয়াছি। অন্তরের বিমল-ভক্তিবশত দীক্ষা লইয়াছ। তোমার পত্রের ছত্রে ছত্রে সেই ভক্তি জাজ্বল্যমান। তোমার পিতৃভক্তিও প্রচুর। সুতরাং উপাসনায় সংকট দীর্ঘকাল থাকিবে না। পড়াশুনার সময় পড়াশুনা কর, পিতৃমাতৃসেবাতেও অকুণ্ঠিত থাক, উপাসনার জন্য একটা নিভৃত সময় বাছিয়া লও। ভগবৎ উপাসনা এমন বস্তু যে, অল্প পরিমাণ করিলেও তাহার অপ্রতিহত সুফল লাভ হইতে পারে, বাপ-মায়ের উপর বিরক্ত হইও না, তাঁহাদের প্রতি দিনের পর দিন অধিকতর ভক্তিমান্ হও। ইতি –

আশীর্বাদক
স্বরূপানন্দ

পত্র নং-৬৮

হরিওঁ

গুরুধাম,
কলিকাতা- ৫৪
১৩ ভাদ্র, বৃহস্পতিবার, ১৩৮৬
৩০ আগস্ট, ১৯৭৯

কল্যাণীয়েষু ঃ–

স্নেহের বাবা –, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

হোজাইর নিকটবর্তী শংকর-বস্তির চরিত্র-আন্দোলন-সভাটি শ্রীমান্ চন্দন সিং এবং ভক্তিমতী সহধর্মিণীর অক্লান্ত ত্যাগ ও শ্রমের ফলে অসাধারণ সাফল্য অর্জন করিয়াছে জানিয়া আমি অত্যন্ত মুক্তান্তঃকরণে ইহাদিগকে আশীর্বাদ করিতেছি।

এইরূপ একটি হিন্দি-ভাষী ভ্রাতা নগাঁও শহরেও রহিয়াছে। এইরূপ শত শত তোমাদের ভ্রাতা ডিফু হইতে ফারকাটিং অঞ্চলটা ছড়াইয়া রহিয়াছে। নতুবা হরিওঁ মহানাম-কীর্তন কার্বি-আংলং জেলার দুর্গম এবং শ্বাপদসংকুল পার্বত্য অঞ্চলে ছড়াইল কী করিয়া ? ইহাদিগকে খুঁজিয়া বাহির কর।

শহরের বা গ্রামের ঝগড়া-ঝাটির মধ্যে প্রবেশ করিও না, কলহ-কচায়ন আসল কাজ পণ্ড করে।

তোমাদের এক গুরুভ্রাতা গৃহপালিত কুক্কুরের মৃত্যুতে সমবেত উপাসনা ডাকিয়াছেন শুনিয়া আশ্চর্যান্বিত হই নাই। কারণ, তোমাদের ধর্ম জগৎ-কল্যাণের ধর্ম। তবে গৃহপালিত জন্তুর মৃত্যুকে সামাজিক উৎসবে পরিণত করা সঙ্গত নহে। গৃহপালিত যে নহে, সেই কুক্কুরটি কম কীসে? গৃহপালিত পশুর মৃত্যুতে আমরা বারাণসীতে পুপুন্‌কীতে অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া শুদ্ধ মতে করি। ইহার অধিক করণীয় নাই।

সংযম-প্রচারে স্বরূপানন্দ-সংগীতের রেকর্ডগুলিতে সাধ্যাতীত ব্যয় করা হইয়াছে। রেকর্ডগুলি অব্যবহারে নষ্ট হইবার পূর্বে প্রতিটি সভায় বাজানো একান্ত প্রয়োজন। ইতি–

আশীর্বাদক
স্বরূপানন্দ

পত্র নং-৬৯

হরিওঁ

গুরুধাম,
কলিকাতা- ৫৪
৯ জ্যৈষ্ঠ, শুক্রবার, ১৩৮৭
২৩ মে, ১৯৮০

কল্যাণীয়েষু ঃ–

স্নেহের বাবা –, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

এইমাত্র তোমাদের নানা জনের নামে তিনখানা পত্র পোস্ট হইয়াছে।

আমি তাহাতে লিখিয়াছি যে, সমবেত উপাসনার লং-প্লেয়িং রেকর্ডখানাতে যে কার্যের পর যে কার্য, যে স্তোত্রের পর যে স্তোত্র, যে সুরের পর যে সুর, যে লয়ের পর যে লয় আমার নিজ কণ্ঠে বিহিত হইয়াছে, সমবেত উপাসনাতে তাহাই তোমাদিগকে অন্ধের ন্যায় অনুসরণ করিতে হইবে। কোথাও কেহ ইহার পরিবর্তন করিতে পারিবে না। এই একটি বিষয়ে আদেশ পালন করিয়া দেখ যে, তোমাদের একতার শক্তি কত দ্রুত বাড়ে। নিজেদের ব্যক্তিগত প্রতিভার পরিচয় দিবার জন্য উদ্‌গ্রীব অবাধ্যেরা নিত্য নূতন প্রবর্তন করিতে গিয়া বিরাট সংঘটিকে লণ্ডভণ্ড করিয়া দিয়াছে, ইহার প্রতিকার আবশ্যক।

একটি সমবেত উপাসনাতে আত্মিক হিতকর এতগুলি জিনিস রহিয়াছে যে, কিছুদিন নিষ্ঠা সহকারে পাড়ায় পাড়ায় সমবেত উপাসনা জমাইতে পারিলে তাহার দ্বারা প্রত্যেক পাড়ার লোকের চরিত্রের উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। সমবেত উপাসনার ফল এক, হরিওঁ কীর্তনের ফলই অনুরূপ। যেখানে শুধু হরিওঁ কীর্তন করিতে যাও, সেখানে অখণ্ড-সংহিতা আগে পাঠ করিয়া লইতে হইবে। কী কী অংশ পঠিত হইবে, তাহা আগেই নির্বাচন করিয়া লওয়া ভালো।

চরিত্রগঠন-আন্দোলনটায় ভাটা না পড়ে, এই বিষয়ে লক্ষ রাখিও। সময় সময় নিজেরা যদি ঝগড়া-কলহ করিয়া মানুষের মনকে প্রতিকূল না কর, তাহা হইলে এই চেষ্টাও মহা শুভফল প্রসব করিবে। ইতি—

আশীর্বাদক
স্বরূপানন্দ

পত্র নং-৭০

হরিওঁ

গুরুধাম,
কলিকাতা- ৫৪
১২ জ্যৈষ্ঠ, সোমবার, ১৩৮৭
২৬ মে, ১৯৮০

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা —, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

স্বপ্নে যখন "ওঁ" মন্ত্রে দীক্ষা পাইয়াছ এবং আমাকে দেখিয়াছ, তখন আর নূতন করিয়া দীক্ষিত হইবার প্রয়োজন নাই। "ওঁ" মন্ত্র মহাপাবন মন্ত্র, সিদ্ধিমন্ত্র, সর্বজন-ক্ষেমংকর মন্ত্র। ইহা যে পায়, তাহার অন্য মন্ত্র জপিবার প্রয়োজন থাকে না।

বিশ্বাস রাখিও, তোমার দ্বারা জগতে মহৎ-কল্যাণ সাধিত হইবে। চতুর্দিকে যে বিশৃঙ্খল অরাজকতা চলিতেছে, তাহাতে ভীত হইও না। ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখ এবং সকলকে সাহস দাও। জীব-মাত্রের কল্যাণ-সাধনই তোমাদের লক্ষ হউক, কাহারও অকল্যাণ-চিন্তা করিও না।

বাক্-সংযম চরিত্রগঠনে সাহায্য করে, বাক্-সংযমী হইও কিন্তু হিতকর বাক্য-কথনে ক্ষান্ত হইও না।

তোমাদের অঞ্চলে চরিত্রগঠন-আন্দোলন সম্ভবত অল্প অল্প হইয়াছে। ভবিষ্যতে অনেকবার তাহা করিতে হইবে। বর্তমান ঝড়-ঝঞ্ঝা আগে থামিয়া যাউক। ইতি —

আশীর্বাদক
স্বরূপানন্দ

পত্র নং-৭১

হরিওঁ

গুরুধাম,
কলিকাতা- ৫৪
১২ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৭

কল্যাণীয়েষু ঃ-

স্নেহের বাবা –, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও ।

তোমার কার্ডখানা পাইয়া মুগ্ধ হইলাম । আমার কাছ হইতে দীক্ষা নেয় নাই বা আমাকে কখনও চর্মচক্ষু দিয়া দর্শন করে নাই, এমন আপনার জনের সংখ্যাই আমার অধিক । ইহাদের প্রেম, অনুরাগ, আজ্ঞাবহতা, বিনয়-নম্রতা, কৃতজ্ঞতা-বোধ ও শ্রমশীলতার যে বিবরণ নানা স্থান হইতে পাইতেছি, তাহাতে সর্বদা চমৎকৃত হই । ইহাদের মধ্যে দুই এক জনের সঙ্গেই আমার স্বপ্নযোগে দর্শন ঘটিয়াছে শুনিয়া থাকি এবং কাহিনিটি বিশ্বাস করিতেও প্রেরণাও পাই । তোমরা আমার সেই থাকের সন্তান, তাই এতদিন পরে হইলেও পরিচয় হইয়া গেল ।

আমার কাজ করিতে তোমরা আনন্দ পাও, সুতরাং নিশ্চয়ই তাহা করিবে । কিন্তু আমার নামপ্রচার বা অলৌকিক মহিমাপ্রচারকে আমার কাজ বলিয়া ভ্রম করিও না । মানুষ-মাত্রের অন্তরে পূর্ণ মনুষ্যত্ব-বোধের উদ্দীপনা জাগরণ, প্রসারণ ও পরিপ্রকাশই আমার কাজ । জাতি, ধর্ম, বর্ণ, বৈষয়িক অবস্থার তারতম্যের প্রতীক্ষা নাই,– নির্বিচারে এই কাজটা প্রত্যেকের জন্য করিয়া যাওয়া চাই । অবশ্য, কাজ আরম্ভ করিতে প্রথমে ঘরের কোণের প্রতিবেশীদের মধ্যেই আগে কাজ ধরা সংগত ও স্বাভাবিক । ক্রমশ কাজ বিস্তার পাইতে পাইতে নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের সর্বাঙ্গ আলিঙ্গন করিবে । নিয়ত কর্মশীল থাক । চিত্তকে একাগ্র, সংযত এবং দৃঢ়নিষ্ঠ রাখিয়া কর্মপথে বীর-বিক্রমে চলিবার নাম নিয়ত কর্মশীল থাকা । অনেক কাজই একা করিতে পারিবে না, সঙ্গী ও সতীর্থ প্রয়োজন হইবে কিন্তু যতটা পার, শোরগোল বর্জন করিয়া, হইচই এড়াইয়া, বহ্বাড়ম্বরের সস্তা হুজুগ হইতে দূরে থাকিয়া করিতে চেষ্টা করিও । হুজুগ আর সুযোগ এক জিনিস নহে । সংগত সুযোগের সদ্ব্যবহার করিবার জন্য যেটুকু হুজুগ আবশ্যক, সংগঠন-কর্মের সৌকার্যার্থ মাত্র ততটুকু হুজুগকেই প্রশ্রয় দিবে । তোমাদের জেলাটা সংস্কৃতির দিক্ দিয়া একটা মহামহিমান্বিত সদঞ্চল । এখানে কেবল আধমরাগুলিকেই বাঁচাইতে হইবে না, এক কোটি বৎসর আগের মৃতদেরও পুনর্জীবন গ্রহণ সম্ভব করিতে হইবে । কথাটা হেঁয়ালির মতন ঠেকিবে, কিন্তু হেঁয়ালি ইহা আদৌ নহে । ইহা এক দুঃসাহসী সত্যকথা ।

জেলার প্রত্যেকটি তরুণকে আমার মর্মের বাণী শুনাইতে, বুঝাইতে, স্বর্গীয় সৌরভে ভরপুর করিয়া দিয়া প্রাণের গোপন গুহায় প্রবেশিত করিয়া দিবার চেষ্টায় আপ্রাণ খাটিবে, ইহা আমি চাহি । কারণ, এই পত্রেই তোমাদের সহিত আমার প্রথম পরিচয় ঘটিতেছে না, এই পত্রই প্রমাণ করিতেছে যে, আমাদের পরিচয় কয়েকটি জন্মের এবং কতিপয় যুগের চেয়েও অনেক বেশি কালের পুরাতন । নূতনের চেয়ে

পুরাতনের দাবি চিরকালই গভীরতর এবং ব্যাপকতর। ইতি-

আশীর্বাদক
স্বরূপানন্দ

পত্র নং-৭২

হরিওঁ

গুরুধাম,
কলিকাতা- ৫৪
১২ জ্যৈষ্ঠ, সোমবার, ১৩৮৭

কল্যাণীয়েষু ঃ-
স্নেহের বাবা -, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

"যাহা দেখিতেছি, যাহা শুনিতেছি, সবই ব্রহ্ম", কথাটা মন্দ কীসে ? "যাহা দেখিতেছি, যাহা শুনিতেছি, তাহা ব্রহ্ম নহে, সবই মায়া, শুধু আমিই ব্রহ্ম", এই কথাটাই বা মন্দ কীসে ? জ্ঞানমার্গ কী, কর্মমার্গই বা কী, ইহা নিয়া তর্কের অরণ্যে দাবদাহ লাগিলে দাঁড়াইবে কোথায় ? কোনও একটা মতামতের নাম মার্গ নহে, কোনও একটা পথ ধরিয়া আগাইয়া যাওয়ার চেষ্টায় নিরবচ্ছিন্নভাবে লাগিয়া থাকিবার অতন্দ্র উদ্যমকে বলে মার্গ। প্রাতঃস্মরণীয় স্বামী বিবেকানন্দকে জ্ঞানযোগ সম্বন্ধে বলিতে শুনা গিয়াছে। তাঁহাকে জ্ঞানযোগী বলাও হয়। কিন্তু তিনি সাধন করিতেন শ্রীরামকৃষ্ণের নিত্য-ধ্যানের দ্বারা। লোক-কল্যাণ-বিষয়ে উপদেশ দিতে তিনি কর্মযোগের শতমুখ ছিলেন। বলো, তিনি কর্মযোগী কিনা, ভক্তিমার্গী কিনা। ভক্তিপন্থী না হইলে শ্রীরামকৃষ্ণকে তিনি চিনিতেও পারিতেন না। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার প্রাণের প্রাণ ছিলেন। তাঁহার জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ, রাজযোগ সবই এই প্রাণ-প্রদীপের আলোতে ঝলমল করিতেছে।

তোমাকেও তোমার গুরু একটি সাধন দিয়াছেন। তাহাতে নিজেকে ব্রহ্ম বলিয়া জানা, অথবা জগদ্-ব্রহ্মাণ্ডের সবকিছু প্রকল্পকে ব্রহ্ম অর্থাৎ অবিনশ্বর সত্য বলিয়া জানা সর্বদাই সুসম্ভব। একটু সাহস করিয়া গুরু দত্ত সাধন কিছু দিন করিয়া দেখ যে, চিন্তা-ভাবনা ব্যতীতই আপনা আপনি উপলব্ধি আসে কিনা। চেষ্টা করিয়া উপলব্ধি নহে, স্বতঃই উপলব্ধি আসিবে। কোন্ উপলব্ধিতে মন, চিত্ত, প্রাণ বিনা চেষ্টায় আসিয়া দাঁড়ায়, তাহার জন্য অবিমিশ্র বিশ্বাস নিয়া প্রতীক্ষা করারই নাম সাধনোদ্যম। জীবৎকাল ক্ষুদ্র হইতে পারে, কিন্তু একটি নিমেষের মধ্যে যত উপলব্ধি আস্বাদন সম্ভব, এক কোটি বৎসর জুড়িয়া লেহন করিলেও তত উপলব্ধি সম্ভব নহে। নির্দিষ্ট প্রণালীতে নাম করিয়া যাও। নাম নিত্য সত্য। নামের সেবার প্রভাবে প্রকৃত আস্বাদন আপনা আপনি আসিবে,- ব্রহ্ম সম্বন্ধে কে কী বলিয়াছেন, তাহার অনুসন্ধান নিষ্প্রয়োজন। নিত্য সত্য বস্তু নিত্য কালই মায়া লইয়া থাকিবে কেন ? মায়া অমায়া সবই ব্রহ্মের ছায়া। এই বিশ্ব যদি শুধু মাত্র মায়া হইয়া থাকে- তবে এমন সুন্দর

সৃষ্টির কোন্ আবশ্যকতা ছিল ? ইতি –

আশীর্বাদক
স্বরূপানন্দ

পত্র নং-৭৩

হরিওঁ

গুরুধাম,
কলিকাতা- ৫৪
১৩ জ্যৈষ্ঠ, মঙ্গলবার ১৩৮৭
২৭ মে, ১৯৮০

কল্যাণীয়াসু ঃ–

স্নেহের মা –, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও ।

তোমার পত্র পাইলাম । সকল সংকট দূর হউক, এই আশীর্বাদ করি ।

বর্তমান যুগে অম্বুবাচির নিয়ম-কানুন কিছু শিথিল করা প্রয়োজন বলিয়া আমি মনে করি । প্রচলিত নিয়মাবলি তিন দিনের স্থলে একদিনে সংক্ষেপায়িত করা চলে ।

পুত্রকন্যার বিবাহাদির ব্যাপারে আস্তে আস্তে বাধ্যকর ভাবে অনেককে উদার হইতে হইতেছে । মেয়েগুলি যেখানে কাল, সেখানে বাধা টিকিতেছে না । সমাজস্থ লোকের আর্থিক অবস্থার উন্নতি ব্যতীত এই সমস্যার প্রকৃত সমাধান হইবে না । ইতি–

আশীর্বাদক
স্বরূপানন্দ

পত্র নং-৭৪

হরিওঁ

গুরুধাম,
কলিকাতা- ৫৪
১৮ জ্যৈষ্ঠ, রবিবার ১৩৮৭
১ জুন, ১৯৮০

কল্যাণীয়াসু ঃ–

স্নেহের মা –, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও ।

পত্র পাইয়া সুখী হইলাম । নিজের কুশল কীসে, প্রকৃত কুশল কীরূপে লভ্য, তাহা জানিবার জন্য অন্তরে আগ্রহ জন্মা-ও একটি মহাসৌভাগ্যের লক্ষণ ।

ভগবানের নাম-স্মরণে অনেক অস্থিরতা কমে, ভগবানের প্রত্যেকটি নামের এই শক্তি রহিয়াছে । কাহারও পক্ষে কোনো একটি নাম হয়ত চিত্তপোষক হয়, কাহারও বা অন্য নামে । এই পার্থক্য নিয়া গবেষণার প্রয়োজন নাই । যে নামটি ভালো লাগে সে নামটিই কর । দীক্ষিত ব্যক্তির পক্ষে গুরু দত্ত নামই দ্রুততর ফলোপাদায়ক । এই বিষয়ে উপদেশ দিতে আমি সংকীর্ণতা বা সাম্প্রদায়িকতার সহিত কলহ বা প্রশ্রয়-

নীতি কোনোটাই অবলম্বন করি না। একটি মানুষ যদি শান্তি পায়, তাহা হইলে চতুর্দিকস্থ দশটি প্রাণে শান্তির হাওয়া বইতে থাকে। এই জন্য আমি ব্যক্তি-মাত্রকেই মনের শান্তিতে প্রতিষ্ঠিত দেখিতে চাহি, তোমরাও অন্যান্যকে শান্তির বারতা শুনাইও।

কাহারও নিন্দা বা স্তুতিতে বিচলিত হইও না। জীবনের সব ঘটনার উপরে পরমেশ্বরের পুণ্য অভিপ্রায়কে দেখিতে চেষ্টা করিও। ইতি-

আশীর্বাদক
স্বরূপানন্দ

পত্র নং-৭৫

গুরুধাম,
হরিওঁ
কলিকাতা- ৫৪
১ জুন, রবিবার ১৯৮০

কল্যাণীয়েষু ঃ-
স্নেহের বাবা-, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

এইমাত্র শান্তিনিকেতন হইতে একদল কর্মী দেখা করিতে আসিয়াছিল। তাহাদের প্রেমভাববিহ্বল সুন্দর মুখচ্ছবি দেখিয়া প্রাণে আনন্দ পাইয়াছি। পাইয়াছি গভীর পরিতৃপ্তি। তোমরা কাছাড় জেলায় পুনরায় সুশৃঙ্খলভাবে কাজ শুরু করিতেছ জানিয়া আনন্দ আমার দ্বিগুণ হইল। কোনও কর্মেচ্ছু বা কর্মঠ ব্যক্তিকেই কাজ হইতে সরিয়া থাকিতে দিও না। একথা আমি সকলকে জানাইবার জন্য লিখিতেছি। বুদ্ধিমানেরা ইঙ্গিতে বলিলেও কথা বুঝিতে পারে। তোমাদের মধ্যে বুদ্ধিমান লোকের অভাব নাই। বুদ্ধি কিন্তু শক্তি নহে। বুদ্ধি কৌশলকে করায়ত্ত করে। কিন্তু কর্মের অনুশীলন শক্তিকে জাগ্রত, প্রবুদ্ধ এবং সার্থক করে। বুদ্ধির বলে কেল্লাফতে করিতে চাহিও না। দুর্জয় অভিনিবেশ দিয়া, অক্লান্ত অধ্যবসায় দিয়া, শ্রমসাধ্য প্রয়াসের মাধ্যমে পুনঃপুন শক্তির প্রয়োগে লিপ্ত হও। অহংকার না রাখিয়া, কর্তৃত্ববোধ বর্জন করিয়া কর্মের অনন্ত কালাভিসারে ঝাঁপাইয়া পড়। যে যতটুকু কাজ করিতে পারে, সে যেন ততটুকু কাজের ভার পায়। খাতাপত্র এবং বিজ্ঞাপনের ফাইল সাজাইয়া গুছাইয়া রাখিলেই কাজ হয় না। কাহাকেও উপেক্ষা না করিয়া প্রাণ জ্বালাইয়া কর্মযজ্ঞে ঝাঁপ দাও।

সাময়িক-পত্ররূপে "অখণ্ড সমাচার" প্রকাশের চেষ্টাকে আমি অভিনন্দিত করিতেছি। বিষ্ণুপুর (বাঁকুড়া) কোচবিহার প্রভৃতি স্থানে এইরূপ চেষ্টার সুফল দেখা গিয়াছে। ইতি-

আশীর্বাদক
স্বরূপানন্দ

পত্র নং-৭৬

হরিওঁ

গুরুধাম,
কলিকাতা- ৫৪
১ জুন, রবিবার ১৯৮০

কল্যাণীয়েষু ঃ-

স্নেহের বাবা –, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার পত্র পাইয়া খুশি হইলাম। আশা করি, তুমি সাহিত্য-চর্চা ছাড়িয়া দাও নাই, উচ্চতম উপলব্ধির সহিত চঞ্চল মনের স্বাভাবিক উত্থান-পতনকে দৃঢ়-নিবদ্ধভাবে সংযুক্ত করিয়া দিবার যে সারস্বত-চর্যা, তাহারই নাম সাহিত্য-চর্চা। তোমার লিখিত বিষয় পাঠের পরে মানুষের মন যদি ক্রমশ উচ্চতর স্তরে আরোহণে স্বতঃউৎসারিত গতি পায়, তবেই আমি বলিব, তুমি সাহিত্য লিখিয়াছ। মূত্রাগার বা মলাধার বর্ণনার নাম সাহিত্য রচনা নহে। পশু-পক্ষীর প্রজননশীল লঘু আবেগকে ছন্দিত ভাষায় গ্রন্থিগ্রস্ত করার নাম সাহিত্য রচনা নহে।

একটুখানি লেখ, তবু সৎ-সাহিত্য লিখিও। তোমার লেখা পড়িয়া বিশাল জগতে যদি একটি মানুষও সুন্দর, সুধীর, সুশান্ত হয়, তবে, গদগদ ভাষে স্বীকার করিব, তুমি সমগ্র জগৎকে লাভবান্ করিয়াছ। তোমার এক গোঁয়ার-গোবিন্দ গুরুভাই সপ্তাহে একদিন দুইদিন করিয়া কলিকাতার রাস্তার মোড়ে মোড়ে পথসভা উপলক্ষ্যে তেজোদ্দীপ্ত কণ্ঠ-ভাষিত দ্বারা সুন্দর সাহিত্য রচনা করিতেছে। তুমি ঘরে বসিয়া ঠান্ডা মাথায় লেখনীযোগে তাহা করিতে পার, কাছাড়ে একজন তদ্রূপ করিতেছে এবং তাহার এই নিরালা তপস্যা কোথাও কোথাও প্রত্যাশার অতীত সুফল ফলাইতেছে। ইতি-

আশীর্বাদক
স্বরূপানন্দ

পত্র নং-৭৭

হরিওঁ

গুরুধাম,
কলিকাতা- ৫৪
১৯ জ্যৈষ্ঠ, সোমবার, ১৩৮৭
২ জুন, ১৯৮০

কল্যাণীয়াসু ঃ-

স্নেহের মা –, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার ১৭ই জানুয়ারির পত্রের উত্তর ২রা জুন দিতেছি। এই দেরির জন্য মনে দুঃখ নিও না। পত্রের স্তূপ হইতে অদ্য তোমার পত্রখানা বাছিয়া লইলাম।

জপকার্য, শ্বাস গ্রহণ, ধ্যান প্রভৃতি সম্পর্কে তুমি যে লক্ষণগুলির কথা লিখিয়াছ, তাহা শুভ-সূচক। দেখা যাইতেছে যে, তোমার আধার ভালো। অধিক বিস্তারিত

ব্যাখ্যার প্রয়োজন নাই। প্রত্যহ সাধন করিয়া যাও, আস্তে আস্তে আরও নানা পরিবর্তন ও রূপান্তর লক্ষে পড়িবে। ফলাফলের প্রতি মনোযোগ না দিয়া নিষ্ঠার সহিত সাধন-কার্য করিয়া যাইতে থাক।

উপাসনা-প্রণালীর নানা উপাঙ্গের নানা বৈশিষ্ট্য আছে। কিন্তু উদ্দেশ্য মাত্র একটি। তাহা হইতেছে পরমেশ্বরের পরমা-প্রীতি প্রাপ্ত হওয়া, প্রেম আসিয়া গেল তো কাজ হালকা হইয়া গেল, উপাসনা-প্রণালীর কোনো কোনো বহিরঙ্গীয় অংশের গুরুত্ব কমিয়া গেল। তখন নাম করা আর শীতল পানীয় পান করা সমভাবে আরামপ্রদ ও হিতোপধায়ক বলিয়া উপলব্ধি করিবে। কাজ করিয়া যাও, কোনো দুশ্চিন্তা করিও না। এই সকল উপলব্ধির কথা বাহিরে প্রকাশ করিও না। ইতি–

আশীর্বাদক
স্বরূপানন্দ

পত্র নং-৭৮

হরিওঁ

গুরুধাম,
কলিকাতা- ৫৪
২ জুন, ১৯৮০

কল্যাণীয়েষু ঃ–
স্নেহের বাবা –, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

অনূঢ়া কন্যার বিবাহ অনেক আগেই তোমার দেওয়া উচিত ছিল। সরকারি চাকুরি করিয়া এই কর্তব্যটার প্রতি এতদিন লক্ষ দিতে পার নাই। এখন লক্ষ দাও, খুঁজিলে সৎপাত্র শীঘ্রই পাইয়া যাইবে, বিবাহও নিরাপদে হইয়া যাইবে। তোমার কন্যা সুশীলা ও সৎস্বভাবা, পাত্র জুটিতে ক্লেশ হইবে না। সচ্চরিত্র, স্বাস্থ্যবান্ উপার্জক ছেলে পাইলে বিবাহ দিতে দেরি করিও না।

সরকারি চাকুরি হইতে অবসর পাইবার পর তোমাদের প্রত্যেককে চরিত্রগঠন-আন্দোলনের জন্য খাটিতে হইবে, একজনেও ভুলিও না। অতীতে যত সচ্চিন্তা করিয়াছ, প্রত্যেকের তোমরা সুফল পাইবে।

কিশোরদিগকে সৎকথায় প্রবৃত্ত কর, তাহাদিগের মন বিশ্বতোবিস্তার লাভ করুক, আমরা সমগ্র জগদ্বাসীর জন্য বাঁচিয়া আছি। কেবল একার জন্য নহে। এই শিক্ষাই জীবনের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা। ইতি–

আশীর্বাদক
স্বরূপানন্দ

(সমাপ্ত)

ধৃতং প্রেম্না

অযাচক আশ্রম-বাংলাদেশ, রহিমপুর, মুরাদনগর, কুমিল্লা - ৩৫৪০ হইতে
প্রকাশিত

ধর্মার্থ শুল্ক : ৳ ৪০